অর্থনীতি

ঢাকা বোর্ড-২০২৪

সেট : খ

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড : 1 4 1

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **কোনটি মাঝারি শিল্প?**
ক) বস্ত্র খ) চিনি গ) চামড়া ঘ) সার

২. **কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত কোনটি?**
i. মৎস্য ii. মৌমাছি iii. বনায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু কোনটি?**
ক) উদ্যোক্তা খ) শ্রমিক
গ) সম্পদ ঘ) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

৪. **"স্বনির্ভর বাংলাদেশ" কত সালে আত্মপ্রকাশ করে?**
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭৩ গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৭৫

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাসেল 'X' দেশের নাগরিক। সে দেশে ২০২১-২২ সালের বাজেটে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ৪০২৪২ কোটি টাকা কিন্তু সরকারি ব্যয় ৬০৫৩০ কোটি টাকা।

৫. **'X' দেশে কোন ধরনের বাজেট বিদ্যমান?**
ক) সুষম বাজেট খ) ঘাটতি বাজেট গ) উদ্বৃত্ত বাজেট ঘ) মূলধনী বাজেট

৬. **উক্ত বাজেটের অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস—**
i. বৈদেশিক ঋণ ii. বৈদেশিক সাহায্য iii. বন্ডের মাধ্যমে ঋণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭. **বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা চালু আছে?**
ক) মিশ্র খ) ধনতান্ত্রিক গ) সমাজতান্ত্রিক ঘ) ইসলামি

৮. **বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর কখন চালু হয়েছে?**
ক) ১৯৯০-৯১ খ) ১৯৯১-৯২ গ) ১৯৯২-৯৩ ঘ) ১৯৯৩-৯৪

৯. **'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
ক) এরিস্টটল খ) প্লেটো গ) কৌটিল্য ঘ) অমর্ত্য সেন

১০. **অর্থনৈতিক কাজ কোনটি?**
ক) ভিক্ষার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন খ) শ্রমিকের কারখানার কাজ
গ) সন্তানের পরিচর্যা ঘ) শখ করে বাগান করা

১১. **বাংলাদেশে ২০২০-২১ অর্থবছরে জাতীয় আয়ের কত ভাগ কৃষি থেকে আসে?**
ক) ১২.০৭ খ) ১৫.০৫ গ) ১৭.২৪ ঘ) ২০.১৩

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২ ও ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সাকিব 'ক' দেশে বাস করে এখানে উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

১২. **'ক' দেশের অর্থনীতিতে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?**
ক) ধনতান্ত্রিক খ) সমাজতান্ত্রিক গ) মিশ্র ঘ) ইসলামি

১৩. **সাকিবের দেশের অর্থব্যবস্থায়—**
ক) বেসরকারি উদ্যোক্তা থাকে না খ) স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বিদ্যমান
গ) সম্পদের রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে না ঘ) ভোক্তার অবাধ স্বাধীনতা থাকে

১৪. **সুন্দরবনের আয়তন কত?**
ক) প্রায় ৫,০১৭ বর্গ কি.মি. খ) প্রায় ৬,০১৭ বর্গ কি.মি.
গ) প্রায় ৭,০১৭ বর্গ কি.মি. ঘ) প্রায় ৮,০১৭ বর্গ কি.মি

১৫. **বর্তমান বিশ্বে শক্তি উৎপাদনে নতুন উৎস নিচের কোনটি?**
ক) সৌরতাপ খ) গ্যাস গ) কয়লা ঘ) কাঠ

১৬. **কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে কোন খাতটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় খাত?**
ক) শিল্প খাত খ) কৃষি খাত গ) বাণিজ্য খাত ঘ) সেবা খাত

১৭. **দাম ও যোগানের মধ্যে সম্পর্ক কী?**
ক) বিপরীতমুখী খ) সমমুখী
গ) আড়াআড়ি ঘ) কোনো সম্পর্ক নেই

১৮. **চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়—**
i. স্যানিটারি দ্রব্য তৈরিতে ii. ব্লিচিং পাউডার উৎপাদনে iii. কাগজ উৎপাদনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. **গড় উৎপাদনের কোন সূত্রটি সঠিক?**
ক) $\frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$ খ) $\frac{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}{\text{মোট উৎপাদন}}$
গ) মোট উৎপাদন + মোট শ্রম উপকরণ ঘ) মোট উৎপাদন-মোট শ্রম উপকরণ

২০. **শ্রমিকের বেতন কী ধরনের ব্যয়?**
ক) প্রকাশ্য ব্যয় খ) অ-প্রকাশ্য ব্যয় গ) প্রান্তিক ব্যয় ঘ) প্রকৃত ব্যয়

২১. **উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপকরণ কোনটি?**
ক) মূলধন খ) শ্রম গ) ভূমি ঘ) শ্রমিক

২২. **সময়ের ভিত্তিতে বাজার কত প্রকার?**
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

২৩. **নিচের কোনটি একচেটিয়া বাজারের পণ্য?**
ক) ঔষধ খ) বই গ) লিবার্টি জুতা ঘ) তিতাস গ্যাস

২৪. **মূলধন রক্ষণাবেক্ষণ ও ক্ষতিপূরণের ব্যয়কে বলা হয়—**
ক) NNI খ) CCA গ) CNI ঘ) NNP

২৫. **বাংলাদেশের বিশেষায়িত ব্যাংক কোনটি?**
ক) সোনালী ব্যাংক খ) জনতা ব্যাংক
গ) রূপালী ব্যাংক ঘ) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

২৬. **বাংলাদেশের অসীম বিহিত মুদ্রা কোনটি?**
i. ৫ টাকা ii. ১০ টাকা iii. ২০ টাকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৭. **ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে কোন ব্যাংক?**
ক) কৃষি ব্যাংক খ) জনতা ব্যাংক গ) গ্রামীণ ব্যাংক ঘ) কেন্দ্রীয় ব্যাংক

☐ **উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
খুকুমনি ব্যাংকে একটি হিসাব খুললেন। তার হিসাবে প্রতিদিন টাকা লেনদেন করা যায় কিন্তু জমা টাকার সুদ পাওয়া যায় না।

২৮. **খুকুমনি ব্যাংকে কি ধরনের হিসাব খুললেন?**
ক) সঞ্চয়ী খ) চলতি গ) স্থায়ী ঘ) DPS

২৯. **খুকুমনির জমা টাকার সুদ পেতে হলে ব্যাংকে কোন ধরনের হিসাব খুলতে হবে?**
i. চলতি ii. সঞ্চয়ী iii. স্থায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. **২০১৯ সালের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?**
ক) ১.৩৭ খ) ১.৫৪ গ) ১.৮৩ ঘ) ১.৮৯

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড–২০২৪

অর্থনীতি (সৃজনশীল)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। মাসুদা বেগমের স্বামী মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে চাকরি করেন। তিনি প্রতিমাসে তার স্ত্রীকে ৩০,০০০ টাকা পাঠান। মাসুদা বেগম সংসারের খরচ ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে প্রতিমাসে ব্যাংকে ১০,০০০ টাকা জমা করেন। পাঁচ বছর পর তিনি ব্যাংকে জমানো টাকা দিয়ে গ্রামের গরিব ও অসহায় ২০ জন নারীকে নিয়ে বাঁশ, বেত এবং কাপড়ের একটি ছোট শিল্প গড়ে তোলেন।

(ক) উপযোগ কী? ১
(খ) পিতামাতা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন কেন অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি? ২
(গ) মাসুদা বেগমের জমানো অর্থ অর্থনীতির কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "মাসুদা বেগমের ২য় পদক্ষেপ, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

২। নিচে চাহিদা সূচি ও যোগান সূচির একটি সারণি দেওয়া হলো :

পণ্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
২	১৫	০৫
৪	১০	১০
৬	০৫	১৫

(ক) ভোক্তা কে? ১
(খ) প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান কেন? ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে যোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের সাহায্যে চিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম নির্ধারণ করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। চিত্রটি লক্ষ কর :

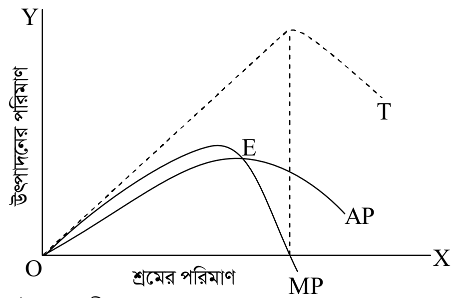

(ক) উৎপাদন কী? ১
(খ) শ্রমিকের কাজ কেন অর্থনৈতিক কার্যাবলি? ২
(গ) চিত্রে মোট উৎপাদন রেখা চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) চিত্র অনুযায়ী AP এবং MP রেখা এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। A = খাজনা + মজুর + সুদ + মুনাফা
$B = C + I + G + (X - M)$

(ক) নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
(খ) বিনামূল্যে ব্যবহৃত সেবা কেন জাতীয় আয় গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না? ২
(গ) উদ্দীপকে 'A' দ্বারা নির্দেশিত জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের 'B' দ্বারা নির্দেশিত পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায় কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। প্রতিষ্ঠান 'X' জনগণকে ঋণ প্রদান করে না। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান 'Y' জনগণের কাছ হতে আমানত সংগ্রহ করে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠান 'Y'-কে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

(ক) সমবায় ব্যাংক কাকে বলে? ১
(খ) অর্থ কেন বিনিময়ের সহজ মাধ্যম? ২
(গ) উদ্দীপকের 'X' প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৩
(ঘ) "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'Y' প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। রহিমের বাবা একজন কৃষক। তিনি ধান, গম, শস্য এবং বিভিন্ন পণ্য তার জমিতে উৎপাদন করেন। রহিমের মা একজন শিক্ষিকা। তিনি বাড়ির পাশে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

(ক) শিল্প কী? ১
(খ) একজন কবির প্রতিভাকে অর্থনীতিতে কেন সম্পদ বলা যায় না? ২
(গ) উদ্দীপকের রহিমের মায়ের কাজ অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহিমের বাবার কাজটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।"– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৭।

'X' দেশ	'Y' দেশ
জনসাধারণের নিম্ন জীবনযাত্রার মান বিদ্যমান,	দক্ষ জনশক্তি,
বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা দৃশ্যমান	রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান

(ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১
(খ) সাময়িক বেকারত্ব কেন সৃষ্টি হবে? ২
(গ) উদ্দীপকে 'X' দেশটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের 'X' দেশটিকে 'Y' দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে করণীয় কী? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **A দেশ :** বাজেট = (মোট আয় – মোট ব্যয়) = ০
B দেশ : বাজেট = (মোট ব্যয় – মোট আয়) > ০

(ক) সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
(খ) আবগারি শুল্ক কেন আরোপ করা হয়? ২
(গ) 'A' দেশের বাজেটের ধরন চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে 'B' দেশের বাজেটটি অধিক কার্যকর।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। জনাব রাজু একজন শ্রমিক। তিনি স্বল্প বেতনে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। বেতন কম হওয়ায় তিনি পরিবারের সকল অভাব পূরণ করতে পারেন না। সম্প্রতি বাজারে চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তিনি পরিবারের অভাব পূরণে আরো বেশি সমস্যায় পড়েছেন।

(ক) সামষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
(খ) মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিকে অর্থনীতিতে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) চাহিদা পূরণে জনাব রাজুর করণীয় পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

ভূমির পরিমাণ (স্থির)	শ্রম উপকরণ	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)	গড় উৎপাদন (কুইন্টাল)
১	১	ক	৫	৫	৫
১	২	খ	১২	৭	৬
১	৩	গ	১৮	৬	৬
১	৪	ঘ	২৩	৫	৫.৭৫
১	৫	ঙ	২৭	৪	৫.৪০
১	৬	চ	৩০	৩	৫
১	৭	ছ	৩০	০	৪.২৮
১	৮	জ	২৮	– ২	৩.৫০

(ক) শ্রম কাকে বলে? ১
(খ) প্রকাশ্য ব্যয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উপরের সারণিটি ব্যবহার করে গড় উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) একজন উৎপাদনকারী উপকরণ সংমিশ্রণ 'ছ' এ উৎপাদন করবে কি? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। প্রিতম একদিন সকালে কাঁচামরিচ কেনার জন্য বাজারে গেলেন। বাজারে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন কাঁচামরিচের সরবরাহ অনেক কম কিন্তু চাহিদা অনেক বেশি। ফলে অনেক বেশি দামে কাঁচামরিচ না কিনে মুদির দোকান থেকে প্যাকেটজাত গুঁড়ামরিচ কিনলেন।

(ক) স্থানীয় বাজার কাকে বলে? ১
(খ) একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য থাকে না কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত কাঁচামরিচের বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত কাঁচামরিচের বাজারের সাথে গুঁড়ামরিচের বাজারের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	M	২	N	৩	K	৪	N	৫	L	৬	K	৭	K	৮	L	৯	M	১০	L	১১	K	১২	L	১৩	K	১৪	L	১৫	K
	১৬	L	১৭	L	১৮	M	১৯	K	২০	K	২১	M	২২	L	২৩	N	২৪	L	২৫	N	২৬	N	২৭	N	২৮	L	২৯	M	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ মাসুদা বেগমের স্বামী মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে চাকরি করেন। তিনি প্রতিমাসে তার স্ত্রীকে ৩০,০০০ টাকা পাঠান। মাসুদা বেগম সংসারের খরচ ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে প্রতিমাসে ব্যাংকে ১০,০০০ টাকা জমা করেন। পাঁচ বছর পর তিনি ব্যাংকে জমানো টাকা দিয়ে গ্রামের গরিব ও অসহায় ২০ জন নারীকে নিয়ে বাঁশ, বেত এবং কাপড়ের একটি ছোট শিল্প গড়ে তোলেন।

ক. উপযোগ কী? ১

খ. পিতামাতা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন কেন অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি? ২

গ. মাসুদা বেগমের জমানো অর্থ অর্থনীতির কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মাসুদা বেগমের ২য় পদক্ষেপ, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ পিতামাতা কর্তৃক সন্তান লালন-পালনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন হয় না। তাই পিতামাতা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

যেসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলা হয়। যেমন– পিতামাতার সন্তান লালন-পালন, শখের বশে খেলাধুলা করা ইত্যাদি অ-অর্থনৈতিক কাজের উদাহরণ।

গ মাসুদা বেগমের জমানো অর্থ অর্থনীতির সঞ্চয় ধারণাকে নির্দেশ করে।

মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)

এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মাসুদা বেগমের স্বামী মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে চাকরি করেন। তিনি প্রতিমাসে তার স্ত্রীকে ৩০,০০০ টাকা পাঠান। মাসুদা বেগম সংসারের খরচ ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে প্রতিমাসে ব্যাংকে ১০,০০০ টাকা জমা করেন, যা অর্থনীতির সঞ্চয় ধারণার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, মাসুদা বেগমের জমানো অর্থ অর্থনীতির সঞ্চয় ধারণাকে নির্দেশ করে।

ঘ "মাসুদা বেগমের ২য় পদক্ষেপ তথা বিনিয়োগ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।" –মন্তব্যটি যথার্থ।

মানুষ আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। অর্থাৎ সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে মূলধন গঠন ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে সঞ্চয় বিনিয়োগের উৎস হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে মাসুদা বেগম সংসারের খরচ ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে প্রতিমাসে ব্যাংকে ১০,০০০ টাকা জমা করেন। পাঁচ বছর পর তিনি ব্যাংকে জমানো টাকা দিয়ে গ্রামের গরিব ও অসহায় ২০ জন নারীকে নিয়ে বাঁশ, বেত এবং কাপড়ের একটি ছোটো শিল্প গড়ে তোলেন। এই জমানো টাকা দিয়ে ছোটো শিল্প গড়ে তোলায় হলো বিনিয়োগ।

অর্থনীতিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সম্পর্কিত। সঞ্চয় ছাড়া বিনিয়োগ সম্ভব নয়। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে এবং সঞ্চয় কমলে বিনিয়োগ কম হয়। আবার সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ না করলে মূলধন গঠন ব্যাহত হয়। তাই মাসুদা তার সঞ্চয়কে শিল্প গড়ে তোলার কাজে বিনিয়োগ করেন। এই সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপদানের মাধ্যমে তার উৎপাদনশীলতা যেমন বাড়ে তেমনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

প্রশ্ন ▸ ০২ নিচে চাহিদা সূচি ও যোগান সূচির একটি সারণি দেওয়া হলো :

পণ্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)	যোগানের পরিমাণ (একক)
২	১৫	০৫
৪	১০	১০
৬	০৫	১৫

ক. ভোক্তা কে? ১

খ. প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে যোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাহায্যে চিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য দাম নির্ধারণ করে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো অবাধ সহজলভ্য দ্রব্য ছাড়া অন্য সব দ্রব্য ভোগ করার জন্য যে ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে তাকে ভোক্তা বলে।

খ দ্রব্য ভোগের একক বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট উপযোগ ক্রমহাসমান হারে বাড়ে ফলে প্রান্তিক উপযোগ ক্রম হ্রাসমান হয়।

ভোগকৃত দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি হলো মোট উপযোগ এবং অতিরিক্ত এক এককের উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ। দ্রব্যটির ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মোট উপযোগ ক্রমহাসমান হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয় প্রান্তক উপযোগ শূন্য হয়। মোট উপযোগ হ্রাস পেতে থাকলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।

গ কোনো দ্রব্যের দাম ও যোগানের পরিমাণের মধ্যকার সমমুখী সম্পর্ক যে রেখার মাধ্যমে দেখানো হয় তাকে যোগান রেখা বলে। উদ্দীপকের আলোকে যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো–

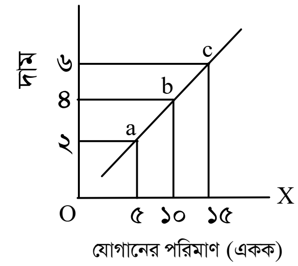

চিত্র : যোগান রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম দেখানো হয়েছে। যোগান সূচি অনুযায়ী, ২ টাকা দামে যোগানের পরিমাণ ৫ একক। এটি a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে।
৪ টাকা দামে যোগান ১০ একক। এটি b বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। দাম ৬ টাকা হলে যোগান ১৫ একক, যা c বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এই প্রাপ্ত বিন্দু a, b, c যোগ করে SS′ যোগান রেখা পাওয়া যায়। SS′ রেখাটি উদ্দীপকে প্রদত্ত যোগান সূচি হতে অঙ্কিত যোগান রেখা।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে চিত্রের সাহায্যে ভারসাম্য দাম নির্ণয় করা হলো–

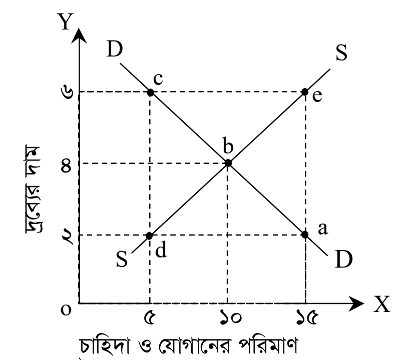

চিত্রে ভূমি অক্ষে OX চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে OY দাম নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে DD হলো উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা এবং SS হলো যোগান রেখা। আমরা জানি, বাজার ভারসাম্যের শর্ত অনুযায়ী চাহিদা (DD) ও যোগানের (SS) সমতাস্থলে ভারসাম্য নির্ধারিত হয়। চিত্রে DD এবং SS রেখা পরস্পর b বিন্দুতে ছেদ করাই b বিন্দুতে ভারসাম্য নির্ধারণ হয়েছে। b বিন্দু অনুসারে ভারসাম্য দাম ৪ টাকা এবং ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ১০ একক।

এখন যদি দ্রব্যের দাম কমে ২ টাকা হয় তাহলে যোগানের পরিমাণ ৫ একক কিন্তু চাহিদার পরিমাণ ১৫ একক হয়। এক্ষেত্রে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হয়। অর্থাৎ বাজারে ঘাটতি দেখা যায়, যা দাম বৃদ্ধি ঘটাবে এবং পুনরায় ভারসাম্যে উপনীত হবে। আবার দ্রব্যের দাম যদি বৃদ্ধি পেয়ে ৬ টাকা হয় তবে চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি হয়। অর্থাৎ বাজারে উদ্বৃত্ত দেখা দিবে। উদ্বৃত্ত পণ্য বিক্রির জন্য দাম কমবে। সুতরাং দেখা যায়, শুধু ভারসাম্য দামে অর্থাৎ ৪ টাকায় বাজার স্থির থাকবে, অন্য দামে দ্রব্যের ঘাটতি অথবা উদ্বৃত্তের ফলে পরিবর্তিত হয়ে ভারসাম্যে উপনীত হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ চিত্রটি লক্ষ কর :

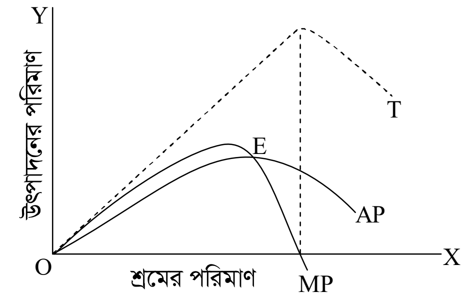

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. শ্রমিকের কাজ কেন অর্থনৈতিক কার্যাবলি? ২
গ. চিত্রে মোট উৎপাদন রেখা চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র অনুযায়ী AP এবং MP রেখা এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাই হলো উৎপাদন।

খ শ্রমিকের কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জিত হয়। তাই শ্রমিকের কাজ অর্থনৈতিক কার্যাবলি।
মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন– শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এগুলো হলো অর্থনৈতিক কাজ, যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জিত হয়।

গ চিত্রে মোট উৎপাদন রেখাটি হলো TP ।

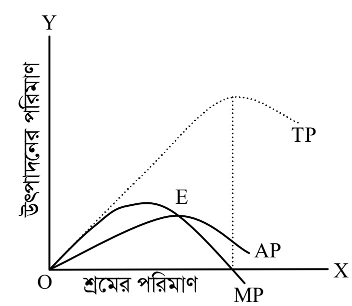

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রমের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। TP রেখা উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। প্রাথমিকভাবে উপকরণ নিয়োগ করলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। ফলে TP ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকে। উপকরণ নিয়োগের ২য় পর্যায়ে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ নিয়োগের ৩য় পর্যায়ে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়। TP রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোচ্চ। এরপর উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়।

ঘ চিত্র অনুযায়ী AP ও MP রেখার মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো–

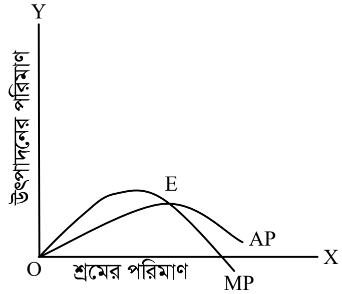

চিত্রে (OX) অক্ষে শ্রমের পরিমাণ এবং OY অক্ষে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশ করে। AP গড় উৎপাদন রেখা এবং MP প্রান্তিক উৎপাদন রেখা নির্দেশ করে। নিম্নে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো :

১. প্রান্তিক উৎপাদন বাড়তে থাকলে গড় উৎপাদনও বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশি থাকে, তখন গড় উৎপাদন বাড়ে। এ জন্য প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদনের উপরে থাকে।

২. প্রান্তিক উৎপাদন যখন গড় উৎপাদনের উপরে থাকে এবং কমতে থাকে, তখন গড় উৎপাদন কম হারে বাড়ে। এ অবস্থায় কিছুদূর পর্যন্ত গড় উৎপাদন রেখা প্রান্তিক উৎপাদন রেখার নিচে থাকে এবং বাড়তে থাকে।

৩. গড় উৎপাদন যখন সবচেয়ে বেশি হয়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখা তখন গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৪ A = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা
B = C + I + G + (X – M)

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১

খ. বিনামূল্যে ব্যবহৃত সেবা কেন জাতীয় আয় গণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় না? ২

গ. উদ্দীপকে 'A' দ্বারা নির্দেশিত জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'B' দ্বারা নির্দেশিত পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায় কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

খ অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না।
যেমন– মা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, মহিলাদের রান্না বান্না, সাংসারিক কাজকর্ম, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো ইত্যাদি কোনো পণ্য নয়। এজন্য জাতীয় আয় গণনায় এসব পণ্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

গ উদ্দীপকে 'A' দ্বারা নির্দেশিত জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিটি হলো আয় পদ্ধতি।

আয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো একটি অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টি। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব একটি দেশ কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয়ের (যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফা) যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলা হয়। অর্থাৎ $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। যেখানে r, w, i ও π হলো যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা; $\sum$ সমষ্টি। সুতরাং উদ্দীপকের ছকে 'A' দ্বারা (খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা) জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিটিই নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের 'ছক–১' দ্বারা নির্দেশিত জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যয় পদ্ধতিটি নির্দেশ করছে।

ব্যয় পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। অর্থাৎ ব্যয় পদ্ধতি অনুযায়ী সব মানুষের মোট ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগের পরিমাণ, সরকারি ব্যয় এবং নিট রপ্তানি আয় যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ কোনো অর্থনীতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের মোট ব্যয়ই হলো উক্ত সময়ের জিডিপি।

উদ্দীপকে 'ছক–১' দ্বারা নির্দেশিত C + I + G + (X – M) দ্বারা জিডিপি নির্ণয়ের ব্যয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করা হয়। এখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়, (X – M) (রপ্তানি – আমদানি) = নিট রপ্তানি। ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপের সময় চূড়ান্ত দ্রব্য ও মধ্যবর্তী দ্রব্যের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হলে দ্বৈত গণনা সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে হিসাবে বেশি জাতীয় আয় হতে পারে। পূর্ববর্তী বছরের উৎপাদিত দ্রব্য চলতি বছরে বিক্রি হলে ব্যয় পদ্ধতিতে তা গণনাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সমস্যা সৃষ্টি করে। সরকার করারোপ করলে তা ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত GNP-কে বাড়িয়ে দেয়। কারণ ক্রেতারা করসহ (পরোক্ষ কর) বর্ধিত মূল্য প্রদান করে, যা GNP এর বৃদ্ধি হলেও অর্থনীতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি নির্দেশ করে না। ব্যয় পদ্ধতিতে Capital Consumption Allowance বা মূলধনের অবচয় ব্যয় হিসাব করা হয় না। অথচ এটা উৎপাদনের একটি ব্যয়। এছাড়া অবিক্রীত দ্রব্যের মূল্যায়ন করা খুবই কঠিন কাজ। ফলে ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপে জটিলতা দেখা দেয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ প্রতিষ্ঠান 'X' জনগণকে ঋণ প্রদান করে না। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান 'Y' জনগণের কাছ হতে আমানত সংগ্রহ করে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। প্রতিষ্ঠান 'Y'-কে স্বল্পমেয়াদি ঋণের ব্যবসায়ী বলা হয়।

ক. সমবায় ব্যাংক কাকে বলে? ১

খ. অর্থ কেন বিনিময়ের সহজ মাধ্যম? ২

গ. উদ্দীপকের 'X' প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. "বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'Y' প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ব্যাংক সমবায়ের ভিত্তিতে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ প্রদান করে তাকে সমবায় ব্যাংক বলে।

খ অর্থ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়। বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে আবার ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে। এভাবে অর্থের দ্বারা যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। ফলে লেনদেন সহজ ও গতিশীল হয়। তাই বলা যায়, অর্থ বিনিময়ের সবচেয়ে সহজ ও সুবিধাজনক মাধ্যম।

গ উদ্দীপকের 'X' প্রতিষ্ঠানটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এটি সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থেকে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রাবাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকের 'X' প্রতিষ্ঠানটি জনগণকে ঋণ দেয় না। কিন্তু অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি নির্দেশ করে। এ ব্যাংক দেশের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নোট প্রচলন করে। বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য আনয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার সাথে বিদেশি মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। এ ব্যাংক বিভিন্ন খাত থেকে সরকারের রাজস্ব পাওনা সরকারের হিসাবে জমা করে এবং সরকারের নির্দেশনানুযায়ী বিভিন্ন খাতে অর্থ সহায়তা প্রদান করে। আর্থিক সংকটের সময় সরকারকে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সুবিধা প্রদান করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অর্থাৎ এ ব্যাংক অধীনস্থ তালিকাভুক্ত ব্যাংকসমূহকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করে। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের কাজ করে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'Y' প্রতিষ্ঠান তথা বাণিজ্যিক ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে আমি মনে করি।

বাণিজ্যিক ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে।

উদ্দীপকের Y প্রতিষ্ঠানটি জনগণের অর্থ জমা রাখে এবং তার পরিবর্তে বছর শেষে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে, যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। এ ব্যাংক নিয়মিত আমানত সংগ্রহ করে দেশের ব্যবসায়ীদের তা ঋণের মাধ্যমে প্রদান করে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড়ো অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। তা থেকে ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্মাণ ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা দান করে থাকে। শিল্পের কাঁচামাল এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করে। এছাড়া নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ার কিনে দেশে কলকারখানা গড়তে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। বর্তমানে এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রিকশা ও ভ্যান ক্রয়, মুদির দোকান খোলা, চাল-ডাল-গম ভাঙানোর মিল স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান শুরু করেছে। ফলশ্রুতিতে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, এভাবেই 'Y' প্রতিষ্ঠান তথা বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▸ ০৬ রহিমের বাবা একজন কৃষক। তিনি ধান, গম, শস্য এবং বিভিন্ন পণ্য তার জমিতে উৎপাদন করেন। রহিমের মা একজন শিক্ষিকা। তিনি বাড়ির পাশে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

ক. শিল্প কী? ১

খ. একজন কবির প্রতিভাকে অর্থনীতিতে কেন সম্পদ বলা যায় না? ২

গ. উদ্দীপকের রহিমের মায়ের কাজ অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহিমের বাবার কাজটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।"– উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুতপ্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

খ হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই বলে একজন কবির প্রতিভাকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলা যায় না।

সম্পদের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা। হস্তান্তরযোগ্যতা হলো হাত বদল বা মালিকানার পরিবর্তনের সুযোগ এবং বাহ্যিকতা হচ্ছে বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকা। মানুষের প্রতিভার মতো অভ্যন্তরীণ গুণাবলির ক্ষেত্রে এর কোনোটাই নেই। এজন্য একজন কবির প্রতিভাকে অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ বলা যায় না।

গ রহিমের মায়ের কাজ অর্থনীতির সেবা খাতকে নির্দেশ করে।

সেবা খাতের কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়। এসব কাজ রূপান্তরিত কাঁচামাল হিসেবে দৃশ্যমান নয়। তবে এগুলো মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং বিনিময় মূল্য আছে। যেমন– পাইকারি ও খুচরা বিপণন, পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাংক-বিমা, গৃহায়ণ, লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, কমিউনিটি, হোটেল ও রেস্তোরাঁ প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রহিমের মা একজন শিক্ষিকা। তিনি তার বাড়ির পাশেই একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তার এই কাজটি অবস্তুগত এবং কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। তবে এটি মানুষের শিক্ষার অভাব পূরণ করে। আবার এটির বিনিময় মূল্যও আছে। অতএব বলা যায়, রহিমের মায়ের কাজটি অর্থনীতিতে সেবা খাতকে নির্দেশ করে।

ঘ "গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহিমের বাবার কাজটি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।" –উক্তিটি যথার্থ।

কৃষিকাজ হচ্ছে ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে পণ্য গুদামজাতকরণ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত কাজ। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকের রহিমের বাবা একজন কৃষক। তিনি তার জমিতে ধান, গম, ভুট্টাসহ বিভিন্ন শস্য উৎপাদন করে থাকেন। সুতরাং বলা যায়, তার কাজটি কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ফসল উৎপাদন ছাড়াও বনায়নকে কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্শরশীল। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪০.৬২ শতাংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এ বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান কৃষি খাতের ওপর নির্ভরশীল। কৃষি খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল ৪১৫.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৫৪.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন। কৃষি থেকে প্রাপ্ত শণ, গোলপাতা, খড়, বাঁশ, বেত ও কাঠ ইত্যাদি এদেশের জনগণ কর্মসংস্থান, আসবাবপত্র এবং জ্বালানির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার

করছে। এছাড়া জনগণের প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি করে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৭

'X' দেশ	'Y' দেশ
জনসাধারণের নিম্ন জীবনযাত্রার মান বিদ্যমান,	দক্ষ জনশক্তি,
বাণিজ্যের ভারসাম্যে প্রতিকূল অবস্থা দৃশ্যমান	রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১
খ. সাময়িক বেকারত্ব কেন সৃষ্টি হবে? ২
গ. উদ্দীপকে 'X' দেশটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'X' দেশটিকে 'Y' দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে করণীয় কী? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ পেশা পরিবর্তনের কারণে যে বেকারত্ব তৈরি হয় তাকে সাময়িক বেকারত্ব বলা হয়। যেমন, একজন গার্মেন্টস শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। এ সময় যে কয়দিন সে কর্মহীন থাকে, এ সময়কালটা সাময়িক বেকারত্ব বলে গণ্য হয়।

গ উদ্দীপকে 'X' দেশটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে অনুন্নত দেশ।
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জীবিকা অর্জনের জন্য এসব দেশের সিংহভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এর কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত ও প্রাচীন এবং কৃষির উৎপাদনশীলতাও অনেক কম। এছাড়া অনুন্নত দেশে বিনিয়োগের স্বল্পতার কারণে শিল্প ও সেবা খাত থাকে অনুন্নত ও অসম্প্রসারিত। ফলে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে বেকার সমস্যা হয় প্রকট।
উদ্দীপকে 'X' দেশে জনসাধারণের নিম্ন জীবনযাত্রার মান বিদ্যমান, বাণিজ্যের ভারসাম্য প্রতিকূল অবস্থা দৃশ্য। যা অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। অনুন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। বেশির ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত। অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'X' দেশটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে অনুন্নত দেশ।

ঘ ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে 'X' দেশটিকে তথা অনুন্নত দেশটিকে 'Y' দেশের তথা উন্নত দেশটির পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব।
অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি সাধারণত স্থবির হয়। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে এসব দেশের অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে সেখানে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি একসময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।
উদ্দীপকের 'Y' দেশে দক্ষ জনশক্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। স্পষ্টতই দেশটি একটি উন্নত অর্থনীতির দেশ। অনুন্নত দেশগুলো কৃষিনির্ভর হয়। কৃষিক্ষেত্রে সনাতন চাষ পদ্ধতি বিদ্যমান থাকে। উন্নত দেশের পর্যায়ে নিতে হলে এসব দেশে আধুনিক চাষ পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি কৃষির ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্পখাতের উন্নয়নে জোর দিতে হবে। দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে কারিগরি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। আর এভাবেই অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে X দেশটিকে Y দেশটির পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **A দেশ :** বাজেট = (মোট আয় − মোট ব্যয়) = ০
B দেশ : বাজেট = (মোট ব্যয় − মোট আয়) > ০

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. আবগারি শুল্ক কেন আরোপ করা হয়? ২
গ. 'A' দেশের বাজেটের ধরন চিহ্নিত করে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে 'B' দেশের বাজেটটি অধিক কার্যকর।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণসংক্রান্ত বিষয়াবলি আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ কমানোর লক্ষ্যে আবগারি শুল্ক আরোপ করা হয়।
দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আবগারি শুল্ক বলে। বাংলাদেশে প্রধানত চা, চিনি, ওষুধ, সিগারেট, তামাক, কেরোসিন, স্পিরিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

গ উদ্দীপকের 'A' দেশের বাজেটটি হলো সুষম বাজেট।
কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। এ বাজেটে আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে, যার ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর করতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে এটি সহায়ক নয়।
উদ্দীপকের 'A' দেশের বাজেটে (মোট আয় = মোট ব্যয়) = ০। অর্থাৎ দেশটির প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান। আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান হওয়াতে দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।
তাই বলা যায়, 'A' দেশ কর্তৃক গৃহীত বাজেটটি সুষম বাজেট।

ঘ উদ্দীপকের 'B' দেশের বাজেটটি হলো ঘাটতি বাজেট। যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অধিক কার্যকর।
কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্যও দেখা দিতে পারে।

উদ্দীপকের 'B' দেশের বাজেটটি লক্ষ করলে দেখা যায়, বাজেট = (মোট ব্যয় − মোট আয়) > ০। অর্থাৎ মোট ব্যয় > মোট আয়। এতে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি ধার্য করা হয়েছে। সুতরাং 'B' দেশের বাজেটটি একটি ঘাটতি বাজেট। উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ ধরনের বাজেট অধিক কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ০৯ জনাব রাজু একজন শ্রমিক। তিনি স্বল্প বেতনে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। বেতন কম হওয়ায় তিনি পরিবারের সকল অভাব পূরণ করতে পারেন না। সম্প্রতি বাজারে চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তিনি পরিবারের অভাব পূরণে আরো বেশি সমস্যায় পড়েছেন।

ক. সামষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১

খ. মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিকে অর্থনীতিতে কী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চাহিদা পূরণে জনাব রাজুর করণীয় পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সমগ্র অর্থনীতির (যেমন: মোট ভোগ, মোট বিনিয়োগ, জাতীয় উৎপাদন, বেকারত্ব, সরকারের আয়-ব্যয়, মূল্যস্ফীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি) আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় তা হলো সামষ্টিক অর্থনীতি।

খ প্রণোদনার মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয় ফলে মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়।

প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থনীতিতে শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপই হলো প্রণোদনা। এক্ষেত্রে চাকরির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, লভ্যাংশ প্রদান, চিকিৎসা, বাসস্থান, বেতনসহ ছুটি, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন প্রভৃতি প্রণোদনার কৌশল ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করা যায়। প্রণোদনা পেলে মানুষ তার কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধিকে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

সাধারণত সেবা বা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি নির্দেশক শব্দ হিসেবে মুদ্রাস্ফীতি শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। সেবা বা পণ্য প্রাপ্তির জন্য স্বাভাবিক মূল্যমানের চেয়ে যদি অধিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়, তাই মুদ্রাস্ফীতি। মূল্যস্তরের এ স্ফীতি বা বৃদ্ধি ক্রমাগত বাড়তে থাকে। সাধারণত পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে গেলে স্থানীয় মুদ্রা দিয়ে তা কিনতে গেলে পূর্বের তুলনায় পরিমাণে কম পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সম্প্রতি বাজারে চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগীর মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যা অর্থনীতির মুদ্রাস্ফীতি ধারণার সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি কে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের রাজু অভাব নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার পরিবারের সমস্যা দূর করতে পারে।

মানবজীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা তথা মৌলিক সমস্যা হলো বাছাই বা নির্বাচন সমস্যা। মানুষের জীবনে অভাব অসীম হলেও অভাব পূরণের সম্পদ খুবই সীমিত। যেহেতু মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অগ্রাধিকারভিত্তিতে পূরণ করে। এটাই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।

উদ্দীপকে জনাব রাজু একজন শ্রমিক। তিনি স্বল্প বেতনে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করেন। বেতন কম হওয়ায় তিনি পরিবারের সকল অভাব পূরণ করতে পারেন না। সম্প্রতি বাজারে চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে তিনি পরিবারের অভাব পূরণে আরও বেশি সমস্যায় পড়েছেন।

অর্থনীতিতে যা দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব ধারণার সাথে সম্পর্কিত। কারণ দুষ্প্রাপ্যতা বলতে অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায়। আর এ দুষ্প্রাপ্য সম্পদের সাহায্যে অসীম অভাব পূরণ করতে মানুষকে বিভিন্ন অভাবের মধ্যে বাছাই বা নির্বাচন করতে হয়। এভাবে রাজু অর্থনীতির অভাব নির্বাচন ধারণাকে কাজে লাগিয়ে তার সমস্যা দূর করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ১০

ভূমির পরিমাণ (স্থির)	শ্রম উপকরণ	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)	গড় উৎপাদন (কুইন্টাল)
১	১	ক	৫	৫	৫
১	২	খ	১২	৭	৬
১	৩	গ	১৮	৬	৬
১	৪	ঘ	২৩	৫	৫.৭৫
১	৫	ঙ	২৭	৪	৫.৪০
১	৬	চ	৩০	৩	৫
১	৭	ছ	৩০	০	৪.২৮
১	৮	জ	২৮	− ২	৩.৫০

ক. শ্রম কাকে বলে? ১

খ. প্রকাশ্য ব্যয়ের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উপরের সারণিটি ব্যবহার করে গড় উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. একজন উৎপাদনকারী উপকরণ সংমিশ্রণ 'ছ' এ উৎপাদন করবে কি? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

খ কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভাড়া পরিশোধ বা মূলধন সামগ্রী/শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্য দৃশ্যমান যে ব্যয় করেন, এদের সমষ্টিকে প্রকাশ্য ব্যয় বলা হয়।

শ্রমিক-কর্মচারিদের বেতন-ভাতা পরিশোধ, কাঁচামাল/মাধ্যমিক দ্রব্য ক্রয় ও বিভিন্ন স্থির ব্যয় (বাড়ি ভাড়া, মুলধনের সুদ) প্রভৃতি প্রকাশ্য ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

গ উপরের সারণিটি ব্যবহার করে গড় উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো–

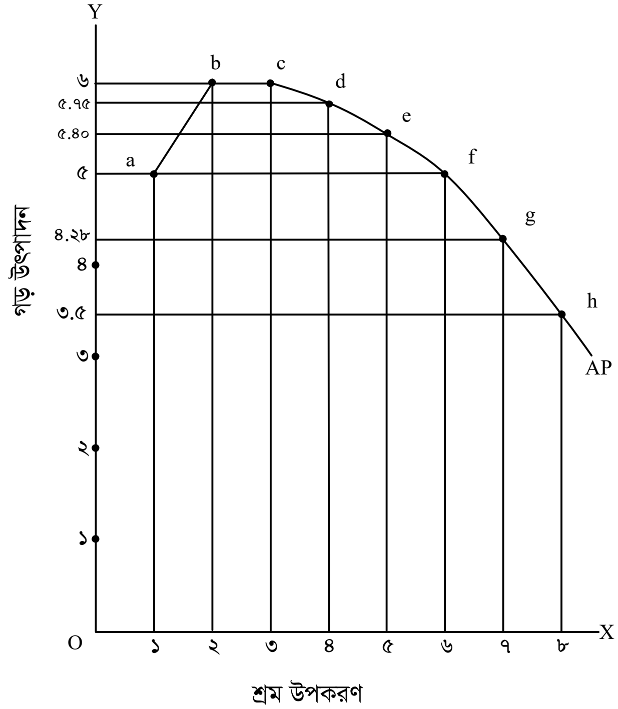

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রমের উপকরণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) গড় উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, ১ একক শ্রম উপকরণ নিয়োগ করে গড় উৎপাদন ৫ কুইন্টাল হয়। যার সমন্বয় বিন্দু a। শ্রম উপকরণের নিয়োগ বাড়িয়ে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ একক করা হলে গড় উৎপাদন যথাক্রমে ৬, ৬, ৫.৭৫, ৫.৪০, ৫, ৪.২৮ ও ৩.৫০ কুইন্টাল। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d, e, f, g, h। এখন a, b, c, d, e, f, g ও h বিন্দুসমূহ যোগ করে AP রেখা পাওয়া যায়। AP রেখাই উদ্দীপক হতে অঙ্কিত গড় উৎপাদন রেখা।

ঘ একজন উৎপাদনকারী উপকরণ সংমিশ্রণ 'ছ' এ উৎপাদন করবে না।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরও বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য (০) হয়। এরপর উপকরণ নিয়োগ আরও বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয় কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হয়।

উদ্দীপকের সূচিতে দেখা যায়, ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন ৫ কুইন্টাল। শ্রমিক নিয়োগ বাড়িয়ে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ৭, ৬, ৫, ৪, ৩ কুইন্টাল। শ্রমিক নিয়োগ ৭ জন করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন ০। শ্রমিক নিয়োগ ৮ জন করা করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন –২। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, উপকরণ সংমিশ্রণ 'ছ' এ ৭ জন শ্রমিক নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য (০) হয়। তাই একজন উৎপাদনকারী উপকরণ সংমিশ্রণ 'ছ' এ উৎপাদন করবে না।

প্রশ্ন ▶ ১১ প্রিতম একদিন সকালে কাঁচামরিচ কেনার জন্য বাজারে গেলেন। বাজারে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন কাঁচামরিচের সরবরাহ অনেক কম কিন্তু চাহিদা অনেক বেশি। ফলে অনেক বেশি দামে কাঁচামরিচ না কিনে মুদির দোকান থেকে প্যাকেটজাত গুড়ামরিচ কিনলেন।

ক. স্থানীয় বাজার কাকে বলে? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য থাকে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাঁচামরিচের বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কাঁচামরিচের বাজারের সাথে গুড়ামরিচের বাজারের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে সে দ্রব্যের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলে ।

খ একচেটিয়া বাজারে একটি মাত্র ফার্ম বা উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া এ বাজারে উৎপাদিত পণ্যের কোনো নিকটতম বিকল্প পণ্য থাকে না। একটি মাত্র ফার্ম উৎপাদিত পণ্যের সমস্ত যোগান নিয়ন্ত্রণ করে বলে এ বাজারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য থাকে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত কাঁচামরিচের বাজার সময়ের প্রেক্ষিতে অতি স্বল্পকালীন বাজার।

যে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন স্থায়ী হয় তখন সে বাজারকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ ধরনের বাজারে অস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। এখানে পণ্যের চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। যেমন- সকালের কাঁচাবাজার, মাছ, শাকসবজি, দুধ, ইত্যাদির বাজার হলো অতি স্বল্পকালীন বাজার।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রিতম একদিন সকালে কাঁচামরিচ কেনার জন্য বাজারে গেলেন। বাজারে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন কাঁচামরিচের সরবরাহ অনেক কম কিন্তু চাহিদা অনেক বেশি। যা অতি স্বল্পকালীন বাজারকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত কাঁচামরিচের বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে অতি স্বল্পকালীন বাজার।

ঘ উদ্দীপকের কাঁচামরিচের বাজারটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং প্যাকেটজাত গুঁড়ামরিচের বাজারটি একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করে। এ বাজারে ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এককভাবে দাম পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম থাকে। দ্রব্যের দাম চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতার প্রায় একই ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করে। এ বাজারে বিক্রেতা চাইলেই দ্রব্যের দাম পরিবর্তন করতে পারে।

উদ্দীপকের কাঁচামরিচের যোগান কম ও চাহিদা বৃদ্ধির কারণে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ কাঁচামরিচের বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে প্যাকেটজাত গুঁড়ামরিচ বাজারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন উৎপাদক উৎপাদন করে। তাদের গুঁড়ামরিচ প্যাকেট, প্যাকেটের রং ইত্যাদির মাধ্যমে ভিন্ন করে থাকে। অর্থাৎ, প্যাকেটজাত গুঁড়ামরিচের বাজারটি হলো একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। এজন্য কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এককভাবে তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা চাইলেই কোনো একটি পণ্যের দাম বাড়াতে বা কমাতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের এককগুলো গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই রকম। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় দ্রব্যগুলো গুণগত ও বাহ্যিক দিক থেকে কিছুটা পৃথক হয়ে থাকে।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 4 | 1 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. চাল থেকে পিঠা তৈরি কোন ধরনের উপযোগ?
ক সেবাগত খ সময়গত গ মালিকানাগত ঘ রূপগত

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মনির আলী একজন সফল উদ্যোক্তা। তিনি দক্ষতার সাথে দ্রুত যে কোনো ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

২. মনির আলীর কাজকে অর্থনীতির ভাষায় বলে–
ক উৎপাদন খ সংগঠক গ শ্রম ঘ বিপণন

৩. মনির আলীর কাজের মধ্যে পড়ে–
i. ঝুঁকি বহন ii. পরিকল্পনা প্রণয়ন iii. কর্তব্য বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. কোন বাজারে দ্রব্যের একক সমজাতীয় হয়?
ক একচেটিয়া খ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক
গ অলিগোপলি ঘ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক

৫. নিচের কোনটি স্থানীয় বাজারের পণ্য?
ক ডাল খ মাংস গ পাট ঘ কাগজ

৬. জি,ডি,পি এর হিসাব বহির্ভূত বিষয় নিচের কোনটি?
ক প্রযুক্তি খ সচলতা গ মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা ঘ ভূমি

৭. বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় যোগ হয় নিচের কোনটিতে?
ক GDP খ NNI গ GNI ঘ GNP

৮. শ্রম থেকে প্রাপ্ত আয়কে বলে–
ক খাজনা খ মুনাফা গ মজুরী ঘ ভর্তুকি

৯. অর্থের কাজ হলো–
i. বিনিময়ের মাধ্যম ii. সঞ্চয়ের বাহন iii. মূল্যের পরিমাপক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. সপ্তাহে দুইবার ওঠানো যায় কোন আমানতের টাকা?
ক চলতি আমানত খ স্থায়ী আমানত
গ সঞ্চয়ী আমানত ঘ ডিপিএস

১১. বাংলাদেশের সসীম বিহিত অর্থ কোনটি?
ক ১০ টাকার নোট খ ৫ টাকার নোট
গ ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা ঘ ২০ টাকার নোট

১২. শিল্পনীতি ২০১৬ এর উদ্দেশ্য হলো–
ক নারী শিক্ষার প্রসার খ শিল্পায়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
গ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ঘ নারী জাগরণ সৃষ্টি

১৩. কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কী প্রয়োজন?
ক বিনিয়োগ বৃদ্ধি খ আয় বৃদ্ধি গ সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘ সঠিক শ্রম আইন

১৪. বাংলাদেশের বাণিজ্যিক জ্বালানির শতকরা ৭১ ভাগ পূরণ করে–
ক কয়লা খ ডিজেল গ পেট্রোল ঘ প্রাকৃতিক গ্যাস

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বাংলাদেশের নাগরিক আতিকুল হক অধিক মজুরিতে কাজ করার জন্য অন্য একটি দেশে যান। সে দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় অনেক বেশি এবং জনগণের উচ্চগড় আয়ুষ্কাল।

১৫. আতিকুল হক যে দেশে কাজ করতে যান, সেটি অর্থনৈতিকভাবে কোন ধরনের দেশ?
ক অনুন্নত খ উন্নত গ উন্নয়নশীল ঘ প্রগতিশীল

১৬. আতিকুল হক যে দেশে রোজগার করেন তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হলো–
i. দক্ষ জনশক্তি ii. মূলধন কম iii. ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৭. ৫ জন কৃষকের কাজ যদি ৬ জন কৃষক যৌথভাবে সম্পন্ন করে এবং উৎপাদন না বাড়ে তাহলে সেখানে কি ধরনের বেকারত্ব বিদ্যমান আছে?
ক সাময়িক খ প্রচ্ছন্ন গ মৌসুমি ঘ অস্থায়ী

১৮. উদ্বৃত্ত বাজেটের বেলায়–
ক আয় = ব্যয় খ আয় > ব্যয় গ আয় < ব্যয় ঘ আয় = সঞ্চয়

১৯. নিচের কোনটির উপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়?
ক কোমল পানীয় খ বিদেশ ভ্রমণ গ পেট্রোল ও গ্যাস ঘ যানবাহন

২০. নিচের কোনটি উন্নয়ন বাজেটের ব্যয়ের খাত?
ক সামাজিক নিরাপত্তা খ ঋণ ও সুদ পরিশোধ
গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ঘ কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন

২১. ধর্মগ্রন্থ বা দর্শনের বইয়ে অর্থনীতি বিষয়ে আলোচনা হতো কোন যুগে?
ক গ্রিক সভ্যতার যুগে খ হিব্রু সভ্যতার যুগে
গ মেসোপটেমিয় সভ্যতার যুগে ঘ আসরিয় সভ্যতার যুগে

২২. বাণিজ্যবাদের প্রসার ঘটে–
i. ইংল্যান্ডে ii. ফ্রান্সে iii. ইতালিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. আয় বৈষম্য কোন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য?
ক সমাজতান্ত্রিক খ মিশ্র গ ধনতান্ত্রিক ঘ ইসলামী

২৪. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি?
ক প্রাকৃতিক গ্যাস খ চীনামাটি গ খনিজ তেল ঘ কঠিন শিলা

২৫. দিয়াশলাই তৈরিতে ব্যবহৃত হয়–
ক চুনাপাথর খ গন্ধক গ সিলিকাবালু ঘ কয়লা

২৬. বিনিয়োগের মাধ্যমে বাড়ে–
i. উৎপাদন ii. আয় iii. কর্মসংস্থান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৭. দামের সাথে চাহিদার সম্পর্ক কীরূপ?
ক সমমুখী খ বিপরীতমুখী গ স্থির ঘ অনির্দিষ্ট

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জমির আলী ১০০ মণ ধান বিক্রির জন্য রেখেছেন। বাজারে ধানের দাম কম থাকায় ২৫ মণ ধান বিক্রি করে বাকী ধানগুলো পরে বিক্রির জন্য রেখে দিলেন।

২৮. জমির আলীর ১০০ মণ ধানকে অর্থনীতির ভাষায় বলে–
ক যোগান খ উৎপাদন গ মজুদ ঘ সঞ্চয়

২৯. জমির আলীর আচরণ থেকে বোঝা যায়–
i. দাম বাড়লে যোগান বাড়ে ii. দাম কমলে যোগান কমে
iii. যোগানের উপর দামের প্রভাব নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. মোট উপযোগ যখন সর্বোচ্চ হয় তখন প্রান্তিক উপযোগ হয়–
ক ধনাত্মক খ ঋণাত্মক গ শূন্য ঘ পরিবর্তনশীল

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

অর্থনীতি (সৃজনশীল)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। মি. মাহমুদ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে 'ক' নামক দেশে গমন করেন। সেখানে তিনি লক্ষ করেন যে, সকল সম্পদ ও উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক হলো সরকার। অপরদিকে তার নিজের দেশের অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানগুলোর উপর ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ বিদ্যমান।

(ক) অ্যাডাম স্মিথ প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখো। ১
(খ) মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) তুমি কি মনে করো যে, মি. মাহমুদের নিজের দেশের অর্থ ব্যবস্থা একটি উত্তম অর্থ ব্যবস্থা? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

২। মি. ইলিয়াছ তার সন্তানকে একটি অর্থনৈতিক বিষয়ের ধারণা দিতে গিয়ে বলেন যে, তোমার মা এর কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবা আর পেশাদার নার্স থেকে প্রাপ্ত সেবা দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে...।

অপরদিকে তিনি তার সন্তানকে জানান যে, বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো খাতে দেশের শ্রম শক্তির প্রায় ৪০.৬২% শ্রমিক নিয়োজিত।

(ক) অবাধলভ্য দ্রব্য কাকে বলে? ১
(খ) সুযোগ ব্যয় কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখো। ২
(গ) উদ্দীপকের প্রথম অংশে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকের দ্বিতীয়াংশে ইঙ্গিতকৃত খাতটি বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ।"–উক্তিটি বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

৩। নিচের সূচিটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১০০.০০	১,০০০
১৫০.০০	২,০০০
২০০.০০	৩,০০০
২৫০.০০	৪,০০০

(ক) উপযোগ কাকে বলে? ১
(খ) চাহিদা বিধি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) উদ্দীপকের সূচি থেকে একটি যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) অন্যান্য অবস্থা (উপকরণ দাম, প্রযুক্তি) পরিবর্তিত হলে যোগান বিধি ও যোগান রেখাটি কী পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৪। **দৃশ্যকল্প-১ :** মি. আল আমিনের একটি মিষ্টির দোকান ও কারখানা আছে। সেখানে ৩০ জন কর্মচারী কাজ করে। কর্মচারীদের মধ্যে শ্রমবিন্যাস এবং তার দক্ষ নেতৃত্বে প্রতি বছর প্রচুর লাভ হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : মি. আসগর তার ১ বিঘা ধানক্ষেতে সার প্রয়োগ বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

বছর	সার	উৎপাদন
১ম বছর	১ বস্তা	১০ মণ
২য় বছর	২ বস্তা	২৪ মণ
৩য় বছর	৩ বস্তা	৩৬ মণ
৪র্থ বছর	৪ বস্তা	৪২ মণ

(ক) ভূমি কাকে বলে? ১
(খ) সময়গত উপযোগ ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) দৃশ্যকল্প-২ এর ইঙ্গিতকৃত বিধিটি ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) মি. আল আমিনের মতো দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। মি.ইব্রাহিম এমন একটি বাজারে তার প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করতে যান সেখানে অনেক ক্রেতা-বিক্রেতার উপস্থিতি, বাজারে বিবেচিত পণ্য একই গুণসম্পন্ন এবং তার মতো সবাই পণ্যের দাম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত।

অপরদিকে মি. মনির এমন একটি পণ্য ক্রয় করেন, যা সমগ্র দেশের একটি ফার্ম-ই উৎপাদন করে।

(ক) বাজার কী? ১
(খ) অতি স্বল্পকালীন বাজার বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. মনিরের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারটি ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে মি. ইব্রাহিমের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারটি সমাজ ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। 'ক' নামক দেশের অনেক প্রবাসী প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ রেমিটেন্স দেশে প্রেরণ করেন। দেশে বসবাসরত অন্যান্য নাগরিকগণ বিভিন্নভাবে উৎপাদন ও আয়ের সাথে জড়িত। অপরদিকে ঐ দেশে বিভিন্ন দেশের নাগরিক শিল্পকারখানা স্থাপন ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন।

(ক) CCA এর পূর্ণরূপ কী? ১
(খ) নিট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে 'ক' দেশে কীভাবে নিট উপাদান আয় হিসাব করা হয় বর্ণনা করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের ধারণাটি মোট জাতীয় আয়ে কী প্রভাব ফেলে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। জামাল উদ্দীন একজন ব্যবসায়ী। তিনি 'ক' নামক ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন।

অপরদিকে 'খ' নামক ব্যাংকটি দেশে মুদ্রা প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(ক) বিহিত অর্থ কাকে বলে? ১
(খ) অর্থ কীভাবে মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে? ২
(গ) উদ্দীপকের 'খ' নামক ব্যাংকটির ধরন ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'ক' নামক ব্যাংকটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। **দৃশ্যকল্প-১ :** রমজান আলী একজন কৃষক। তিনি তার জমিতে প্রতিবছর আধুনিক পদ্ধতিতে ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করেন।

দৃশ্যকল্প-২ : রহিমা বেগম একটি পোশাক শিল্পে এবং তার স্বামী একটি চিনি শিল্পে চাকুরী করেন।

(ক) EPZ এর পূর্ণরূপ কী? ১
(খ) বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর উল্লিখিত খাত দুইটির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এর খাতটির বিভিন্ন উপখাত উল্লেখ করে তার প্রবৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৯। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব গফুর 'ক' নামক দেশের একজন কৃষক অনেক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তিনি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি কাজ করেন। তার দেশে কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানাসহ অনেক ধরনের শিল্পের প্রসার হচ্ছে।

দৃশ্যকল্প-২ : 'ক' নামক ঐ দেশটিতে জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি তার দক্ষ জনশক্তির অভাবে দেশে অনেক অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। সরকার জনসংখ্যাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য কার্যক্রম জোরদার করছেন।

(ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১
(খ) দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এর উপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) দৃশ্যকল্প-১ এর দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন শ্রেণিভুক্ত দেশ– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। স্কুল শিক্ষিকা মিসেস জিনিয়া ব্যস্ততার দরুন অনলাইনে কেনাকাটা করেন। তার স্বামী সবুর সাহেব গোপীবাগ বাজার থেকে শুক্রবারে সপ্তাহের বাজার করেন। তিনি খোলা চাল, ডাল এবং লেভেলযুক্ত বোতলজাত তেল ও টুথপেস্ট ক্রয় করেন।

(ক) পণ্য বলতে কী বোঝায়? ১
(খ) ফার্মকে কীভাবে শিল্প থেকে আলাদা করবে? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) উদ্দীপকের মিসেস জিনিয়া ও সবুর সাহেবের কেনাকাটার বিষয়টি অর্থনীতির কোন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) সবুর সাহেবের ক্রয়কৃত দ্রব্যগুলোর বাজার প্রকৃতি ও দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৪

১১। নিচের সূচিটি লক্ষ করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম ভোক্তার চাহিদা (একক)	২য় ভোক্তার চাহিদা (একক)
১০০.০০	৫০০	৪০০
২০০.০০	৪০০	৩০০
৩০০.০০	৩০০	২০০
৪০০.০০	২০০	১০০

(ক) ভোগ কাকে বলে? ১
(খ) যোগান বিধি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
(গ) উদ্দীপকের সূচি থেকে ১ম ভোক্তার একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করো। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের সূচি থেকে একটি বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ১ম ভোক্তার চাহিদা রেখার সাথে তুলনা করো। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	N	২	L	৩	N	৪	L	৫	L	৬	M	৭	K	৮	M	৯	N	১০	M	১১	L	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	L
	১৬	L	১৭	L	১৮	L	১৯	K	২০	N	২১	L	২২	N	২৩	M	২৪	K	২৫	L	২৬	N	২৭	L	২৮	K	২৯	K	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ মি. মাহমুদ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে 'ক' নামক দেশে গমন করেন। সেখানে তিনি লক্ষ করেন যে, সকল সম্পদ ও উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিক হলো সরকার। অপরদিকে তার নিজের দেশের অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানগুলোর উপর ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ বিদ্যমান।

ক. অ্যাডাম স্মিথ প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি লেখো। ১

খ. মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত 'ক' দেশের অর্থব্যবস্থা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো যে, মি. মাহমুদের নিজের দেশের অর্থ ব্যবস্থা একটি উত্তম অর্থ ব্যবস্থা? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যাডাম স্মিথের প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি হলো− "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা জাতিসমূহের সম্পদের ধরন ও কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে।"

খ প্রণোদনার মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয় ফলে মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়।

প্রতিটি কাজের জন্য উৎসাহ বা প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থনীতিতে শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত করার জন্য গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপই হলো প্রণোদনা। এক্ষেত্রে চাকরির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, লভ্যাংশ প্রদান, চিকিৎসা, বাসস্থান, বেতনসহ ছুটি, বৃদ্ধ বয়সে পেনশন প্রভৃতি প্রণোদনার কৌশল ব্যবহার করে শ্রমিকদেরকে অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করা যায়। প্রণোদনা পেলে মানুষ তার কাজটি অধিকতর যত্নের সাথে করে। ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রায় সব শিল্প-কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার এবং সেগুলো সরকারি বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার নির্ধারিত দামে দ্রব্যাদি ভোগ করে। কোনো ভোক্তা চাইলেই নিজের খুশিমতো অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. মাহমুদ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে 'ক' নামক দেশে গমন করেন। সেখানে তিনি লক্ষ করেন যে, সকল সম্পদ ও উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানের মালিক হলো সরকার, যা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তই বলা যায় উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি যে, মি. মাহমুদের নিজের দেশের অর্থব্যবস্থা তথা মিশ্র অর্থব্যবস্থা একটি উত্তম অর্থব্যবস্থা।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, সম্পদের মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত। এ অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার পছন্দকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাজারে ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং তারা পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য ভোগ করতে পারে। অপরদিকে সরকার জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে জীবনযাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

উদ্দীপকে মি. মাহমুদের দেশের অর্থব্যবস্থার সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানগুলোর উপর ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ বিদ্যমান। যা মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রণ মিশ্র অর্থব্যবস্থা। কাজেই এখানে উভয় অর্থব্যবস্থার ত্রুটিগুলো পরিহার করে এবং গুণগুলো গ্রহণ করে উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। আমরা জানি, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বণ্টন ক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায়। এখানে বেসরকারি উদ্যোগে যে কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয় তা মুনাফাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। আবার সরকারি উদ্যোগে যে বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য থাকে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা টেকসই সামাজিক উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি। সুতরাং সার্বিক এসব দিক বিবেচনা করলে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে একটি উত্তম অর্থব্যবস্থা বলা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০২ মি. ইলিয়াছ তার সন্তানকে একটি অর্থনৈতিক বিষয়ের ধারণা দিতে গিয়ে বলেন যে, তোমার মা এর কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবা আর পেশাদার নার্স থেকে প্রাপ্ত সেবা দুইটির মধ্যে পার্থক্য আছে...।

অপরদিকে তিনি তার সন্তানকে জানান যে, বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো খাতে দেশের শ্রম শক্তির প্রায় ৪০.৬২% শ্রমিক নিয়োজিত।

ক. অবাধলভ্য দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. সুযোগ ব্যয় কাকে বলে? বুঝিয়ে লেখো। ২

গ. উদ্দীপকের প্রথম অংশে ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকের দ্বিতীয়াংশে ইঙ্গিতকৃত খাতটি বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ।"−উক্তিটি বিশ্লেষণ করে মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্য প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান থাকে সীমাহীন। যেমন− আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

খ কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।

পণ্য নির্বাচন সমস্যা থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার উদ্ভব। সুযোগ ব্যয়কে দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ও বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে দশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে পাঁচ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে দশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো পাঁচ কুইন্টাল পাট।

গ উদ্দীপকের প্রথম অংশে অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলির কথা বলা হয়েছে।
মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যেসব কাজ করে থাকে তাদেরকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। অন্যদিকে, যেসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না তাদেরকে অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।
উদ্দীপকে মি. ইলিয়াস তার সন্তানকে একটি অর্থনৈতিক বিষয়ের ধারণা দিতে গিয়ে বলেন যে, তোমার মা তার কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবা আর পেশাদার নার্স থেকে প্রাপ্ত সেবা দুইটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ মা এর কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবার জন্য মাকে কোনো অর্থ প্রদান করতে হয় না তাই এটি অ-অর্থনৈতিক কাজ। আর পেশাদার নার্স থেকে প্রাপ্ত সেবার বিনিময়ে অর্থ প্রদান করতে হয়। তাই নার্সের কাজটি অর্থনৈতিক কাজ।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের প্রথম অংশে অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলির কথা বলা হয়েছে।

ঘ "উদ্দীপকের দ্বিতীয়াংশে ইঙ্গিতকৃত খাতটি তথা কৃষিখাত বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ"– উক্তিটি যথার্থ।
জমিচাষ, বীজ বপন, পানি সেচ, সার দেওয়া, কীটনাশক ঔষধ ছিটানো, ফসল কাটা, ফসল বিক্রয়, পশুপালন, মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছ বিক্রয়, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, বিভিন্ন রকম তরিতরকারি ও ফলমূল উৎপাদন ও বিক্রয়ের মতো কাজগুলো কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।
উদ্দীপকের দ্বিতীয়াংশে মি. ইলিয়াস তার সন্তানকে জানান যে, বাংলাদেশের মানুষের কর্মসংস্থানের দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো খাতে দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৪০.৬২% শ্রমিক নিয়োজিত। যা কৃষিসংক্রান্ত অর্থনৈতিক কাজ নির্দেশ করে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের অর্থনীতি ৩টি খাতের উপর নির্ভরশীল। যথা– কৃষি, শিল্প ও সেবা। জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ক্রমশ কমছে। তবে কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষিই এখন বড়ো খাত হিসেবে পরিচিত। এদেশের শ্রমশক্তির ৪০.৬২% শ্রমিক এ খাতে নিয়োজিত। জনসংখ্যার প্রায় ৬৩% মানুষ কৃষির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। জাতীয় আয়ের প্রায় ১৩.৩৫ ভাগ কৃষি থেকে আসে।
সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের দ্বিতীয়াংশে ইঙ্গিতকৃত খাত বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক সম্পদ।

প্রশ্ন ▸ ০৩ নিচের সূচিটি লক্ষ করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (একক)
১০০.০০	১,০০০
১৫০.০০	২,০০০
২০০.০০	৩,০০০
২৫০.০০	৪,০০০

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. চাহিদা বিধি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সূচি থেকে একটি যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. অন্যান্য অবস্থা (উপকরণ দাম, প্রযুক্তি) পরিবর্তিত হলে যোগান বিধি ও যোগান রেখাটি কী পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ কোনো দ্রব্যের দামের সাথে তার চাহিদার পরিমাণের বিপরীত সম্পর্ক যে বিধির সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা বিধি বলে।

ভোক্তার আয়, রুচি ও অভ্যাস, ক্রেতার সংখ্যা, বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম ও চাহিদার পরিমাণের সাথে বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। এরূপ বিপরীত সম্পর্কই হলো চাহিদা বিধি।

গ কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণের এ সমমুখী পরিবর্তনকে যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে যোগান রেখা বলে।
নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো :

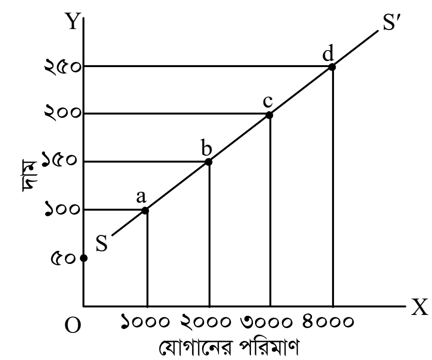

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম নির্দেশ করা হলো। চিত্রে দাম যখন ১০০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ১০০০ একক। যা a বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে দ্রব্যের দাম যখন বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ টাকা, ২০০ টাকা ও ২৫০ টাকা হয় তখন যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২০০০ একক, ৩০০০ একক ও ৪০০০ একক হয়। যাদের সমন্বয় সূচক বিন্দুগুলো হলো যথাক্রমে b, c এবং d। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করলে SS′ রেখা পাওয়া যায়। এটিই উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি হতে অঙ্কিত যোগান রেখা।

ঘ হ্যাঁ, অন্যান্য অবস্থা (উপকরণ দাম, প্রযুক্তি) পরিবর্তিত হলে যোগান বিধি ও যোগান রেখাটি পরিবর্তন হবে।
অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থাৎ দামের সঙ্গে যোগানের এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে। অন্যান্য বিধির মতো যোগান বিধিরও ব্যতিক্রম রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর হয় না। যেমন– যোগান স্থির থাকলে, উপকরণ দাম পরিবর্তিত হলে, প্রযুক্তি স্থির না থাকলে, স্বাভাবিক সময় পরিবর্তন হলে ইত্যাদি।

উদ্দীপকের সূচিতে লক্ষণীয় কোনো দ্রব্যের দাম ১০০ টাকা হলে তার যোগানের পরিমাণ ১০০০ একক। দাম বেড়ে ১৫০, ২০০ ও ২৫০ টাকা হলে তার যোগানের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ২০০০ একক, ৩০০০ একক ও ৪০০০ একক হয়। এখানে যোগান বিধি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উদ্দীপকের বিধিটি কার্যকর হয় না। যেমন– যেসব দ্রব্যের যোগান একবারেই স্থির তার দাম পরিবর্তনের ফলেও যোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না। জমির দাম যতই বাড়ুক না কেন তার যোগানের পরিমাণ বাড়ানো যায় না। ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়ার সম্ভাবনা থাকলে বর্তমানে বেশি দামেও যোগানের পরিমাণ বাড়ে না। আবার ভবিষ্যতে দাম কমার আশঙ্কা থাকলে কম দামেও বর্তমান যোগানের পরিমাণ বাড়ে। কৃষিপণ্যের যোগান প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বলে এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয় না। যেমন শীতকালে পাটের দাম বাড়লেও পাটের যোগান বাড়ানো যাবে না। কারণ শীতকালে পাট উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

সুতরাং দেখা যায়, অন্যান্য অবস্থা (উপকরণ দাম, প্রযুক্তি) পরিবর্তিত হলে যোগান বিধি অকার্যকর এবং যোগান রেখার পরিবর্তন ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **দৃশ্যকল্প-১ :** মি. আল আমিনের একটি মিষ্টির দোকান ও কারখানা আছে। সেখানে ৩০ জন কর্মচারী কাজ করে। কর্মচারীদের মধ্যে শ্রমবিন্যাস এবং তার দক্ষ নেতৃত্বে প্রতি বছর প্রচুর লাভ হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : মি. আসগর তার ১ বিঘা ধানক্ষেতে সার প্রয়োগ বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

বছর	সার	উৎপাদন
১ম বছর	১ বস্তা	১০ মণ
২য় বছর	২ বস্তা	২৪ মণ
৩য় বছর	৩ বস্তা	৩৬ মণ
৪র্থ বছর	৪ বস্তা	৪২ মণ

ক. ভূমি কাকে বলে? ১

খ. সময়গত উপযোগ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. দৃশ্যকল্প-২ এর ইঙ্গিতকৃত বিধিটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. আল আমিনের মতো দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদই ভূমি।

খ সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাড়লেও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি বলে। যেমন- পৌষ-মাঘ মাসের ধান মজুত করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়।

গ দৃশ্যকল্প-২ এ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরও বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে। সূচি থেকে প্রান্তিক উৎপাদন সূচি বের করে চিত্রের সাহায্যে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো–

বছর	সার	উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ম বছর	১ বস্তা	১০ মণ	১০ মণ
২য় বছর	২ বস্তা	২৪ মণ	১৪ মণ
৩য় বছর	৩ বস্তা	৩৬ মণ	১২ মণ
৪র্থ বছর	৪ বস্তা	৪২ মণ	৬ মণ

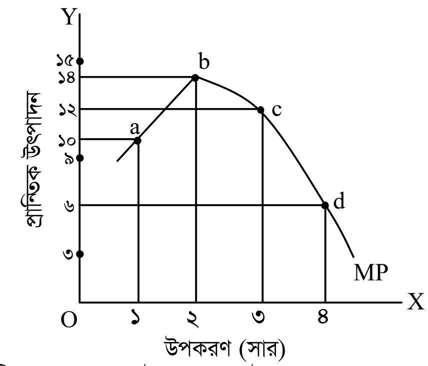

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) উৎপাদনের উপকরণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। চিত্রে ১ বস্তা সার নিয়োগ করে প্রান্তিক উৎপাদন ১০ মণ, যার সমন্বয় সূচক বিন্দু a । উপকরণ নিয়োগ বাড়িয়ে ২, ৩ ও ৪ বস্তা করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ১৪, ১২, ৬ মণ হয়। যাদের সমন্বয় সূচক বিন্দু যথাক্রমে b, c ও d। এখন, a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়। যা বাম থেকে ডানে নিম্নগামী হয়েছে। এখানে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

ঘ মি. আল আমিনের মতো দক্ষ উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে– মন্তব্যটি যথার্থ।

সংগঠক বা উদ্যোক্তা নিজের কর্মসংস্থানের জন্য কারোর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। মূলত সংগঠকগণ কঠোর পরিশ্রম, সততা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যের তথা তাদের সংগঠনের পরিধি বৃদ্ধি করে থাকেন। ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হন। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে একজন সফল উদ্যোক্তা বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

দৃশ্যকল্প-১ এ মি. আল আমিনের একটি মিষ্টির দোকান ও কারখানা আছে। সেখানে ৩০ জন কর্মচারী কাজ করে। কর্মচারীদের মধ্যে শ্রমবিন্যাস এবং তার দক্ষ নেতৃত্বে প্রতিবছর প্রচুর লাভ হয়। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র ও বেকারের বোঝায় পিষ্ট একটি দেশে জনাব আল আমিনের মতো উদ্যোক্তাগণ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। জনাব আল আমিন তার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছেন।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে জনাব আল আমিনের মতো উদ্যোক্তাগণকে সরকারের বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া উচিত। যাতে তারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ মি.ইব্রাহিম এমন একটি বাজারে তার প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করতে যান সেখানে অনেক ক্রেতা-বিক্রিতার উপস্থিতি, বাজারে বিবেচিত পণ্য একই গুণসম্পন্ন এবং তার মতো সবাই পণ্যের দাম সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত।

অপরদিকে মি. মনির এমন একটি পণ্য ক্রয় করেন, যা সমগ্র দেশের একটি ফার্ম-ই উৎপাদন করে।

ক. বাজার কী? ১

খ. অতি স্বল্পকালীন বাজার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. মনিরের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারটি ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে মি. ইব্রাহিমের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারটি সমাজ ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার বলতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করাকে বোঝায়।

খ যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে। চাহিদার বৃদ্ধি হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। এরূপ বাজারকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সকালের কাঁচাবাজার, মাছ, দুধ, শাকসবজি প্রভৃতি অতি স্বল্পকালীন বাজারের পণ্য।

গ উদ্দীপকে মি. মনিরের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারটি একচেটিয়া বাজার।
যখন কোনো একটিমাত্র ফার্ম কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করে অসংখ্য ক্রেতাকে যোগান দেয়, তখন সেই ফার্মকে একচেটিয়া কারবারি এবং যে বাজারে ঐ দ্রব্যটি কেনা-বেচা হয়, সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলা হয়। এ বাজারে একটি মাত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতা থাকে। তবে এ বাজারে অসংখ্য ক্রেতা অবস্থান করে। আর যে দ্রব্যের বিক্রয় হয় সেটির নিকট পরিবর্তক দ্রব্য থাকে না। এ বাজারের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তারা এককভাবে দ্রব্যের দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এ বাজারে একটিমাত্র ফার্ম থাকে, ফলে সে ফার্মটিই শিল্প হিসেবে পরিচিত।
উদ্দীপকে মি. মনির এমন একটি পণ্য ক্রয় করেন, যা সমগ্র দেশের একটি ফার্ম-ই উৎপাদন করে। যা একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, মি. মনিরের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারটি একচেটিয়া বাজারের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের মি. ইব্রাহিমের ক্রয়কৃত বাজারটি তথা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার সমাজ ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর– মন্তব্যটি যথার্থ।
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ক্রেতারা কিছু সুবিধা ভোগ করে। এ ধরনের বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক হওয়ায় কেউ এককভাবে অন্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। ক্রেতারা দ্রব্যের দাম বিষয়ে পূর্ণভাবে জ্ঞাত থাকে। তাই বিক্রেতার পক্ষে বাজার দাম অপেক্ষা বেশি দামে পণ্য বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। এছাড়া পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উপকরণের অবাধ বিচরণ থাকে। শিল্পের বিভিন্ন উপকরণের গতিশীলতা থাকায় দাম সর্বত্র সমান থাকে ও সমজাতীয় দ্রব্য হওয়ায় ক্রেতা-বিক্রেতা নির্বিঘ্নে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন, দাম নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাইরের বা সরকারি প্রভাব থাকে না। ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়।
এ বাজারে ক্রেতার স্বাধীনতা থাকে বিধায় পছন্দ মতো যেকোনো দ্রব্য ক্রয় করতে পারে। এক্ষেত্রে বিক্রেতাগণ বাজার দামের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বিক্রেতারা বাজারের নির্ধারিত দামেই পণ্য বিক্রয় করে। তাই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই উপকৃত হয়। ফলে সমাজ ও র্থনীতির উন্নয়ন ঘটে।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে মি. ইব্রাহিমের ক্রয়কৃত পণ্যের বাজারটি সমাজ ও অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর।

প্রশ্ন ▶ ০৬ 'ক' নামক দেশের অনেক প্রবাসী প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ রেমিটেন্স দেশে প্রেরণ করেন। দেশে বসবাসরত অন্যান্য নাগরিকগণ বিভিন্নভাবে উৎপাদন ও আয়ের সাথে জড়িত।
অপরদিকে ঐ দেশে বিভিন্ন দেশের নাগরিক শিল্পকারখানা স্থাপন ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন।

ক. CCA এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. নিট জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশে কীভাবে নিট উপাদান আয় হিসাব করা হয় বর্ণনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের ধারণাটি মোট জাতীয় আয়ে কী প্রভাব ফেলে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক CCA-এর পূর্ণরূপ হলো Capital Consumption Allowance.

খ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে মূলধনের ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।
উৎপাদন কাজে যন্ত্রপাতি, ঘর-বাড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করার ফলে ধীরে ধীরে তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই তাদের সংস্কার ও মেরামতের প্রয়োজন পড়ে। মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধনের বা যন্ত্রপাতির এ ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো নিট জাতীয় আয়।

গ উদ্দীপকে 'ক' দেশের নিট উপাদান আয় হিসাবের সময় বিদেশে কর্মরত দেশিদের আয় থেকে দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয় বিয়োগ করতে হয়।
নিট উপাদান আয় হলো একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যা আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশ থেকে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফল। অর্থাৎ নিট উপাদান আয় = বিদেশে কর্মরত দেশিদের আয় - দেশে কর্মরত বিদেশিদের আয়।
উদ্দীপকে 'ক' নামক দেশের অনেক প্রবাসী প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ রেমিটেন্স দেশে প্রেরণ করেন। তাদের প্রেরিত আয় 'ক' দেশের নিট উপাদান আয়ের সাথে ধনাত্মকভাবে সম্পর্কিত। অপরদিকে ওই দেশে বিভিন্ন দেশের নাগরিক শিল্পকারখানা স্থাপন ও অন্যান্য কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করেন। এসব বিদেশি নাগরিকদের আয় 'ক' দেশের নিট উপাদান আয়ের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। এসব বিদেশি নাগরিকদের আয় তাদের দেশের নিট উপাদান আয় বাড়াবে। কিন্তু 'ক' নামক দেশের নিট উপাদান আয় কমাবে।

ঘ উদ্দীপকের ধারণাটি মোট জাতীয় আয়ে ইতিবাচক বা ধনাত্মক প্রভাব ফেলে।
মোট দেশজ উৎপাদনের সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে দুয়ের বিয়োগফলকে বুঝায়।
উদ্দীপকে 'ক' নামক দেশের অনেক প্রবাসী প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ রেমিটেন্স দেশে প্রেরণ করেন। দেশে বসবাসরত অন্যান্য নাগরিকগণ বিভিন্নভাবে উৎপাদন ও আয়ের সাথে জড়িত। এ দেশের সকল নাগরিকদের আয় জাতীয় আয়ে যুক্ত হবে। ফলে জাতীয় আয় বাড়বে। অপরদিকে ওই দেশে বিদেশি নাগরিকদের আয় তাদের দেশের জাতীয় আয়ে যুক্ত হবে। কোনো দেশের জাতীয় আয় হিসাবের সময় বিদেশি নাগরিকদের আয় বাদ দিতে হয়। তবে পরোক্ষভাবে হলেও বিদেশি নাগরিকদের আয় 'ক' দেশের উন্নয়নে সীমিত ভূমিকা রাখে।
সুতরাং বলা যায়, প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের মোট জাতীয় আয় বাড়াতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জামাল উদ্দীন একজন ব্যবসায়ী। তিনি 'ক' নামক ব্যাংক থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন।
অপরদিকে 'খ' নামক ব্যাংকটি দেশে মুদ্রা প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ক. বিহিত অর্থ কাকে বলে? ১
খ. অর্থ কীভাবে মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে? ২
গ. উদ্দীপকের 'খ' নামক ব্যাংকটির ধরন ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'ক' নামক ব্যাংকটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা পরিচালিত তাই বিহিত অর্থ।

খ অর্থ, পণ্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অতীতে দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্য ও সেবাকর্মের মূল্যের কোনো নিশ্চিত বা সঠিক মানদন্ড ছিল না। কিন্তু অর্থের প্রচলন হওয়ার পর থেকে দ্রব্য ও সেবাকর্মের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা কার্যকর মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– জুনাইনাহ একটি বই ক্রয় করে ৫০ টাকা দিয়ে। এক্ষেত্রে ৫০ টাকা হলো উক্ত বইটির মূল্যের পরিমাপক।

গ উদ্দীপকের 'খ' নামক ব্যাংকটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এ ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করা হলো–
কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রাবাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে থাকে।
কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর। কোনো দেশের অর্থনীতিতে ঋণের আধিক্য হলে মুদ্রাস্ফীতি হয়। আর ঋণের স্বল্পতার জন্য মুদ্রা সংকোচন ঘটে। এসব সমস্যা যাতে না ঘটে সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য আনয়ন ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখে। সুতরাং পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় উল্লিখিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'ক' নামক ব্যাংকটির তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মন্তব্যটি যথার্থ–
বাণিজ্যিক ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদানুযায়ী ঋণ প্রদান করে। এ ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের ওপর কম হারে সুদ প্রদান করে। জনগণও প্রয়োজনে সেখান থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারে। এ ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারীর চলতি চাহিদা মেটানোর জন্য গচ্ছিত রেখে বাকি অর্থ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের প্রয়োজনে অর্থ দ্রুত স্থানান্তর করে। যেমন– চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক, টেলিগ্রাম ইত্যাদি।
জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র, যেমন– দলিলপত্রাদি ও মূল্যবান অলংকার ইত্যাদি নিরাপদে লকারে জমা রাখে। বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, মেয়াদি ঋণপত্র (উবনবহঃঁৎব) ও সরকারি বন্ড ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে। সম্পত্তি দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ও প্রদানের ব্যবস্থাপূর্বক অছির দায়িত্ব পালন করে। গ্রাহকদের স্বার্থে আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে ও গোপনীয়তা রক্ষা করে। গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে চেক, বিনিময় বিল, বাড়িভাড়া, আয়কর, বীমার প্রিমিয়াম এবং বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রদান করে। উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **দৃশ্যকল্প-১ :** রমজান আলী একজন কৃষক। তিনি তার জমিতে প্রতিবছর আধুনিক পদ্ধতিতে ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করেন।
দৃশ্যকল্প-২ : রহিমা বেগম একটি পোশাক শিল্পে এবং তার স্বামী একটি চিনি শিল্পে চাকুরী করেন।

ক. EPZ এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এর উল্লিখিত খাত দুইটির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এর খাতটির বিভিন্ন উপখাত উল্লেখ করে তার প্রবৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান মূল্যায়ন করো। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক EPZ এর পূর্ণরূপ হলো– Export Processing Zone.

খ কাজ করতে সক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাজ পায় না– এ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলে। একজন বেকারের মধ্যে নিচের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।
১. মজুরিভিত্তিক কোনো কাজ পায় না।
২. প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক।
৩. আয় উপার্জন থেকে বঞ্চিত।
৪. আর্থিক ও মানসিক যন্ত্রণায় ভোগে।

গ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এ যথাক্রমে কৃষিখাত ও শিল্পখাতকে তুলে ধরা হয়েছে। কৃষি খাত ও শিল্প খাত একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।
কৃষি ও শিল্প খাত পরস্পর নির্ভরশীল। কৃষি খাতের উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম এবং সালের যোগান দেয় শিল্প খাত। তেমনি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে কৃষি খাত।
দৃশ্যকল্প-১ এ রমজান আলী তার জমিতে প্রতি বছর আধুনিক পদ্ধতিতে ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন করেন, যা কৃষি খাতকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে দৃশ্যকল্প-২ এ রহিমা বেগম একটি পোশাক শিল্পে এবং তার স্বামী একটি চিনি শিল্পে চাকরি করেন, যা শিল্প খাতকে নির্দেশ করে। কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক। কৃষি খাত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে

শিল্প উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, শিল্প খাতের প্রসার ঘটলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। ফলে কৃষকদের আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

সুতরাং বলা যায়, কৃষি ও শিল্প খাত একে অপরের পরিপূরক।

ঘ উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এর খাতটির তথা শিল্প খাতের বিভিন্ন উপখাত উল্লেখ করে তার প্রবৃদ্ধি এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান মূল্যায়ন করা হলো–

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ছিল ৩৪.৯৪ শতাংশ। ২০২০-২১ অর্থবছরে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান ৩৬.০১% শতাংশ।

নিচের তালিকায় জিডিপিতে সার্বিক শিল্প খাতের বিভিন্ন উপখাতের অবদানের শতকরা হার দেখানো হলো–

খাত/উপখাত	২০২৯-২০ (%)	২০২০-২১ (%)
১. খনিজ ও খনন	১.৯১	১.৯১
২. ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প	২২.৪	২৩.৩৬
৩. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ	১.৩২	১.৩৫
৪. নির্মাণ	৯.৩১	৯.৪

শিল্প খাতের এ প্রবৃদ্ধি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ, এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্প খাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব গফুর 'ক' নামক দেশের একজন কৃষক অনেক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তিনি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি কাজ করেন। তার দেশে কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানাসহ অনেক ধরনের শিল্পের প্রসার হচ্ছে।

দৃশ্যকল্প-২ : 'ক' নামক ঐ দেশটিতে জনসংখ্যার পরিমাণ অনেক বেশি তার দক্ষ জনশক্তির অভাবে দেশে অনেক অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। সরকার জনসংখ্যাকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য কার্যক্রম জোরদার করছেন।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১

খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ব্যাখ্যা করো। ২

গ. মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এর উপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এর দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন শ্রেণিভুক্ত দেশ– যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি অনুন্নত দেশের অনুন্নয়নের জন্য দায়ী কারণগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে। অনুন্নত দেশে উৎপাদন কম হয় বলে জনগণের মাথাপিছু আয় কম। ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা তথা চাহিদা কমে যায়। এতে বিনিয়োগ প্রবণতা হ্রাস পায়, যার কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না। এরূপ মূলধন স্বল্পতার কারণে উৎপাদনও কম হয়। এভাবে এ কারণগুলো পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হতে থাকে, যা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র নামে পরিচিত।

গ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-২ এর উপযোগী বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করা হলো–

জনসংখ্যাকে কর্মক্ষম ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে শিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করে সবার জন্য কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষিত মানুষের গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ জরুরি। প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তিকে অধিক উন্নত প্রযুক্তিগত কর্মে প্রয়োগ করলে তা থেকে প্রাপ্তি অনেক বেশি হয়। তাছাড়া প্রশিক্ষিত লোক কোনো কাজের ক্ষেত্রে দ্রুত ও সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়ে ভালো ফলাফল দিতে পারে। দেশের জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে সুষম খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। সুষম খাদ্য গ্রহণ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রভৃতি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মৌলিক উপাদান। দেশের সব নাগরিককে এ অপরিহার্য উপাদানগুলোর সাথে পরিচিত করতে হবে। কেননা ভগ্ন স্বাস্থ্যের কেউ দক্ষ শ্রমিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীসমাজকে কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার মাধ্যমেও মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায়। দেশের সরকারকে এ উদ্দেশ্যে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত কার্য সম্পাদন করলে 'ক' দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন অনেকাংশে সহজ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

ঘ দৃশ্যকল্প-১ এর দেশটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের উন্নয়নশীল শ্রেণিভুক্ত দেশ।

যেসব দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম কিন্তু উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে। এসব দেশ নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয় এবং মধ্যম আয় থেকে উচ্চ আয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

দৃশ্যকল্প-১ এ জনাব গফুর 'ক' নামক দেশের একজন কৃষক অনেক

প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তিনি আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে কৃষি কাজ করেন। তার দেশে কৃষিভিত্তিক ও শিল্পকারখানাসহ অনেক ধরনের শিল্পের প্রসার হচ্ছে, যা উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যকল্প-১ এর দেশটি উন্নয়নশীল দেশ।

প্রশ্ন ▶ ১০ স্কুল শিক্ষিকা মিসেস জিনিয়া ব্যস্ততার দরুন অনলাইনে কেনাকাটা করেন। তার স্বামী সবুর সাহেব গোপীবাগ বাজার থেকে শুক্রবারে সপ্তাহের বাজার করেন। তিনি খোলা চাল, ডাল এবং লেভেলযুক্ত বোতলজাত তেল ও টুথপেস্ট ক্রয় করেন।

ক. পণ্য বলতে কী বোঝায়? ১
খ. ফার্মকে কীভাবে শিল্প থেকে আলাদা করবে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের মিসেস জিনিয়া ও সবুর সাহেবের কেনাকাটার বিষয়টি অর্থনীতির কোন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সবুর সাহেবের ক্রয়কৃত দ্রব্যগুলোর বাজার প্রকৃতি ও দাম নির্ধারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করো। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে পণ্য বলতে সাধারণত সেসব উপকরণকে বুঝি যা চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

খ ফার্ম ও শিল্প হলো দুটি ভিন্ন ধারণা।

১. একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন করে এমন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলে। আর শিল্প বলতে মূলত অর্থনৈতিক এমন প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যার অধীনে অসংখ্য ফার্ম থাকতে পারে।
২. ফার্ম একটি সংকীর্ণ ধারণা।
কিন্তু শিল্প একটি বিস্তৃত ধারণা।

গ উদ্দীপকের মিসেস জিনিয়া ও সবুর সাহেবের কেনাকাটার বিষয়টি অর্থনীতির বাজার প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

অর্থনীতিতে বাজার বলতে শুধু বেচা-কেনার নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না। বরং বাজার হলো একটি প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্য বা সেবা বেচা-কেনা হয়। যেমন অনলাইনে বেচা-কেনা, টেলিফোন ও ফ্যাক্সের মাধ্যমে বেচা-কেনা। এ ধরনের বাজারে বিভিন্ন পণ্য বেচা-কেনা বা বিশেষায়িত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। যেমন টেলিফোনের মাধ্যমে সিমেন্ট কেনা-বেচা ইত্যাদি।

উদ্দীপকে স্কুল শিক্ষিকা মিসেস জিনিয়া ব্যস্ততার দরুন অনলাইনে কেনাকাটা করেন। তার স্বামী সবুর সাহেব গোপীবাগ বাজার থেকে শুক্রবারে সপ্তাহের বাজার করেন। যা মূলত বাজারকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মিসেস জিনিয়া ও সবুর সাহেবের কেনাকাটার বিষয়টি অর্থনীতির বাজার প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে।

ঘ সবুর সাহেবের ক্রয়কৃত চাল, ডাল পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দ্রব্য এবং লেভেলযুক্ত বোতলজাত তেল ও টুথপেস্ট একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দ্রব্য।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হলো এমন এক বাজারব্যবস্থা যেখানে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা বেচা-কেনা করে। এ বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এককভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে তা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায় এমন সব দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া উৎপাদন সমন্বয়ে যে বাজার গড়ে ওঠে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন গায়ে মাখার সাবান, বিভিন্ন রকম টুথপেস্ট, বিভিন্ন কোম্পানির শাড়ি-কাপড়, ব্লেড ইত্যাদি। একচেটিয়া প্রতিযোগিতমূলক বাজারে বিক্রেতা দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে। এ বাজারে বিক্রেতা চাইলেই কোনো একটি পণ্যের দাম বাড়াতে বা কমাতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ১১ নিচের সূচিটি লক্ষ করো এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম ভোক্তার চাহিদা (একক)	২য় ভোক্তার চাহিদা (একক)
১০০.০০	৫০০	৪০০
২০০.০০	৪০০	৩০০
৩০০.০০	৩০০	২০০
৪০০.০০	২০০	১০০

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. যোগান বিধি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের সূচি থেকে ১ম ভোক্তার একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সূচি থেকে একটি বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ১ম ভোক্তার চাহিদা রেখার সাথে তুলনা করো। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।

খ দাম ও যোগানের সম্পর্ক সমমুখী। অর্থাৎ দাম যেদিকে পরিবর্তিত হয়, যোগানও সেদিকে পরিবর্তিত হয়।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত (যেমন : উপকরণ দাম ও প্রযুক্তি স্থির, স্বাভাবিক সময় বিবেচিত) থেকে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। দাম ও যোগানের এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে যোগান বিধি বলা হয়।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে ১ম ভোক্তার একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো−

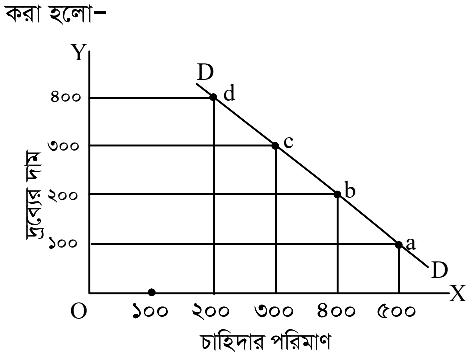

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ১০০ টাকা তখন চাহিদার

পরিমাণ ৫০০ একক। যার সমন্বয় সূচক বিন্দু a। দাম বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ টাকা, ৩০০ টাকা ও ৪০০ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৪০০ একক, ৩০০ একক ও ২০০ একক হয়। যাদের সমন্বয় সূচক বিন্দু যথাক্রমে b, c ও d। এখন a, b, c ও d বিন্দু যোগ করে DD রেখাটি পাওয়া যায়। উক্ত DD রেখাই উদ্দীপকের সূচি থেকে ১ম ভোক্তার চাহিদা রেখা।

ঘ ১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ যোগ করে বাজার চাহিদা পাওয়া যায়। বাজারে নির্দিষ্ট দামে সব ভোক্তার ব্যক্তিগত বা ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ চাহিদার সমষ্টিকে বলা হয় বাজার চাহিদা। নিম্নে বাজার চাহিদার সাথে ১ম ভোক্তার চাহিদা তুলনা করা হলো–

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	১ম ভোক্তার চাহিদা (একক)	২য় ভোক্তার চাহিদা (একক)	বাজার চাহিদা = ১ম + ২য় ভোক্তার চাহিদা
১০০	৫০০	৪০০	৯০০
২০০	৪০০	৩০০	৭০০
৩০০	৩০০	২০০	৫০০
৪০০	২০০	১০০	৩০০

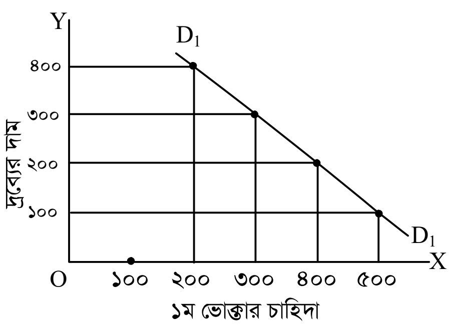

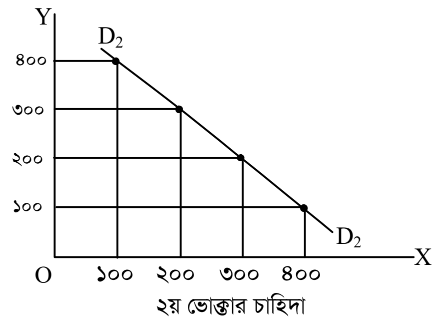

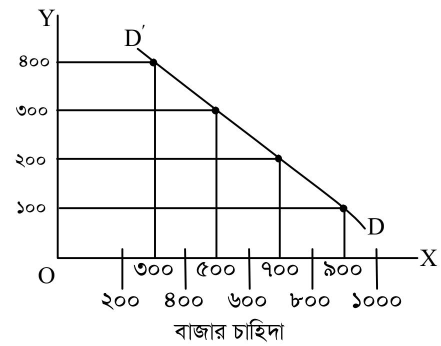

উপরের চিত্রে ১ম ভোক্তা ও ২য় ভোক্তার চাহিদা রেখা যথাক্রমে D_1D_1 ও D_2D_2। ১ম ও ২য় ভোক্তার চাহিদার পরিমাণ যোগ করে বাজার চাহিদা পাওয়া যায়, যা DD' রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

১ম ভোক্তার চাহিদা সূচি থেকে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। তবে বাজার চাহিদা রেখায় দুজন ভোক্তার চাহিদার যোগফল দেখানো হয়েছে। এজন্য ১ম ভোক্তার চাহিদার তুলনায় বাজার চাহিদার পরিমাণ বেশি। উভয় চাহিদা রেখাই ডানদিকে নিম্নগামী। তবে বাজার চাহিদার পরিমাণ বেশি হওয়ায় এ রেখাটি ১ম ভোক্তার চাহিদা রেখা অপেক্ষা কম ঢালবিশিষ্ট হয়েছে।

কুমিল্লা বোর্ড–২০২৪

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 4 | 1 |

সময়– ৩০ মিনিট **[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]** পূর্ণমান– ৩০

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে জাতীয় চাহিদা ও সামগ্রিক কল্যাণের জন্য উৎপাদন পরিচালিত হয় কোন অর্থব্যবস্থায়?**
K ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা L সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
M মিশ্র অর্থব্যবস্থা N ইসলামি অর্থব্যবস্থা

২. **অর্থনীতিতে সম্পদের বৈশিষ্ট্য কয়টি?**
K ২টি L ৩টি M ৪টি N ৫টি

৩. **প্রাণিজ সম্পদের প্রয়োজন হয় –**
i. আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণে
ii. চামড়া শিল্পের কাঁচামালের যোগানে
iii. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৪. **ফুলসহ গাছ শহরের বাড়ির আঙিনায় রাখলে কোন ধরনের উপযোগ বাড়ে?**
K রূপগত উপযোগ L স্থানগত উপযোগ
M সেবাগত উপযোগ N মালিকানাগত উপযোগ

৫. **নিচের কোনটি একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য?**
K নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই
L বাহ্যিক প্রভাব নেই
M দ্রব্যের একক সমজাতীয়
N শিল্পে ফার্মের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আলফা কোম্পানির মালিক তার শ্রমিকদের মধ্যে ঘোষণা দিলেন, কোনো শ্রমিক নির্ধারিত সময়ের বাইরে অতিরিক্ত শ্রম দিলে বছরে দুটি ইনক্রিমেন্ট দেয়া হবে। এতে শ্রমিকদের কাজের উৎসাহ ও আনন্দ বেড়ে গেল।

৬. **আলফা কোম্পানির মালিকের ঘোষণাটি অর্থনীতির মৌলিক নীতির কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?**
K মানুষকে পেতে হলে ছাড়তে হয়
L বাণিজ্যে সবাই উপকৃত হয়
M মানুষ প্রণোদনায় সাড়া দেয়
N সুযোগ ব্যয়

৭. **আলফা কোম্পানির মালিকের উক্ত পদক্ষেপের ফলে –**
i. উৎপাদন বাড়বে
ii. শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটবে
iii. শ্রমিকের গড় উৎপাদন স্থির থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৮. **ভোগের জন্য দ্রব্যের একক একের পর এক বাড়লে প্রান্তিক উপযোগের কী ঘটে?**
K কোনো পরিবর্তন হয় না L ক্রমহ্রাসমান হয়
M ক্রমবর্ধমান হয় N সমহারে বাড়ে

৯. **বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য কোনটি?**
K ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ L প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ
M দারিদ্র্য দূরীকরণ N নারী উন্নয়ন

১০. **কোন আমানতে সুদ দেওয়া হয় না?**
K চলতি L সঞ্চয়ী
M মেয়াদি N স্থায়ী

১১. **আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয় –**
i. দেশের ভিতরে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর
ii. দেশের ভিতরে ব্যবহৃত দ্রব্যের উপর
iii. ক্ষতিকর দ্রব্যের উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. **সখিনা ঢাকার খিলগাঁ এলাকায় বিশ্ব রোডের বস্তিতে বসবাস করে। তাকে ঋণদানের জন্য বিশেষায়িত সংস্থা কোনটি?**
K স্বনির্ভর বাংলাদেশ L শক্তি ফাউন্ডেশন
M ব্র্যাক N আশা

১৩. **শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের ফলে –**
i. জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে
ii. বাণিজ্য ঘাটতি দূর হবে
iii. কৃষিতে উৎপাদন হ্রাস পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৪. **সরকারের করবহির্ভূত রাজস্বের উৎস কোনটি?**
K সম্পূরক শুল্ক L নন-জুডিশিয়ান স্ট্যাম্প
M VAT N টোল ও লেভি

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দীপা দোকানে গিয়ে ৩০ টাকা দিয়ে ১ম বার্গারটি কিনে খেল। এরপর সে ২য় বার্গারটি কিনতে ২৫ টাকা ব্যয় করল। সবশেষ বার্গারটি কিনতে দীপা ২০ টাকা ব্যয় করল।

১৫. **দীপার মোট উপযোগ ক্রমান্বয়ে কী হয়?**
K স্থির থাকলো L শূন্য হলো
M বৃদ্ধি পেলো N হ্রাস পেলো

১৬. **উদ্দীপকে মোট উপযোগের সাথে প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্ক হলো–**
K মোট উপযোগ বাড়লেও প্রান্তিক উপযোগ কমতে থাকে
L মোট উপযোগ বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ স্থির থাকে
M মোট উপযোগ সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উপযোগ সর্বাধিক হয়
N মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সমহারে বৃদ্ধি পায়

১৭. বড় পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্রটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?

K রংপুর　　L বগুড়া
M জামালপুর　　N দিনাজপুর

১৮. মরুভূমির বালু অর্থনীতিতে সম্পদ নয় কেন?

K প্রাচুর্যতার জন্য　　L হস্তান্তর যোগ্যতার জন্য
M বাহ্যিকতার জন্য　　N উপযোগের অভাবে

১৯.

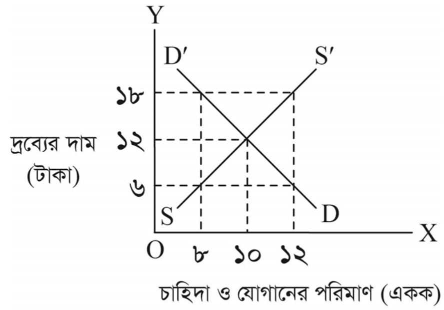

চিত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ কত?

K ১২ টাকা ও ৮ একক　　L ১৮ টাকা ও ৮ একক
M ১২ টাকা ও ১০ একক　　N ৬ টাকা ও ১২ একক

২০. মিশ্র অর্থব্যবস্থা উন্নত অর্থব্যবস্থা হিসেবে গণ্য হয় কেন?

K সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে
L উৎপাদন ও বণ্টনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের উপস্থিতি
M আয় বৈষম্যের তারতম্য কম
N স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বিদ্যমান

২১. বাজার ভারসাম্যের শর্ত হলো কোনটি?

K চাহিদা = যোগান　　L চাহিদ ≠ যোগান
M চাহিদা > যোগান　　N যোগান > চাহিদা

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

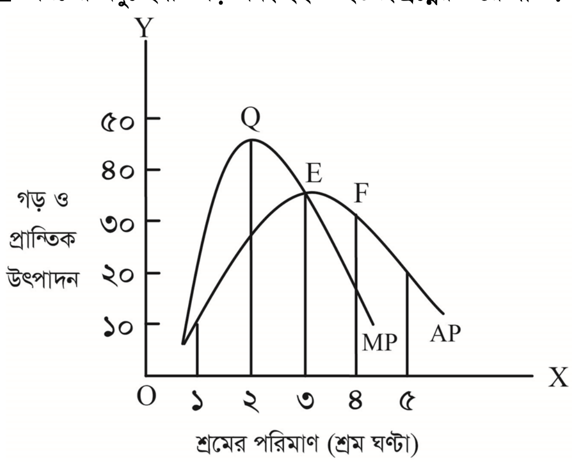

২২. উদ্দীপক চিত্রে শ্রমের নিয়োগ কত হলে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন উভয়েই হ্রাস পেতে থাকে?

K ২ শ্রম ঘণ্টা　　L ৩ শ্রম ঘণ্টা
M ৪ শ্রম ঘণ্টা　　N ৫ শ্রম ঘণ্টা

২৩. উদ্দীপক চিত্রে –

i. গড় উৎপাদন 'E' বিন্দুতে সর্বোচ্চ এবং গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান
ii. 'Q' বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বোচ্চ থাকে
iii. 'E' বিন্দুর পর গড় উৎপাদন প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে বেশি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii　　L i ও iii　　M ii ও iii　　N i, ii ও iii

২৪. মোট জাতীয় আয় হিসাব করতে কোন সময়টি বিবেচনায় আনতে হয়?

K ১ মাস　　L ১ বছর
M ৫ বছর　　N ১২ বছর

২৫. মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য কোনটি বেশি প্রয়োজন?

K শিক্ষা　　L পরিকল্পনা
M জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন　　N অবকাঠামো উন্নয়ন

২৬. গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান কর্মসূচীর ফলে –

i. ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক সহজ শর্তে ঋণ পায়
ii. বেকার জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি
iii. স্বল্প জামানতের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করে

নিচের কোনটি সঠিক?

K i ও ii　　L i ও iii　　M ii ও iii　　N i, ii ও iii

☐ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মুনা তার ব্যবসার অর্থ ব্যাংকে এমনভাবে রেখেছে যাতে সে ইচ্ছা করলেই টাকা ওঠাতে পারে।

২৭. মুনার আমানতের হিসাবের নাম কী?

K সঞ্চয়ী　　L স্থায়ী
M চলতি　　N মেয়াদি

২৮. সকালের কাঁচা বাজার কী ধরনের বাজার?

K দীর্ঘকালীন　　L স্বল্পকালীন
M অতি দীর্ঘকালীন　　N অতি স্বল্পকালীন

২৯. কোনটি উৎপাদিত সম্পদ?

K খনিজ সম্পদ　　L সাংগঠনিক ক্ষমতা
M শারীরিক যোগ্যতা　　N শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

৩০. নিচের কোনটি অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য?

K বিকাশমান শিল্প
L কারিগরি জ্ঞান
M ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার
N প্রতিকূল বাণিজ্য শর্ত

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪
অর্থনীতি (সৃজনশীল)

সময়- ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান- ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১. কামাল 'ক' দেশে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন, সেখানে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। কিন্তু তাঁর নিজের দেশে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে।

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১
খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "কামালের দেশের অর্থব্যবস্থা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনে"।- উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২. রানার লেখা কবিতা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় বন্ধুরা তার অনেক প্রশংসা করল। রানার বাবাও খুব খুশি হলো এবং তাকে একটি নতুন ড্রেস কিনে দিল। এতে রানা আনন্দিত হলো।

ক. সঞ্চয় কাকে বলে? ১
খ. অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝ? ২
গ. রানার পাওয়া উপহারটি অর্থনীতিতে কোন ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রানার কাজটি কী সম্পদ? মূল্যায়ন কর। ৪

৩. নিচের চাহিদা ও যোগান সূচি দেওয়া হলো :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	দ্রব্যের চাহিদা (একক)	দ্রব্যের যোগান (একক)
১০	৮	৪
১৫	৬	৬
২০	৪	৮

ক. ভারসাম্য কাকে বলে? ১
খ. প্রান্তিক উপযোগ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উপরের সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উপরের সূচি থেকে বাজার ভারসাম্যের চিত্র অঙ্কন করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪. সাজিদ একজন কৃষক। ধান কেটে চাল তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করেন। অনেক লোককে সে এই কাজে নিয়োজিত করেছে।

ক. শ্রম কাকে বলে? ১
খ. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয় কেন? ২
গ. 'ধান থেকে চাল' কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাজিদের কাজটি উৎপাদনের কোন উপকরণের অন্তর্ভুক্ত? উৎপাদনে তার ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

৫.

'ক' বাজার	'খ' বাজার
→ অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা	→ বিক্রেতা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে
→ সমজাতীয় দ্রব্য	→ নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই
→ উপকরণের পূর্ণ গতিশীলতা	→ নতুন ফার্মের প্রবেশ বন্ধ
→ ফার্মের অবাধ প্রবেশ	→ সর্বাধিক মুনাফা অর্জন

ক. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে? ১
খ. দীর্ঘকালীন বাজারের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ক' কোন ধরনের বাজারকে নির্দেশ করে? উক্ত বাজারের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'খ' কোন ধরনের বাজার? উক্ত বাজারে ভোক্তার স্বাধীনতা মূল্যায়ন কর। ৪

৬. সাকিব একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। যা আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও জনগণকে ঋণ দিতে পারে না। রাকিব একই ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও তা জনগণের অর্থ জমা রাখে এবং ঋণ প্রদান করে অধিক মুনাফা অর্জন করে।

ক. কাগজি মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সাকিবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাকিবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি ধরনের ভূমিকা রাখছে- মূল্যায়ন কর। ৪

৭. **নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

A ↓		B ↓		
খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা		ধান	মাংস	কাঠ
		পাট	ডিম	মধু

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
খ. দ্বৈত গণনা সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের 'A' অংশ GDP পরিমাপের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'B' অংশে বাংলাদেশের GDP পরিমাপের কোন খাতকে নির্দেশ করে- তা চিহ্নিত করে GDP তে এর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৮. **নিচে একজন ভোক্তার উপযোগ সূচি দেয়া হলো :**

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ (টাকা)
১ম	৪
২য়	৩
৩য়	২
৪র্থ	১
৫ম	০
৬ষ্ঠ	− ১

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. 'উপযোগ একটি মানসিক ধারণা'- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উপরের ছক হতে মোট উপযোগ সূচি তৈরি কর। ৩
ঘ. উপরিউক্ত ছকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে কী? ব্যাখ্যা কর। ৪

৯. করিম একজন গরিব চাষি। কৃষি কাজই তার একমাত্র পেশা। সারা বছর কৃষি কাজ না থাকায় সে কিছু সময় বেকার থাকে। তার দেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে আসে। কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ফলে দেশটির উন্নয়ন সন্তোষজনক নয় এবং মাথাপিছু আয় কম।

ক. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. করিমের বেকারত্বের ধরন উল্লেখ করে- বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. করিমের দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? আলোচনা কর। ৪

১০.

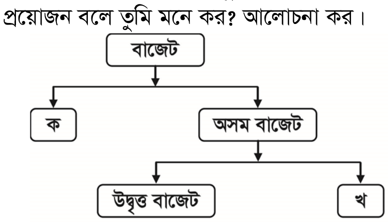

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. আবগারি শুল্ক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' বাজেটটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর 'খ' বাজেটটি উন্নয়নশীল দেশে একটি স্বাভাবিক ঘটনা- বিশ্লেষণ কর। ৪

১১. সিলেটের নাইজুল সাহেব বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, মোড়া, পাটি, মাদুরসহ হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করেন। এ কাজে বাড়ির সকলে তাকে সহযোগিতা করেন। তাঁর তৈরি দ্রব্যের চাহিদা দেশে-বিদেশে ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. শিল্প কাকে বলে? ১
খ. EPZ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নাইজুল সাহেবের শিল্পটি কোন ধরনের? বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাতসহ শিল্প খাতের আর কোন কোন উপখাত উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব? মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	M	৩	N	৪	L	৫	K	৬	M	৭	K	৮	L	৯	M	১০	K	১১	N	১২	L	১৩	K	১৪	N	১৫	M
	১৬	K	১৭	N	১৮	K	১৯	M	২০	L	২১	K	২২	M	২৩	N	২৪	L	২৫	K	২৬	N	২৭	M	২৮	M	২৯	N	৩০	N

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ কামাল 'ক' দেশে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন, সেখানে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। কিন্তু তাঁর নিজের দেশে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে।

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১
খ. সুযোগ ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "কামালের দেশের অর্থব্যবস্থা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনে"।– উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন স্থির থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাই হলো মুদ্রাস্ফীতি।

খ কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।

পণ্য নির্বাচন সমস্যা থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার উদ্ভব। সুযোগ ব্যয়কে দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ও বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে দশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে পাঁচ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে দশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো পাঁচ কুইন্টাল পাট।

গ উদ্দীপকে 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে এবং সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যই হলো মুনাফা অর্জন। এখানে ভোক্তা তার নিজস্ব সামর্থ্য, রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে উৎপাদনকারী উৎপাদনের পরিমাণ এবং যোগান নির্ধারণ করে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ফলে কী, কোথায়, কীভাবে উৎপাদন করা হবে সেই সিদ্ধান্ত ব্যক্তি নিজে গ্রহণ করে। এসব বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করে না।

উদ্দীপকে কামাল 'ক' দেশে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন, সেখানে যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। যা ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, 'ক' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

ঘ "কামালের দেশের অর্থব্যবস্থা তথা মিশ্র অর্থব্যবস্থা কল্যাণ বয়ে আনে।" –উক্তিটি যথার্থ।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, সম্পদের মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত। এ অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার পছন্দকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাজারে ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং তারা পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য ভোগ করতে পারে। অপরদিকে সরকার জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে জীবনযাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

উদ্দীপকে কামালের নিজের দেশে উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগে সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এই অর্থব্যবস্থা তথা মিশ্র অর্থব্যবস্থা দেশের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রণ মিশ্র অর্থব্যবস্থা। কাজেই এখানে উভয় অর্থব্যবস্থার ত্রুটিগুলো পরিহার করে এবং গুণগুলো গ্রহণ করে উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। আমরা জানি, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বণ্টন ক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায়। এখানে বেসরকারি উদ্যোগে যে কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয় তা মুনাফাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। আবার সরকারি উদ্যোগে যে বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য থাকে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা টেকসই সামাজিক উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি।

সুতরাং সার্বিক এসব দিক বিবেচনা করলে একমাত্র মিশ্র অর্থব্যবস্থাই একটি দেশের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০২ রানার লেখা কবিতা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় বন্ধুরা তার অনেক প্রশংসা করল। রানার বাবাও খুব খুশি হলো এবং তাকে একটি নতুন ড্রেস কিনে দিল। এতে রানা আনন্দিত হলো।

ক. সঞ্চয় কাকে বলে? ১
খ. অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলতে কী বোঝ? ২
গ. রানার পাওয়া উপহারটি অর্থনীতিতে কোন ধরনের দ্রব্য? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রানার কাজটি কী সম্পদ? মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক আয়ের যে অংশ বর্তমানে ভোগ না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে।

খ মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবনধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন– শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এগুলো হলো অর্থনৈতিক কাজ, যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জিত হয়।

গ রানার পাওয়া উপহারটি অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক দ্রব্য এবং ভোগ্য দ্রব্য।

যে সমস্ত্র দ্রব্য পাওয়ার জন্য মানুষকে অর্থ প্রদান করতে হয় তাকে অর্থনৈতিক দ্রব বলা হয়। এদের যোগান সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বই, কলম, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। আবার ভোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করা হয় তাদেরকে ভোগ্য দ্রব্য বলে। যেমন : গাড়ি, বস্ত্র ইত্যাদি।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, রানার লেখা কবিতা একটি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তাই তার বাবা খুশি হয়ে তাকে একটি নতুন ড্রেস কিনে দিল। এক্ষেত্রে নতুন ড্রেসটি ক্রয় করার জন্য রানার বাবাকে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। তাই এটি একটি অর্থনৈতিক দ্রব্য। আবার, ড্রেসটি রানা ব্যবহার তথা ভোগ করবে। তাই এটি ভোগ্যদ্রব্যও বটে। কাজেই বলা যায়, রানার বাবার দেওয়া উপহারটি (ড্রেসটি) যেমন অর্থনৈতিক দ্রব্য, তেমনি তা ভোগ্যদ্রব্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রানার বাবা খুশি হয়ে একটি নতুন ড্রেস কিনে দেন। এ ড্রেস ক্রয়ের জন্য তার বাবাকে অর্থ প্রদান করতে হয়েছে। তাই নতুন ড্রেসটি একটি অর্থনৈতিক দ্রব্য।

সুতরাং বলা যায়, রানার পাওয়া উপহারটি অর্থনৈতিক দ্রব্য ও ভোগ্যদ্রব্য।

ঘ রানার কাজটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদ নয়।

অর্থনীতিতে সম্পদ হলো সেই সমস্ত জিনিস বা দ্রব্য যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন– ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, টিভি ইত্যাদি দৃশ্যমান বস্তুগত সম্পদ এবং ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের পাঠদান ইত্যাদি অদৃশ্যমান বা অবস্তুগত সম্পদ। অর্থনীতিতে কোনো জিনিসকে সম্পদ বলতে হলে তার উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা, বাহ্যিকতা– এই চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক।

উদ্দীপকে রানার লেখা কবিতা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় বন্ধুরা তার অনেক প্রশংসা করেছে। কবিতা লেখতে প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছে। কবির প্রতিভা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদ নয়। কারণ এ সম্পদগুলোর হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই। শারীরিক যোগ্যতা, কবির প্রতিভা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা মানবিক সম্পদ হলেও এর হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা নেই। তাই মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ অর্থনীতির ভাষায় সম্পদ নয়।

সুতরাং বলা যায়, রানার কাজটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পদ নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৩ নিচের চাহিদা ও যোগান সূচি দেওয়া হলো :

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	দ্রব্যের চাহিদা (একক)	দ্রব্যের যোগান (একক)
১০	৮	৪
১৫	৬	৬
২০	৪	৮

ক. ভারসাম্য কাকে বলে? ১

খ. প্রান্তিক উপযোগ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উপরের সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উপরের সূচি থেকে বাজার ভারসাম্যের চিত্র অঙ্কন করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারসাম্য হলো এমন অবস্থা যেখানে কোনো পরিবর্তনের সুযোগ থাকে না।

খ অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে যে অতিরিক্ত উপযোগ বা তৃপ্তি পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উপযোগ বলে।

মনে কর তুমি ৩টি আম কিনেছ। এখন তুমি আবার আরেকটি আম কিনলে। এ অতিরিক্ত ৪র্থ আমটি হলো প্রান্তিক আম। এই প্রান্তিক আম থেকে তুমি যে তৃপ্তি বা উপযোগ পেলে, তাই প্রান্তিক উপযোগ।

গ উপরের সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো–

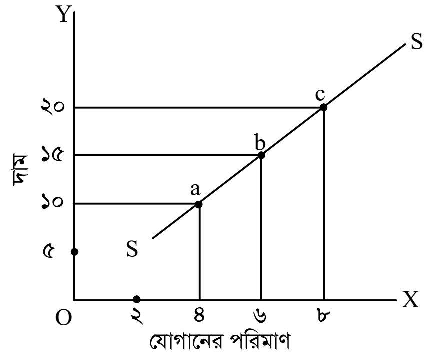

চিত্রে OX অক্ষে যোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ৪ একক। যার সমন্বয় সূচক বিন্দু a। দাম বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ ও ২০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬ ও ৮ একক হয়। যাদের সমন্বয় সূচক বিন্দু b ও c। এখন a, b ও c বিন্দু যোগ করে SS রেখা পাওয়া যায়। উক্ত SS রেখাই উপরের সূচি থেকে অঙ্কিত যোগান রেখা।

ঘ উপরের সূচির আলোকে অর্থনীতিতে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা হলো :

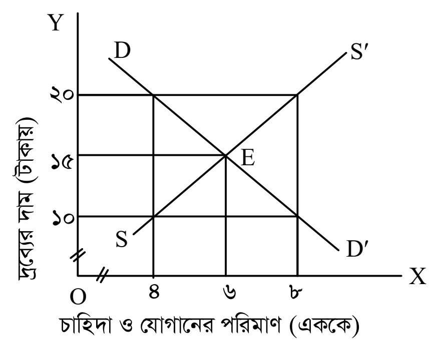

চিত্র : ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণ

চিত্রে DD′ ও SS′ হলো যথাক্রমে বিবেচ্য দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান রেখা। প্রথম অবস্থায় দ্রব্যের দাম ১০ টাকা হলে এর চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৮ ও ৪ একক। এখানে চাহিদার পরিমাণ বেশি কিন্তু দ্রব্যের যোগান কম। তাই এক্ষেত্রে দাম বাড়বে। দাম বেড়ে ২০ টাকা হলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ হয় যথাক্রমে ৪ ও ৮ একক। এখানে যোগানের পরিমাণ বেশি এবং চাহিদার পরিমাণ কম। ফলে দাম কমবে। দাম কমে ১৫ টাকা হলে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ৬ একক যা E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান। তাই E বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হবে। যার ফলে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ হবে যথাক্রমে ১৫ টাকা ও ৬ একক।

প্রশ্ন ▶ ০৪ সাজিদ একজন কৃষক। ধান কেটে চাল তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করেন। অনেক লোককে সে এই কাজে নিয়োজিত করেছে।

ক. শ্রম কাকে বলে? ১

খ. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয় কেন? ২

গ. 'ধান থেকে চাল' কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সাজিদের কাজটি উৎপাদনের কোন উপকরণের অন্তর্ভুক্ত? উৎপাদনে তার ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।

খ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন প্রাথমিকভাবে ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। এক পর্যায়ে উপকরণটি আরও বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। তাই প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয়। উৎপাদনের প্রথম দিকে শ্রমের পরিমাণ কম থাকায় প্রান্তিক শ্রম বৃদ্ধি পেলে তার জন্য উৎপাদন পর্যাপ্ত থাকে। কিন্তু উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত বেশি পরিমাণ উপকরণ নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে যায়। এ কারণে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয়।

গ 'ধান থেকে চাল' রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে যে নতুন উপযোগ সৃষ্টি করা হয় তাই হলো রূপগত উপযোগ। যেমন, কাঠকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে চেয়ার, টেবিল, খাট ইত্যাদি আসবাব তৈরি করলে উপযোগ বাড়ে। এভাবে সৃষ্ট উপযোগই হলো রূপগত উপযোগ।

উদ্দীপকে সাজিদ একজন কৃষক। ধান থেকে চাল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে। ফলে উৎপাদিত দ্রব্য ধানের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি দামে চাল বিক্রি করেন। এতে সে আর্থিকভাবে লাভবান হন। যা মূলত রূপগত উপযোগকে নির্দেশ করে।

সুতরাং বলা যায়, ধান থেকে চাল তৈরি রূপগত উপযোগ সৃষ্টি করে।

ঘ সাজিদের কাজটি উৎপাদনের সংগঠন উপকরণের অন্তর্ভুক্ত।

উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডে ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতানুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবে কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। আর এ কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক এই অধিকার ও দায়িত্ব কাঠামোই সংগঠন।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সাজিদ একজন কৃষক। ধান কেটে চাল তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে। অনেক লোককে সে একই কাজে নিয়োজিত করেছে। তিনি তাদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ভাগ করে দিয়েছেন। ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে উৎপাদন কার্যক্রমকে পরিচালনা করছেন। তিনি ব্যবসাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করছেন। একজন সংগঠনের কাজের সাথে সাজিদের কাজ তুলনা করতে পারি। কেননা তিনিও একজন সংগঠনের কাজের সমতুল্য কাজ করছেন।

সুতরাং বলা যায়, সাজিদের কাজটি উৎপাদনের সংগঠন উপকরণের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ▸ ০৫

'ক' বাজার	'খ' বাজার
→ অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা	→ বিক্রেতা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে
→ সমজাতীয় দ্রব্য	→ নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই
→ উপকরণের পূর্ণ গতিশীলতা	→ নতুন ফার্মের প্রবেশ বন্ধ
→ ফার্মের অবাধ প্রবেশ	→ সর্বাধিক মুনাফা অর্জন

ক. একচেটিয়া বাজার কাকে বলে? ১

খ. দীর্ঘকালীন বাজারের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' কোন ধরনের বাজারকে নির্দেশ করে? উক্ত বাজারের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' কোন ধরনের বাজার? উক্ত বাজারে ভোক্তার স্বাধীনতা মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে এবং দ্রব্যটির কোনো নিকট পরিবর্তক থাকে না তাই হলো একচেটিয়া বাজার।

খ যে বাজারে চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনের সাথে যোগানের যেকোনো পরিবর্তন করা সম্ভব তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে ।

দীর্ঘকালীন বাজারে কোনো উৎপাদক প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদনের আয়তন এবং উপকরণের সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে পারে। চাহিদা বৃদ্ধি বহুদিন ধরে চলতে থাকলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে এবং অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার পরিবর্তন করে উৎপাদন এবং যোগানের সাথে সমন্বয় করে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে।

গ উদ্দীপকে 'ক' পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে নির্দেশ করে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার হলো এমন এক বাজারব্যবস্থা যেখানে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা দরকষাকষির মাধ্যমে সমজাতীয় দ্রব্য বা সেবা নির্দিষ্ট দামে ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি অভিন্ন দাম পাওয়া যায়। সে দামই হলো পূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারিত দাম। এ দামে বিক্রেতারা যে পরিমাণ বিক্রয় করতে চায়, ক্রেতারাও সেই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে আগ্রহী থাকে। এ বাজারে উপকরণের অবাধ বিচরণ থাকে। এছাড়া বাজারে উৎপাদন, দাম নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাইরের বা সরকারি প্রভাব থাকে না।

উদ্দীপকে 'ক' বাজারে অসংখ্য ক্রেতা-বিক্রেতা, সমজাতীয় দ্রব্য, উপকরণের পূর্ণ গতিশীলতা, ফার্মের অবাধ প্রবেশ লক্ষ করা যায়। এসব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, 'ক' পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে 'খ' একচেটিয়া বাজার। এ বাজারে ভোক্তার স্বাধীনতা থাকে না।

একচেটিয়া বাজারে কোনো একটি ফার্ম কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করে অসংখ্য ক্রেতাকে যোগান দেয়। উৎপাদক বা বিক্রেতাই পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো নতুন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করতে পারে না।

উদ্দীপকে 'খ' বাজারে বিক্রেতা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে, নিকট পরিবর্তক দ্রব্য নেই, নতুন ফার্মের প্রবেশ বন্ধ, সর্বাধিক মুনাফা অর্জন উল্লেখ করা হয়েছে। যা একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়। এ বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকলেও অসংখ্য ক্রেতা থাকে। এখানে নতুন নতুন ফার্ম না থাকায় যেকোনো একটি দ্রব্যের নিকট বিকল্প দ্রব্য থাকে না। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসায়ী তার পণ্যের দাম ইচ্ছামতো নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে সমজাতীয় বা বিকল্প দ্রব্য না পাওয়ায় ক্রেতা বাধ্য হয়ে নির্ধারিত দামেই দ্রব্য কিনে থাকে।

একচেটিয়া বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশের সুযোগ নেই। নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে গেলে একচেটিয়া ফার্ম-পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে নতুন ফার্ম সম্ভাব্য লোকসানের আশঙ্কায় বাজারে প্রবেশ করে না। এর ফলে ক্রেতাসাধারণ ইচ্ছা করলেও অন্য কোনো দ্রব্য ব্যবহার বা ভোগের সুযোগ পায় না। তাই একচেটিয়া বাজার অন্য কোনো ফার্মের সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হয়েই বেশি মুনাফা অর্জন করে।

সুতরাং বলা যায়, 'খ' বাজারে ভোক্তার স্বাধীনতা নেই বললেই চলে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ সাকিব একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। যা আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও জনগণকে ঋণ দিতে পারে না। রাকিব একই ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজ করলেও তা জনগণের অর্থ জমা রাখে এবং ঋণ প্রদান করে অধিক মুনাফা অর্জন করে।

ক. কাগজি মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. নিকাশঘর বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সাকিবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাকিবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কি ধরনের ভূমিকা রাখছে– মূল্যায়ন কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয় তাকে কাগজি মুদ্রা বা নোট বলে ।

খ নিকাশ ঘর বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে বুঝায়। দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার আদান প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ লেনদেনের নিকাশ ঘর হিসেবে পারস্পরিক দেনা পাওনার হিসাব পরিশোধ করে।

গ সাকিবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারে অভিভাবক হিসেবে এ ব্যাংক নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, আন্তঃব্যাংকের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি, অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে সাকিব একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। যা আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও জনগণকে ঋণ দিতে পারে না। এসব বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে মিল রয়েছে। এটি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ তদারকি করে। অন্যান্য ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটে পড়লে এ ব্যাংক ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে। এসব কার্যক্রমের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মিল আছে। সুতরাং, সাকিব যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ রাকিবের আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি তথা বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদানুযায়ী ঋণ প্রদান করে। এ ব্যাংক আমানতকারীর জমাকৃত অর্থের ওপর কম হারে সুদ প্রদান করে। জনগণও প্রয়োজনে সেখান থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারে। এ ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ আমানতকারীর চলতি চাহিদা মেটানোর জন্য গচ্ছিত রেখে বাকি অর্থ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক গ্রাহকদের প্রয়োজনে অর্থ দ্রুত স্থানান্তর করে। যেমন– চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক, টেলিগ্রাম ইত্যাদি।

জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র, যেমন– দলিলপত্রাদি ও মূল্যবান অলংকার ইত্যাদি নিরাপদে লকারে জমা রাখে। বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, মেয়াদি ঋণপত্র (Debenture) ও সরকারি বন্ড ক্রয়-বিক্রয়ে সহায়তা করে। সম্পত্তি দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ও প্রদানের ব্যবস্থাপূর্বক অছির দায়িত্ব পালন করে। গ্রাহকদের স্বার্থে আর্থিক সচ্ছলতার সনদপত্র প্রদান করে ও গোপনীয়তা রক্ষা করে। গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে চেক, বিনিময় বিল, বাড়িভাড়া, আয়কর, বীমার প্রিমিয়াম এবং বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রদান করে।

উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▶ ০৭ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

A ↓		B ↓		
খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা		ধান	মাংস	কাঠ
		পাট	ডিম	মধু

ক. নিট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
খ. দ্বৈত গণনা সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের 'A' অংশ GDP পরিমাপের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'B' অংশে বাংলাদেশের GDP পরিমাপের কোন খাতকে নির্দেশ করে– তা চিহ্নিত করে GDP তে এর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে, তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

খ জাতীয় আয় হিসাব করার সময় একই দ্রব্য একাধিকবার গণনা করলে তাকে দ্বৈত গণনা সমস্যা বলে।

জাতীয় আয় গণনার সময় মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে দ্বৈত গণনা সমস্যার সৃষ্টি হয়। দ্বৈত গণনা সমস্যা পরিহার করার জন্য জাতীয় আয় গণনার সময় মধ্যবর্তী দ্রব্য ও সেবা বাদ দেওয়া হয়। শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের মধ্যেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

গ উদ্দীপকের 'A' অংশ GDP পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে।

আয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো একটি অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টি। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব একটি দেশ কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয়ের (যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফা) যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলা হয়। অর্থাৎ $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। যেখানে r, w, i ও π হলো যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা; $\sum$ সমষ্টি।

সুতরাং উদ্দীপকের ছকে 'A' দ্বারা (খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা) জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিটিই নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের 'B' অংশ বাংলাদেশের GDP পরিমাপের কৃষি খাতকে নির্দেশ করে। GDP তে এ খাতের অবদান অপরিসীম।

কৃষি ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য–উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত। কৃষি দেশজ

উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশে GDP গণনা করতে এ খাতকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়। যথা– ক. শস্য ও শাকসবজি, খ. প্রাণিসম্পদ, গ. বনজ সম্পদ।

উদ্দীপকের B অংশে ধান, মাংস, কাঠ, পাট, ডিম, মধু তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত। দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৯-২০ সালে শস্য ও শাকসবজি খাতে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১,৮৩,০১৯ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ সালে ১,৯৯,৬৩১ কোটি টাকা। প্রাণিসম্পদ উপখাতে ২০১৯-২০ সালে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৬,৬৭৩ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ সালে ৬৩,২৯৩ কোটি টাকা। এছাড়া বনজ সম্পদ ২০১৯-২০ সালে দেশজ উৎপাদন ছিল ৩৫,৪৯০ কোটি টাকা এবং ২০২০-২১ সালে ৫৫,৯১৬ কোটি টাকা। তাই বলা যায়, কৃষিখাত আমাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▸ ০৮ **নিচে একজন ভোক্তার উপযোগ সূচি দেয়া হলো :**

দ্রব্যের একক	প্রান্তিক উপযোগ (টাকা)
১ম	৪
২য়	৩
৩য়	২
৪র্থ	১
৫ম	০
৬ষ্ঠ	–১

ক. ভোগ কাকে বলে? ১
খ. 'উপযোগ একটি মানসিক ধারণা'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উপরের ছক হতে মোট উপযোগ সূচি তৈরি কর। ৩
ঘ. উপরিউক্ত ছকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কার্যকর হয়েছে কী? ব্যাখ্যা কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।

খ একটি দ্রব্যের উপযোগ বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন রকম হয় বলে উপযোগকে একটি মানসিক ধারণা বলা হয়।

একেকরকম দ্রব্যের উপযোগ একেকরকম। আবার একই দ্রব্যের উপযোগ মানুষভেদে ভিন্ন হয়। যেমন– যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে চা খেতে পছন্দ করে, তার কাছে চায়ের উপযোগ অনেক। অন্যদের কাছে চায়ের তত উপযোগ না-ও থাকতে পারে। তাই উপযোগ একটি মানসিক ধারণা।

গ উপরের সূচি হতে মোট উপযোগ সূচি তৈরি করা হলো–

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	৪	৪
২য়	৪ + ৩ = ৭	৩
৩য়	৭ + ২ = ৯	২
৪র্থ	৯ + ১ = ১০	১
৫ম	১০ + ০ = ১০	০
৬ষ্ঠ	১০ – ১ = ৯	–১

সূচিতে দেখা যায়, ১ম একক দ্রব্য ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট ও প্রান্তিক উপযোগ ৪ টাকা, ২য় একক দ্রব্য ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ৩ টাকা কিন্তু মোট উপযোগ (১ম + ২য়) (৪ + ৩) = ৭ টাকা। ৩য় একক দ্রব্য ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ২ টাকা কিন্তু মোট উপযোগ (৭ + ২) = ৯ টাকা। ৪র্থ একক দ্রব্য ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ১ টাকা কিন্তু মোট উপযোগ (৯ + ১) = ১০ টাকা। ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক দ্রব ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ০ ও -১ কিন্তু মোট উপযোগ যথাক্রমে (১০ + ০) = ১০ টাকা ও (১০ - ১) = ৯ টাকা।

ঘ হ্যাঁ, উপরিউক্ত ছকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হয়েছে।

একই জিনিস বারবার ভোগ করলে অতিরিক্ত এককের উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। অর্থাৎ ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে, তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত কমে যেতে থাকে। ভোগের মোট পরিমাণ বাড়ার ফলে প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার এ প্রবণতাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

প্রদত্ত সূচিতে দেখা যায়, ১ম একক দ্রব্য থেকে প্রান্তিক উপযোগ হয় ৪ টাকা। এভাবে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক দ্রব্য থেকে প্রান্তিক উপযোগ হয় যথাক্রমে ৩, ২, ১, ০ ও –১ টাকা। এখানে দেখা যাচ্ছে, ভোগ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমে যাচ্ছে। ৬ষ্ঠ একক ভোগের ক্ষেত্রে তা ঋণাত্মকও হচ্ছে। সুতরাং, উক্ত সূচিতে ভোগের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে প্রান্তিক উপযোগ কমার প্রবণতা রয়েছে। এভাবে সূচিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির চিত্র ফুটে উঠেছে।

সুতরাং বলা যায়, ছকে কমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ করিম একজন গরিব চাষি। কৃষি কাজই তার একমাত্র পেশা। সারা বছর কৃষি কাজ না থাকায় সে কিছু সময় বেকার থাকে। তার দেশের জাতীয় আয়ের একটি বড় অংশ কৃষি খাত থেকে আসে। কিন্তু সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার ফলে দেশটির উন্নয়ন সন্তোষজনক নয় এবং মাথাপিছু আয় কম।

ক. NGO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র বলতে কী বোঝায়? ২
গ. করিমের বেকারত্বের ধরন উল্লেখ করে– বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. করিমের দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? আলোচনা কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক NGO এর পূর্ণরূপ Non-Government Organization.

খ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি অনুন্নত দেশের অনুন্নয়নের জন্য দায়ী কারণগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে।

অনুন্নত দেশে উৎপাদন কম হয় বলে জনগণের মাথাপিছু আয় কম। ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা তথা চাহিদা কমে যায়। এতে বিনিয়োগ প্রবণতা হ্রাস পায়, যার কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না। এরূপ মূলধন স্বল্পতার কারণে উৎপাদনও কম হয়। এভাবে এ কারণগুলো পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হতে থাকে, যা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র নামে পরিচিত।

গ করিমের বেকরাত্বকে মৌসুমি বেকারত্ব বলা হয়।

প্রাকৃতিক কারণে বছরের কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে কর্মহীন থাকাকে মৌসুমি বেকারত্ব বলা হয়। ফসল বপন ও কর্তনের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময়ে গ্রামীণ শ্রমিকের কোনো কাজ থাকে না। অর্থাৎ বছরের যে সময় কৃষি শ্রমিক কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, সে সময়ের জন্য ঐ শ্রমিককে মৌসুমি বেকার বলে।

উদ্দীপকে করিম একজন গরিব চাষি। কৃষি কাজই তার একমাত্র পেশা। সারা বছর কৃষি কাজ না থাকায় সে কিছু সময় বেকার থাকে। এক্ষেত্রে সে মৌসুমি বেকারত্বের শিকার হয়। তাই করিমের বেকারত্বকে মৌসুমি বেকারত্ব বলা হয়।

ঘ উদ্দীপকের করিমের অবস্থানকৃত অনুন্নত দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে অব্যাহতভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি।

অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি সাধারণত স্থবির হয়। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে এসব দেশের অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে সেখানে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে এক সময় দেশটি উন্নত দেশের সম পর্যায়ে উন্নীত হবে।

উদ্দীপকের করিমের দেশটিতে এ অবস্থায় সম্পদ ও মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য সুপরিকল্পিত কর্মসূচি নিতে হবে। শিল্পায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ মূলধন সংগ্রহের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। শিল্পের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া জনসংখ্যাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। আর এভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে করিমের দেশটি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

অতএব বলা যায়, উপরের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে করিমের দেশটি এর বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▸ ১০

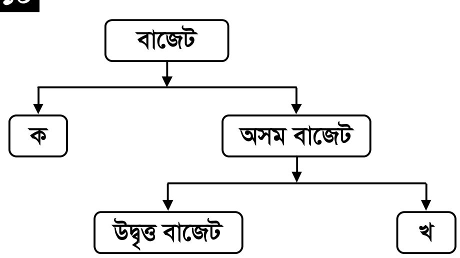

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. আবগারি শুল্ক বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' বাজেটটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কী মনে কর 'খ' বাজেটটি উন্নয়নশীল দেশে একটি স্বাভাবিক ঘটনা– বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণসংক্রান্ত বিষয়াবলি আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে আবগারি শুল্ক বলা হয়। বাংলাদেশে প্রধানত চা, সিগারেট, চিনি, তামাক, কেরোসিন, ওষুধ, স্পিরিট, দিয়াশলাই প্রভৃতি দ্রব্যের ওপর আবগারি শুল্ক ধার্য করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'ক' বাজেটটি সুষম বাজেট।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। এ বাজেটে আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে, যার ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর করতে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে এটি সহায়ক নয়।

উদ্দীপকের 'ক' দেশের বাজেটে (মোট আয় = মোট ব্যয়) = ০। অর্থাৎ দেশটির প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান। আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ সমান হওয়াতে দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

তাই বলা যায়, 'ক' বাজেটটি সুষম বাজেট।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি 'খ' বাজেটটি তথা ঘাটতি বাজেট উন্নয়নশীল দেশে একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলা হয়। সাধারণত উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নের গতি বজায় রাখতে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়।

উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাবে উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় ঘাটতি বাজেট ও সরকারি ঋণ গ্রহণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। ঘাটতি বাজেট প্রণীত হলে মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। তবে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না, বরং উৎপাদন বাড়ায়। তাই উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি বজায় রাখার লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশে ঘাটতি বাজেট একটি স্বাভাবিক ঘটনা।

প্রশ্ন ▸ ১১ সিলেটের নাইজুল সাহেব বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, মোড়া, পাটি, মাদুরসহ হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করেন। এ কাজে বাড়ির সকলে তাকে সহযোগিতা করেন। তাঁর তৈরি দ্রব্যের চাহিদা দেশে-বিদেশে ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. শিল্প কাকে বলে? ১
খ. EPZ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. নাইজুল সাহেবের শিল্পটি কোন ধরনের? বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাতসহ শিল্প খাতের আর কোন কোন উপখাত উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব? মতামত দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুতপ্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

খ EPZ (Export Processing Zone) হচ্ছে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। কর্মসংস্থান ও রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে ইপিজেডগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশের শিল্প খাতকে এগিয়ে নেওয়াই এর লক্ষ্য। বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী EPZ।

গ উদ্দীপকে নাইজুল সাহেবের শিল্পটি কুটির শিল্প।
স্বল্প মূলধন ও নিজস্ব কারিগরি জ্ঞানের সাহায্যে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত শিল্পই হলো কুটির শিল্প। এ শিল্পে সাধারণত পরিবারের লোকজনের পুঁজি ও শ্রম ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এ শিল্পের আয়তন খুব ছোটো হয়। যেমন: রেশম শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, পিতল ও কাঁসা শিল্প, তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি।
উদ্দীপকে সিলেটের নাইজুল সাহেব বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, মোড়া, পাটি, মাদুরসহ হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করেন। তার তৈরি দ্রব্যের চাহিদা দেশে-বিদেশে ব্যাপক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব দ্রব্য সে তার নিজের ঘরে পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতায় তৈরি করছে। সুতরাং বলা যায়, নাইজুল সাহেবের শিল্পটি কুটির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ নাইজুলের প্রতিষ্ঠানটি শিল্প খাতের অন্তর্গত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উক্ত খাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিল্প হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করা হয়। শিল্প হলো অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। খণিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ খাতগুলোর সমন্বয়ে শিল্প খাত গঠিত।

উদ্দীপকের নাইজুলের প্রতিষ্ঠানটি শিল্প খাতের ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতের অন্তর্ভুক্ত। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৪.৯৪ শতাংশ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৬.০১ শতাংশ। সার্বিক শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধির হার ২৩.৩৬ শতাংশ। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলো হলো– বস্ত্রশিল্প, চিনি, সার, সিমেন্ট, পাট, কাগজ, চামড়া, পোশাক, সিগারেট, প্লাস্টিক ইত্যাদি। আবার দিয়াশলাই, সাবান, প্রসাধনী প্রভৃতি হলো ক্ষুদ্রায়ন শিল্প। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণখাতে প্রবৃদ্ধি হার বাড়ছে। আবার বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি পর্যাপ্ত থাকায় শিল্পকারখানায় উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।
সুতরাং সার্বিক শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় আয়, মাথাপিছু শিল্প খাতের এ প্রবৃদ্ধি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

যশোর বোর্ড–২০২৪

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 4 1**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. শারীরিক যোগ্যতা কোন ধরনের সম্পদ?
ক প্রাকৃতিক খ উৎপাদিত গ মানবিক ঘ সমষ্টি

২. অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য কী?
ক মানুষের কল্যাণ সাধন করা খ চাষাবাদ
গ সম্পদ আহরণ ঘ ঘরবাড়ি স্থাপন

৩. আয় ও ভোগের মধ্যে পার্থক্যকে বলা হয় –
ক মূলধন খ বিনিয়োগ গ সুদ ঘ সঞ্চয়

৪. চুনাপাথর ব্যবহৃত হয় –
i. কাচ তৈরিতে ii. সাবান তৈরিতে iii. বাসনপত্র তৈরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

৫. আমাদের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

৬. উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন পরিমাপের জন্য অর্থনীতিকে মোট কয়টি খাতে বিভক্ত করা হয়?
ক ১২ খ ১৩ গ ১৪ ঘ ১৫

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাকিব ১ কেজি পেয়ারা কিনল। রাকিবের পেয়ারার উপযোগ সূচি নিম্নরূপ :

দ্রব্যের একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১	১০	১০
২	১৫	৫
৩	১৯	☐

৭. রাকিবের তৃতীয় পেয়ারার প্রান্তিক উপযোগ কত?
ক ২ টাকা খ ৩ টাকা গ ৪ টাকা ঘ ৫ টাাক

৮. রাকিবের আচরণ দ্বারা বুঝায়—
i. স্বাভাবিক অবস্থা ii. পেয়ারার প্রতি আকর্ষণ অপরিবর্তিত
iii. পেয়ারার প্রতি প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে কমেছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপকরণ হলো –
ক শ্রম খ মূলধন গ ভূমি ঘ শ্রমিক

১০. গড় উৎপাদন = ?
ক $\frac{\text{মোট খরচ}}{\text{মোট উৎপাদন}}$ খ $\frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট খরচ}}$ গ $\frac{\text{মোট উপকরণ}}{\text{মোট উৎপাদন}}$ ঘ $\frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$

১১. আমাদের দেশে কোন অর্থবছর থেকে VAT চালু হয়?
ক ১৯৮৫-৮৬ খ ১৯৮৭-৮৮ গ ১৯৯১-৯২ ঘ ১৯৯৩-৯৪

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২ ও ১৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নয়ন ও সালাম বছরের কিছু সময় কৃষি কাজে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু বাকি সময় তারা কোনো কাজ পায় না।

১২. নয়ন ও সালামের মতো লোকদেরকে কৃষিক্ষেত্রে বলা হয়–
ক স্থায়ী বেকার খ সাময়িক বেকার গ মৌসুমি বেকার ঘ প্রচ্ছন্ন বেকার

১৩. উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন –
i. শিল্প খাতে শ্রমিকের নিয়োগ ii. বছরে একাধিক ফসল উৎপাদন
iii. কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানো
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৪. নিট রপ্তানি কী?
ক রপ্তানি + আমদানি খ রপ্তানি – আমদানি
গ আমদানি – রপ্তানি ঘ রপ্তানি + আমদানি + শুল্ক

১৫. নিচের কোনটি মূল্যবান বৃক্ষ?
ক বাঁশ খ শিমুল গ চাপা ঘ গরান

১৬. অনুন্নত দেশের বেশির ভাগ মানুষ কোথায় বাস করে?
ক শহরে খ গ্রামে গ বস্তিতে ঘ নদীর ধারে

১৭. সবজি, মাছ এবং দুধ কোন শ্রেণির বাজার?
ক দীর্ঘকালীন বাজার খ অতিদীর্ঘকালীন কাজার
গ স্বল্পকালীন বাজার ঘ অতি স্বল্পকালীন বাজার

১৮. মুনাফাবিহীন আমানত হিসাবে কোনটিকে গণ্য করা হয়?
ক চলতি খ সঞ্চয়ী গ স্থায়ী ঘ ডিপিএস

১৯. জাহিদ একজন শিল্প উদ্যোক্তা। তিনি এ বছর শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তার পুরস্কার পেয়েছেন। এক্ষেত্রে সংগঠক হিসেবে তিনি—
i. উপাদান সংগ্রহ করেন ii. সকল কাজের তদারকি করেন
iii. দক্ষতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. কোনটি বৃহৎ শিল্প?
ক সাবান খ রেশম গ বস্ত্র ঘ প্লাস্টিক

২১. অর্থের কাজ কয়টি?
ক ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৫

২২. বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎসসমূহ হলো —
i. জনস্বাস্থ্য ii. মূল্য সংযোজন কর iii. প্রাশাসনিক ফি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. কোনটি বিশেষায়িত ব্যাংক?
ক সোনালী ব্যাংক খ রূপালী ব্যাংক
গ জনতা ব্যাংক ঘ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

২৪. নিচের কোনটি সঠিক?
ক CCA = GNI + NNI খ CCA = GNI – NNI
গ CCA = NNI – GNI ঘ CCA = NNI + GNI

২৫. কাগজ দ্বারা যে সব মুদ্রা তৈরি করা হয় তাকে কী বলে?
ক ধাতব মুদ্রা খ কাগজি মুদ্রা গ প্রামাণিক মুদ্রা ঘ প্রতিক মুদ্রা

২৬. বাণিজ্যবাদের উদ্ভব ঘটে কোথায়?
ক ইংল্যান্ড খ জার্মানী গ আমেরিকা ঘ অস্ট্রিয়া

২৭. কোন ব্যাংককে 'নিকাশঘর' বলা হয়?
ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ কৃষি ব্যাংক ঘ গ্রামীণ ব্যাংক

২৮. GNP এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ক Gross National Product খ Grooss National Product
গ Grosse Net Product ঘ National Gross Product

২৯. বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো—
ক ঋণদান খ আমানত গ্রহণ
গ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি ঘ অর্থ স্থানান্তর

৩০. চাহিদা সূচির অপর নাম হলো—
ক প্রান্তিক চাহিদা খ চাহিদা ছক গ চাহিদা তালিকা ঘ যোগান রেখা

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড–২০২৪
অর্থনীতি (সৃজনশীল)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট — পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১।

দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি)	যোগানের পরিমাণ (কেজি)
১০	৭০	৬০
২০	৬৫	৬৫
৩০	৬০	৭০

সূচি : ধানের চাহিদা ও যোগানের সূচি

(ক) উপযোগ কী? ১
(খ) চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বিবেচনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উপরের সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের সূচির তথ্য ব্যবহার করে চিত্রের সাহায্যে বাজার ভারসাম্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২। আবুল কালাম লেখা-পড়া শেষ করে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ব্যবসা শুরু করতে চাইলে জানতে পারেন তার দেশে নিজ উদ্যোগে ব্যবসা করার সুযোগ নেই। তাই তিনি 'Y' নামক দেশে গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। যেখানে সরকারি মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসা করার সুযোগ রয়েছে। তবে একচেটিয়া অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই।
(ক) অ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম লেখ। ১
(খ) মানুষকে অভাব বাছাই করতে হয় কেন? ২
(গ) আবুল কালামের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিরাজমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

৩। নিচের টেবিল দুইটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

টেবিল-A	টেবিল-B
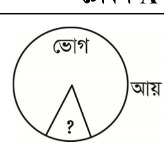	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি পাওয়া যায়। এরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(ক) সম্পদ কাকে বলে? ১
(খ) "নদীর পানি" কে অবাধলভ্য দ্রব্য বলা হয় কেন? ২
(গ) ট্রেবিল-A এর '?' স্থানে কোনটি বসবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) টেবিল-B বর্ণিত সম্পদটি কীভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে? তোমার মতামত দাও। ৪

৪।

কমলার একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	১০	১০
২য়	১৩	৩
৩য়	১৫	২
৪র্থ	১৬	১
৫ম	১৬	০

দৃশ্যপট-১

দৃশ্যপট-২

(ক) ভারসাম্য দাম কাকে বলে? ১
(খ) যোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) সূচি থেকে দৃশ্যপট-১ এর তথ্য ব্যবহার করে একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত বিধিটি কি সবসময় কার্যকর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫।

Q	TP	AP	MP
১	৮	৮	৮
২	২০	১০	১২
৩	৩০	১০	১০
৪	৩৬	৯	৬
৫	৪০	৮	৪
৬	৪২	৭	২
৭	৪২	৬	০
৮	৪০	৫	– ২

(ক) স্থানগত উপযোগ কাকে বলে? ১
(খ) সংগঠনকে সমন্বয়কারী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে চিত্রের সাহায্যে AP ও MP-এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। **প্রেক্ষপট-১ :** জনাব আকমল তার মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ৩০ কেজি দুধ ক্রয় করলেন। তিনি লক্ষ করলেন "বাজারে দুধ না থাকায় অনেক ক্রেতা দুধ ক্রয় করতে পারছেন না।"
প্রেক্ষপট-২ : ক বাজারে উৎপাদিত পণ্যগুলো নিম্নরূপ :

ক বাজার
সাবান
তৈল
চানাচুর

(ক) অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে? ১
(খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজারে উপকরণের দাম সর্বত্র সমান থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) প্রেক্ষপট-১ এর নির্দেশিত বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-২ এ নির্দেশিত বাজারে দাম বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। **দৃশ্যকল্প-১ :** আবদুর রহমান বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি জীবিকার প্রয়োজনে এবং উন্নত জীবনযাপনের প্রত্যাশায় ইউরোপের একটি দেশে পাড়ি জমালেন। প্রতি মাসে তিনি তার বাবার কাছে কিছু টাকা রেমিট্যান্স হিসেবে প্রেরণ করেন।

দৃশ্যকল্প-১ : দশম শ্রেণির ছাত্র জসীম নিম্নোক্ত উপায়ে তার দেশের GDP নির্ণয় করে :

ভোগ ব্যয়	=	৫,০০০	কোটি	টাকা
বিনিয়োগ ব্যয়	=	৬,০০০	"	"
যুদ্ধকালীন ঋণের সুদ	=	৫০	"	"
মূলধনী আয়	=	১০০	"	"
হস্তান্তর পাওনা	=	১০	"	"
মোট : GDP	=	১১,১৬০		

(ক) মাথাপিছু GDP নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১

(খ) প্রযুক্তি কীভাবে মোট দেশজ উৎপাদনকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) দৃশ্যকল্প-১ এ আবদুর রহমানের প্রেরিত রেমিট্যান্স জাতীয় আয়ের কোন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) দৃশ্যকল্প-২ এ জসীম কর্তৃক নির্ণীত GDP'র মান কি সঠিক? গাণিতিক যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৮।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	বিবরণ
X	* ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশবলে প্রতিষ্ঠিত। * স্বল্প মেয়াদি ঋণ পরিশোধের জন্য সাধারণত ১৮ মাসের সময় দিয়ে থাকে।
Y	* তিন উপায়ে আমানত গ্রহণ করে। * আমানতের নিরাপত্তা প্রদান করে।

(ক) প্রামাণিক মুদ্রা কাকে বলে? ১

(খ) ৫০ টাকার নোটকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয় কেন? ২

(গ) উদ্দীপকে 'X' দ্বারা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) 'Y' আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তিন ধরনের আমানতের বিপরীতে তিন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৯। **সূচি-ক :** 'ক' দেশের জাতীয় আয়ে কৃষি খঅতের অবদান :

খাত/উপখাত	২০১৭–১৮ (%)	২০১৮–১৯ (%)
শস্য ও শাকসবজি	৭.৫১	৭.০৫
প্রাণিজ	১.৫৩	১.৪৭
বনজ	১.৬২	১.৫৮
মৎস্য	৩.৫৬	৩.৫০

সূচি-খ : 'ক' দেশের আর্থিক খাতের বিবরণ :

আমদানি ব্যয়	৫৩৫০ কোটি টাকা
রপ্তানি আয়	৩৭০০ কোটি টাকা

(ক) সেবা কাকে বলে? ১

(খ) EPZ কীভাবে বেকারত্ব নিরসনে ভূমিকা রাখবে? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) সূচি-ক হতে ২০১৮–১৯ সালের কৃষি খাতের অবদানের লম্বচিত্র অঙ্কন কর। ৩

(ঘ) সূচি-খ দ্বারা অর্থনীতির যে সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে তা দূরীকরণের উপর আলোচনা কর। ৪

১০। সাহেলা ও রাহেলা দুটি ভিন্ন দেশে বসবাস করে। তারা ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে তাদের তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। কথোপকথনের সময় সাহেলা জানায় যে তাদের দেশের জনগণের আয় খুব কম, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে এবং অদক্ষ হওয়ায় নারীদের কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ নেই। রাহেলা প্রত্যুত্তরে জানায় যে তাদের দেশের জনগণের আয় বেশি, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং দক্ষ নারী কর্মীর সংখ্যা বেশি। রাহেলা আরো জানায় যে সাহেলাদের দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় হলো নিম্ন আয়।

(ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১

(খ) "দক্ষ জনশক্তি হলো উন্নয়নের পূর্বশর্ত"– ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলাদের দেশটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "সাহেলাদের দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় নিম্ন আয়"– তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। যা সরকার বিভিন্ন উৎস হতে সংগ্রহ করে। সরকারি আয়ের কয়েকটি খাত হলো– আয় কর, টোল ও লেভি, প্রশাসনিক ফি, স্ট্যাম্প বিক্রয়, VAT, ভাড়া ও ইজারা, আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক, লভ্যাংশ ও মুনাফা, ডাক বিভাগ এবং সেবা বাবদ প্রাপ্তি। অন্যদিকে সরকারকে আয়কৃত অর্থ বিভিন্নখাতে ব্যয় করতে হয়। সাধারণত একটি উন্নয়নশীল দেশের বাজেট পেশ করার সময় আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়।

(ক) বাজেট কাকে বলে? ১

(খ) চলতি বাজেট ও মূলধনী বাজেটের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ। ২

(গ) উদ্দীপক হতে কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের একটি তালিকা প্রস্তুত কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত শেষ লাইনটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	M	২	K	৩	N	৪	N	৫	M	৬	N	৭	M	৮	L	৯	M	১০	N	১১	M	১২	M	১৩	N	১৪	L	১৫	N
	১৬	L	১৭	N	১৮	K	১৯	N	২০	M	২১	M	২২	M	২৩	N	২৪	L	২৫	L	২৬	K	২৭	K	২৮	K	২৯	L	৩০	M

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১

দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি)	যোগানের পরিমাণ (কেজি)
১০	৭০	৬০
২০	৬৫	৬৫
৩০	৬০	৭০

সূচি : ধানের চাহিদা ও যোগানের সূচি

ক. উপযোগ কী? ১

খ. চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বিবেচনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উপরের সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সূচির তথ্য ব্যবহার করে চিত্রের সাহায্যে বাজার ভারসাম্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত হলে চাহিদা বিধি অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাই চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বিবেচনা করা হয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে ইত্যাদি।

গ উপরের চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–

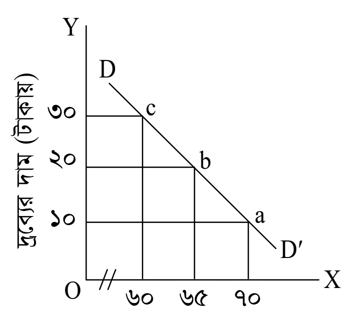

চাহিদার পরিমাণ (একক)

চিত্র : চাহিদা রেখা

উপরের চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চাহিদা সূচি অনুযায়ী প্রতি একক দ্রব্যের দাম ১০ টাকা, ২০ টাকা ও ৩০ টাকা হলে তার চাহিদা হয় যথাক্রমে ৬০ একক, ৬৫ একক ও ৭০ একক। এখন দাম ও চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD′ রেখাটি পাওয়া যায়। যা চাহিদা রেখা হিসেবে পরিচিত। এখানে দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে ও দাম বাড়লে চাহিদা কমে। দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্কের কারণে চাহিদা রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী।

ঘ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী রেখাচিত্র অঙ্কন করে বাজার ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

যে দামে চাহিদা ও যোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।

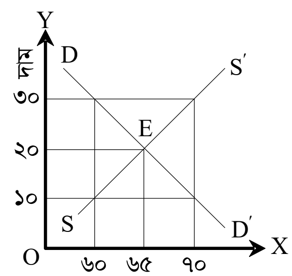

চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ

চিত্র : বাজার ভারসাম্য

চিত্রে DD′ ও SS′ হলো যথাক্রমে বিবেচ্য চাহিদা ও যোগান রেখা। প্রথম অবস্থায় দ্রব্যের দাম ১০ টাকা হলে এর চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৭০ একক ও ৬০ একক। এখানে চাহিদার পরিমাণ বেশি কিন্তু দ্রব্যের যোগান কম। তাই এক্ষেত্রে দাম বাড়বে। আবার, দাম যখন ৩০ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০ একক ও ৭০ একক। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি। তাই, এক্ষেত্রে দাম কমবে। কিন্তু দাম যখন ২০ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ একই অর্থাৎ ৬৫ একক যা E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হওয়ায় E বিন্দুতে বাজার ভারসাম্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২০ টাকা ও ৬৫ একক।

প্রশ্ন ▶ ০২ আবুল কালাম লেখা-পড়া শেষ করে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ব্যবসা শুরু করতে চাইলে জানতে পারেন তার দেশে নিজ উদ্যোগে ব্যবসা করার সুযোগ নেই। তাই তিনি 'Y' নামক দেশে গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। যেখানে সরকারি মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসা করার সুযোগ রয়েছে। তবে একচেটিয়া অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই।

ক. অ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম লেখ। ১

খ. মানুষকে অভাব বাছাই করতে হয় কেন? ২

গ. আবুল কালামের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিরাজমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Y' দেশের অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যাডাম স্মিথের বিখ্যাত বইটির নাম হলো "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations."

খ মানুষের অভাব অসীম কিন্তু সম্পদ সীমাবদ্ধ। আর সম্পদের সীমাবদ্ধ বা স্বল্পতার কারণে মানুষকে অভাব বাছাই বা নির্বাচন করতে হয়।

অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা দুটি হলো মানুষের অভাব অসীম ও সম্পদ সীমিত। সম্পদ সীমিত হওয়ার দরুণ মানুষ সব অভাব একত্রে পূরণ করতে পারে না। তখন মানুষ অসংখ্য অভাব হতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অভাব বাছাই করে এবং তা সর্বপ্রথম পূরণ করে।

গ আবুল কালামের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান বা বিরাজমান। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রায় সব শিল্প-কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার এবং সেগুলো সরকারি বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার নির্ধারিত দামে দ্রব্যাদি ভোগ করে। কোনো ভোক্তা চাইলেই নিজের খুশিমতো অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না।
উদ্দীপকে আবুল কালাম লেখা-পড়া শেষ করে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু ব্যবসা শুরু করতে চাইলে জানতে পারেন তার দেশে নিজ উদ্যোগে ব্যবসা করার সুযোগ নেই। যা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি উদ্যোগে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে না বরং সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে দেশের উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়। তাই বলা যায়, আবুল কালামের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিরাজমান।

ঘ Y দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান । এর সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে বলে আমি মনে করি।
মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ সম্মিলিত ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। তবে সরকার প্রয়োজনানুসারে যেকোনো দ্রব্যের দামের ওপর প্রভাব বিস্তার, উৎপাদন কিংবা ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
উদ্দীপকের মি. Y যে দেশে বাস করে সেখানে ভোক্তা ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এটি মিশ্র অর্থব্যবস্থারই উদাহরণ যাতে সম্পদের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের মালিকানা স্বীকৃত। বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থাও একই ধরনের। এ দেশে বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড; যেমন– উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ ইত্যাদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। পাশাপাশি বাংলাদেশে কিছু মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে থাকে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কিছু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণও আছে।
উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, Y দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৩ নিচের টেবিল দুইটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

টেবিল-A	টেবিল-B
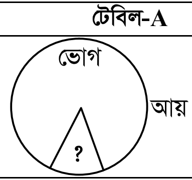	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি পাওয়া যায়। এরা পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ক. সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. "নদীর পানি" কে অবাধলভ্য দ্রব্য বলা হয় কেন? ২
গ. টেবিল-A এর '?' স্থানে কোনটি বসবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. টেবিল-B বর্ণিত সম্পদটি কীভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে? তোমার মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্যের উপযোগ আছে, যোগান সীমাবদ্ধ এবং বিক্রয়যোগ্য সেসব দ্রব্যকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলে।

খ নদীর পানি অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান সীমাহীন। একারণে নদীর পানিকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলা হয়।
যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্য প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান থাকে সীমাহীন। যেমন– আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

গ টেবিল -A এর "?" স্থানে সঞ্চয় বসবে।
মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)

$$= 10000 - 9000$$
$$= 1000$$

এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়। আয় সঞ্চয় তো ভোগের সমষ্টিকে একটি পাই চার্টের সাহায্যে দেখানো যায়।

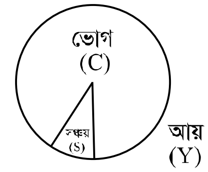

ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে মূলত আয়ের পরিমাণ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দূরদৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুদের হারের উপর।

ঘ টেবিল 'B' এর প্রাণিজ সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে।
বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে গোরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ, প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদ-নদী, বিল, হাওর, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়। এ ধরনের সম্পদ আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। চামড়াশিল্পের কাঁচামালের যোগান দেয়। এ সম্পদ রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক।
বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, হাওড় ও সাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এদেরকে আবার ২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন– মিঠা পানির মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য। মিঠা পানির মৎস্য হলো রুই, চিতল, কই, শিং, মাগুর ইত্যাদি এবং সামুদ্রিক মৎস্য হলো রুপচাঁদা, ভেটকি, লইট্যা ইত্যাদি। সম্প্রতি মৎস্য খাতে উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার মৎস্য খাতে একটি পৃথক খাতের মর্যাদা প্রদান করেছেন। ২০১৬–১৭ অর্থবছরে GDP-তে এ উপখাতের অবদান ৩.৬১%, ২০১৭–১৮ অর্থবছরে ছিল ৩.৫৬%, ২০১৮–১৯ অর্থবছরে ৩.৫০% ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.৪২%। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাপক হারে হিমায়িত চিংড়ি, অন্যান্য মাছ এবং মাছজাত পণ্য রপ্তানি করে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▸ ০৪

কমলার একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	১০	১০
২য়	১৩	৩
৩য়	১৫	২
৪র্থ	১৬	১
৫ম	১৬	০

দৃশ্যপট-১

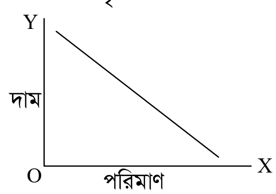

দৃশ্যপট-২

ক. ভারসাম্য দাম কাকে বলে? ১

খ. যোগান রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সূচি থেকে দৃশ্যপট-১ এর তথ্য ব্যবহার করে একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত বিধিটি কি সবসময় কার্যকর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে।

খ দামের সাথে যোগানের সমমুখী সম্পর্কের কারণে যোগান রেখা বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী হয়।

সাধারণত দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। যোগান রেখার লম্ব অক্ষে থাকে দাম এবং ভূমি অক্ষে থাকে যোগানের পরিমাণ। দাম যত বেড়ে উপরের দিকে আসে, যোগানের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পেয়ে ভূমি অক্ষের ডানদিকে সরতে থাকে। ফলে যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

গ সূচি থেকে দৃশ্যপট-১ এর তথ্য ব্যবহার করে একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো−

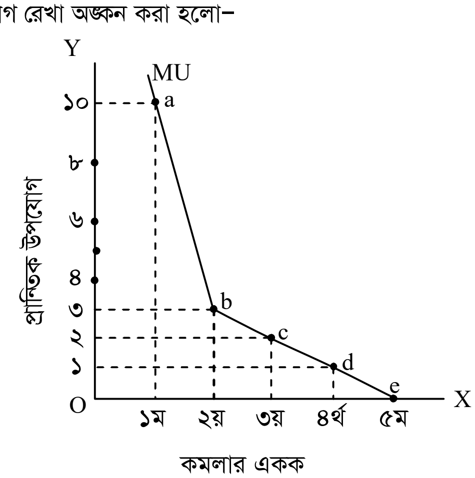

চিত্রে ভূমি অক্ষে কমলার একক এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। ১ম একক কমলা ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ১০ টাকা। যার সমন্বয় বিন্দু a। দ্রব্য ভোগের একক বাড়িয়ে, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম একক করা হলে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ৩, ২, ১, ও ০ টাকা। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুসমূহ যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। এই MU রেখাই উদ্দীপক থেকে অঙ্কিত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ নির্দেশিত চাহিদা বিধিটি সব সময় কার্যকর নয়।

চাহিদা বিধিতে বলা হয়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ক্রেতার আয়, রুচি ও অভ্যাস, বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্যের দাম, ক্রেতার সংখ্যা ইত্যাদি ধরা হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি বা একের অধিক বিষয়ের পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।

কোনো দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ক্রেতার আয় পরিবর্তিত হয় তবে চাহিদা বিধির প্রতিফলন ঘটে না। যেমন− ক্রেতার আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়লে একটি দ্রব্যের দাম বাড়া সত্ত্বেও ক্রেতার কাছে দ্রব্যটির চাহিদা কমবে না। আবার ক্রেতার আয় অনেকখানি কমে গেলে একটি দ্রব্যের দাম কমলেও তার চাহিদা বাড়বে না।

সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত বিধিটি সব সময় কার্যকর হয় না।

প্রশ্ন ▸ ০৫

Q	TP	AP	MP
১	৮	৮	৮
২	২০	১০	১২
৩	৩০	১০	১০
৪	৩৬	৯	৬
৫	৪০	৮	৪
৬	৪২	৭	২
৭	৪২	৬	০
৮	৪০	৫	− ২

ক. স্থানগত উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. সংগঠনকে সমন্বয়কারী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে চিত্রের সাহায্যে AP ও MP-এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা স্থানান্তর করার মাধ্যমে যে উপযোগ সৃষ্টি হয় তাকে স্থানগত উপযোগ বলে।

খ উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম ও মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে সংগঠক উৎপাদন কাজ পরিচালনা করেন বলে তাকে সমন্বয়কারী বলা হয়।

উৎপাদনের ৪র্থ উপকরণ হলো সংগঠন। যার মাধ্যমে উৎপাদনের উপকরণগুলোকে সমন্বয় করে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উৎপাদন কাজের তত্ত্বাবধান ও ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি দায়িত্ব সম্পাদন করেন সংগঠক। এসব কাজ সম্পাদনের জন্য সংগঠককে সমন্বয়কারী বলা হয়।

গ উদ্দীপকে উৎপাদনের পরিবর্তনশীল উপকরণ শ্রম (L) এবং মোট উৎপাদন (TP) দেওয়া আছে। শ্রম ও মোট উৎপাদন থেকে TP রেখা অঙ্কন করা হলো–

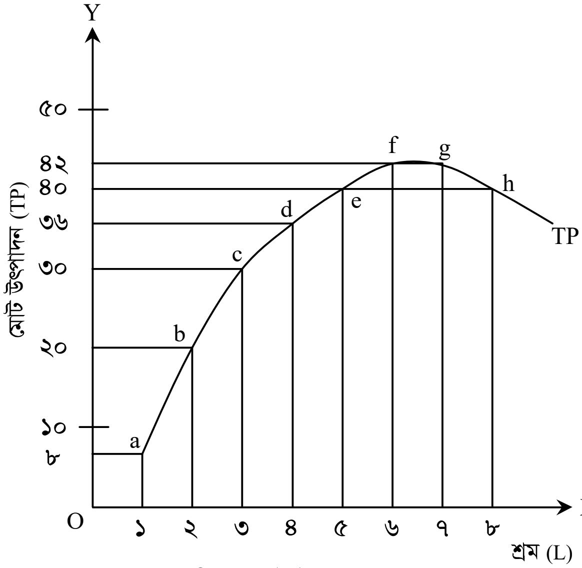

চিত্র : মোট উৎপাদন রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। এখানে ১ একক শ্রম নিয়োগে মোট উৎপাদন ৮ একক হয়। এটি চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। শ্রম নিয়োগ বেড়ে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ একক হলে মোট উৎপাদন বেড়ে যথাক্রমে ২০, ৩০,৩৬, ৪০, ৪২, ৪২ ও ৪০ হয়। এগুলো যথাক্রমে b, c, d, e, f, g ও h বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। উক্ত বিন্দুগুলো যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো–

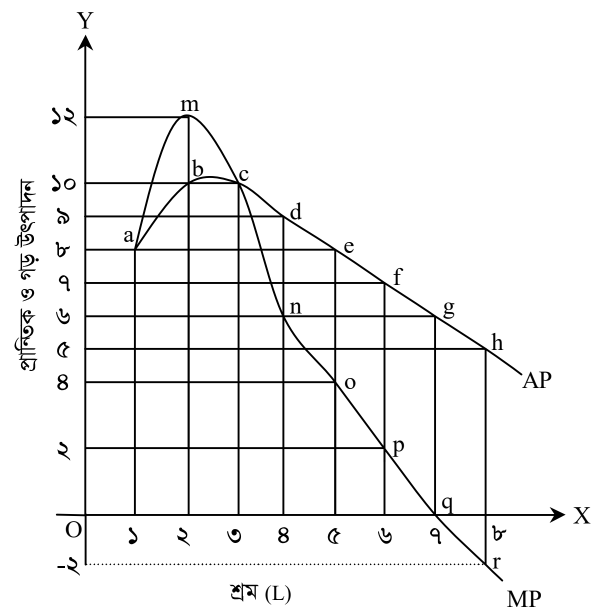

চিত্র : গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক

চিত্রে প্রান্তিক উৎপাদন যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে তখন প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন রেখার ওপরে অবস্থান করে। এটি b পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ দ্বারা দেখানো হয়েছে। এরপর আরও শ্রমিক নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয়। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। এক সময় এটি গড় উৎপাদন রেখাকে ছেদ করে। এ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়তে থাকে এবং ছেদ বিন্দুতে তা সর্বোচ্চ হয়। এটি c বিন্দুতে দেখানো হয়েছে। এরপর শ্রমিক নিয়োগ আরও বাড়ালে প্রান্তিক উৎপাদন অধিকতর ক্রমহ্রাসমান হয়। তখন গড় উৎপাদন কমতে থাকে। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন অধিক হারে কমার জন্য প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন রেখার নিচে অবস্থান করে।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **প্রেক্ষপট-১ :** জনাব আকমল তার মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ৩০ কেজি দুধ ক্রয় করলেন। তিনি লক্ষ করলেন "বাজারে দুধ না থাকায় অনেক ক্রেতা দুধ ক্রয় করতে পারছেন না।"

প্রেক্ষপট-২ : ক বাজারে উৎপাদিত পণ্যগুলো নিম্নরূপ :

ক বাজার
সাবান
তৈল
চানাচুর

ক. অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজারে উপকরণের দাম সর্বত্র সমান থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. প্রেক্ষপট-১ এর নির্দেশিত বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-২ এ নির্দেশিত বাজারে দাম বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার বলতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করাকে বোঝায়।

খ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিবেচিত পণ্য সমজাতীয় বা একই গুণসম্পন্ন হয়। পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে পণ্যের একটি একক অন্য একক থেকে পৃথক করা যায় না। যেসব দ্রব্যের এককগুলো গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই রকম অথচ পৃথকীকরণ করা যায় তাদেরকে সমজাতীয় দ্রব্য বলে। সমজাতীয় দ্রব্যের দাম সর্বত্র একই থাকে।

গ প্রেক্ষাপট-১ এর নির্দেশিত বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে অতি স্বল্পকালীন বাজার।

যে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন স্থায়ী হয় তখন সে বাজারকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ ধরনের বাজারে অস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। এখানে পণ্যের চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। যেমন- সকালের কাঁচাবাজার, মাছ, শাকসবজি, দুধ, ইত্যাদির বাজার হলো অতি স্বল্পকালীন বাজার।

উদ্দীপকে প্রেক্ষপট-১: এ জনাব আকমল তার মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ৩০ কেজি দুধ ক্রয় করলেন। তিনি লক্ষ করলেন "বাজারে দুধ না থাকায় অনেক ক্রেতা দুধ ক্রয় করতে পারছেন না।" যা অতি স্বল্পকালীন বাজারের সাথে সাদৃশপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রেক্ষাপট-১ এর নির্দেশিত বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে অতি স্বল্পকালীন বাজার।

ঘ উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-২ এ নির্দেশিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও ওই দ্রব্যের চাহিদা শূন্য হয় না।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া বাজারের কতিপয় বৈশিষ্ট্য একযোগে দেখা যায়।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্ম যে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করে, তা সদৃশ্য হলেও অভিন্ন নয়। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে কিছু ভিন্নতা থাকে। আর এই দ্রব্যের পৃথকীকরণের মধ্যে একচেটিয়া বাজারের প্রবণতা বিদ্যমান। আবার বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায় এমন সব দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া উৎপাদন সমন্বয়ে যে বাজার গড়ে ওঠে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন গায়ে মাখার সাবান। বিভিন্ন কোম্পানির গায়ে মাখার সাবান ব্যবহার একই ধরনের হলেও এই সাবানগুলো পৃথক করা সম্ভব। যেমন মোড়ক ভিন্ন বা গন্ধ ভিন্ন ইত্যাদি। এই সব সাবানের যেকোনো একটির দাম বাড়লে, সাবানটির চাহিদা সামান্য কমতে পারে, তবে শূন্য হয় না। এই সাবানের ভোক্তা বা ক্রেতা সব সময় এই সাবানটিই কেনে। এসব দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলেও ক্রেতা দ্রব্য ভোগ ও ব্যবহার ত্যাগ করে না।

সুতরাং বলা যায় একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও ওই দ্রব্যের চাহিদা শূন্য হয় না।

প্রশ্ন ▸ ০৭ **দৃশ্যকল্প-১ :** আবদুর রহমান বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি জীবিকার প্রয়োজনে এবং উন্নত জীবনযাপনের প্রত্যাশায় ইউরোপের একটি দেশে পাড়ি জমালেন। প্রতি মাসে তিনি তার বাবার কাছে কিছু টাকা রেমিট্যান্স হিসেবে প্রেরণ করেন।

দৃশ্যকল্প-১ : দশম শ্রেণির ছাত্র জসীম নিম্নোক্ত উপায়ে তার দেশের GDP নির্ণয় করে :

ভোগ ব্যয়	=	৫,০০০	কোটি	টাকা
বিনিয়োগ ব্যয়	=	৬,০০০	”	”
যুদ্ধকালীন ঋণের সুদ	=	৫০	”	”
মূলধনী আয়	=	১০০	”	”
হস্তান্তর পাওনা	=	১০	”	”
মোট : GDP	=	১১,১৬০		

ক. মাথাপিছু GDP নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১

খ. প্রযুক্তি কীভাবে মোট দেশজ উৎপাদনকে প্রভাবিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ আবদুর রহমানের প্রেরিত রেমিট্যান্স জাতীয় আয়ের কোন ধারণার অন্তর্ভুক্ত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ জসীম কর্তৃক নির্ণীত GDP’র মান কি সঠিক? গাণিতিক যুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাথাপিছু জিডিপি = $\frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$।

খ প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ আবদুর রহমানের প্রেরিত রেমিট্যান্স মোট জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) সাথে নিট উপাদান আয় যোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে নিট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগফলকে বোঝায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দৃশ্যকল্প-১: এ আবদুর রহমান বাংলাদেশের নাগরিক। তিনি জীবিকার প্রয়োজনে এবং উন্নত জীবনযাপনের প্রত্যাশায় ইউরোপের একটি দেশে পাড়ি জমালেন। প্রতি মাসে তিনি তার বাবার কাছে কিছু টাকা রেমিট্যান্স হিসেবে প্রেরণ করেন। এটি মূলত রেমিট্যান্স হিসেবে আমাদের মোট জাতীয় আয়ে যুক্ত হয়। তাই বলা যায়,দৃশ্যকল্প-১ এ আবদুর রহমানের প্রেরিত রেমিট্যান্স মোট জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঘ দৃশ্যকল্প-২ এ জসিম কর্তৃক ব্যয় পদ্ধতিতে নির্ণীত GDP’র মান সঠিক নয়।

ব্যয় পদ্ধতিতে জিডিপি হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নিট রপ্তানিকে বোঝায়। অতএব, ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি (= রপ্তানি − আমদানি) = মোট দেশজ উৎপাদন। মোট দেশজ উৎপাদন বা $Y = \sum C + \sum I + \sum G + \sum(X - M)$। এখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়, $(X - M)$ (রপ্তানি−আমদানি) = নিট রপ্তানি। এখানে, $\sum$ = সমষ্টি।

GDP হিসাবের সময় উদ্দীপকে উল্লিখিত ভোগ ব্যয় = ৫০০০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় = ৬০০০ কোটি টাকা যোগ করতে হবে অর্থাৎ GDP = (C + I) = (৫০০০ + ৬০০০) = ১১০০০ কোটি টাকা কিন্তু উদ্দীপকে জসিম GDP হিসাবের সময় যুদ্ধকালীন ঋণের সুদ = ৫০ কোটি টাকা মূলধনী আয় = ১০০ কোটি টাকা, হস্তান্তর পাওনা = ১০ কোটি টাকা যোগ করেছে। ফলে তার GDP = ১১,১৬০ কোটি টাকা হয়েছে। এগুলো জিডিপি হিসাব বহির্ভূত বিষয়াবলি। তাই দৃশ্যকল্প-২ এ জসিম কর্তৃক নির্ণীত GDP এর মান সঠিক নয়।

প্রশ্ন ▸ ০৮

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	বিবরণ
X	* ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশবলে প্রতিষ্ঠিত। * স্বল্প মেয়াদি ঋণ পরিশোধের জন্য সাধারণত ১৮ মাসের সময় দিয়ে থাকে।
Y	* তিন উপায়ে আমানত গ্রহণ করে। * আমানতের নিরাপত্তা প্রদান করে।

ক. প্রামাণিক মুদ্রা কাকে বলে? ১

খ. ৫০ টাকার নোটকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'X' দ্বারা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Y' আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তিন ধরনের আমানতের বিপরীতে তিন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়”− উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মুদ্রা গলানোর মাধ্যমে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায় তাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলে।

খ ৫০ টাকার নোট আইনগত যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। এজন্য এ নোটকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয়। আমাদের দেশের অসীম বিহিত অর্থ হলো- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট।

গ উদ্দীপকে 'X' দ্বারা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে চিহ্নিত করা হয়েছে।
১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে কৃষিখাতের গতিশীলতা বৃদ্ধি, কৃষির স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক কৃষকদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। তাই সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয় এবং জমি চাষ, ফসল কাটা, মাড়াই ইত্যাদি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। তাছাড়া হালকা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, অগভীর নলকূপ স্থাপন ইত্যাদির জন্য মধ্যম মেয়াদি ঋণ প্রদান করে। আবার, ভূমির স্থায়ী উন্নয়ন ও মূল্যবান কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য কৃষি ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণও দিয়ে থাকে।
উদ্দীপকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'X' ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত, স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের জন্য সাধারণত ১৮ মাসের সময় দিয়ে থাকে। যা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, 'X' দ্বারা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘ 'Y' আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকের তিন ধরনের আমানতের বিপরীতে তিন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়।। –উক্তিটি যথার্থ।
বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে। যথা- (ক) চলতি আমানত, (খ) সঞ্চয়ী আমানত, (গ) স্থায়ী আমানত।
(ক) চলতি আমানত : চলতি আমানতের অর্থ আমানতকারী যেকোনো সময় ওঠাতে পারেন। এজন্য এ আমানতের উপর কোনো সুদ প্রদান করা হয় না।
(খ) সঞ্চয়ী আমানত : সঞ্চয়ী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে সাধারণত সপ্তাহে দুবার ওঠানো যায়। এই আমানতের উপর ব্যাংক কিছু সুদ দেয়।
(গ) স্থায়ী আমানত : এ আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। যেমন- ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি। ব্যাংক এ ধরনের আমানতের উপর অধিক হারে সুদ প্রদান করে থাকে। এ আমানতের অর্থ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও তোলা যায়। এক্ষেত্রে কিছু বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হয়।
সুতরাং বলা যায়, 'X' আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তিন ধরনের আমানতের বিপরীতে তিন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সূচি-ক : 'ক' দেশের জাতীয় আয়ে কৃষি খঅতের অবদান :

খাত/উপখাত	২০১৭–১৮ (%)	২০১৮–১৯ (%)
শস্য ও শাকসবজি	৭.৫১	৭.০৫
প্রাণিজ	১.৫৩	১.৪৭
বনজ	১.৬২	১.৫৮
মৎস্য	৩.৫৬	৩.৫০

সূচি-খ : 'ক' দেশের আর্থিক খাতের বিবরণ :

আমদানি ব্যয়	৫৩৫০ কোটি টাকা
রপ্তানি আয়	৩৭০০ কোটি টাকা

ক. সেবা কাকে বলে? ১
খ. EPZ কীভাবে বেকারত্ব নিরসনে ভূমিকা রাখবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সূচি-ক হতে ২০১৮–১৯ সালের কৃষি খাতের অবদানের লম্বচিত্র অঙ্কন কর। ৩
ঘ. সূচি-খ দ্বারা অর্থনীতির যে সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে তা দূরীকরণের উপর আলোচনা কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় অর্থাৎ যা রূপান্তরিত কাঁচামাল হিসেবে দৃশ্যমান নয়; কিন্তু মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য আছে, তাকে সেবা বলে।

খ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ফলশ্রুতিতে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং বেকারত্ব হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

গ সূচি-ক হতে ২০১৮-১৯ সালের কৃষি খাতের অবদানের লম্বচিত্র অঙ্কন করা হলো–

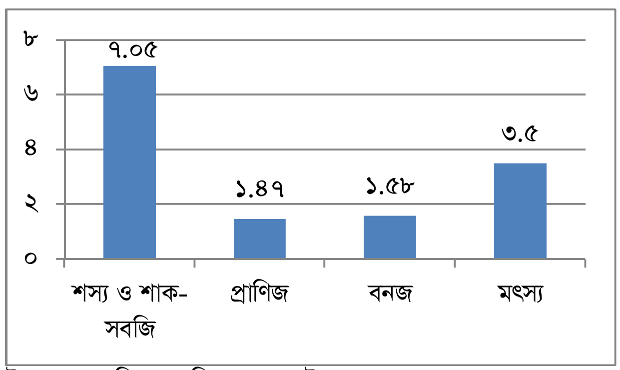

উপরের লম্বচিত্রে কৃষি খাতের উপখাতগুলোর অবদান তুলে ধরা হয়েছে। কৃষিখাতের উপখাতগুলোর মধ্যে শস্য ও শাকসবজির অবদান সবচেয়ে বেশি এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মৎস্য উপখাত। এ উপখাতগুলো দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

ঘ ছক 'খ' তে নির্দেশিত প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্য দূরীকরণে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
এক বছরে কোনো দেশের দৃশ্যমান রপ্তনি আয় অপেক্ষা দৃশ্যমান আমদানি ব্যয় বেশি হলে তাকে প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্য বলে। এ অবস্থায় মোট আমদানি ব্যয় মোট রপ্তানি আয় অপেক্ষা বেশি হয়। তাই এখানে রপ্তানি আয় থেকে আমদানি ব্যয় বাদ দিলে যে মান পাওয়া যায়, তা শূন্য থেকে কম হয়। এটি বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি বা প্রতিকূল বাণিজ্য ভারসাম্য নির্দেশ করে।
উদ্দীপকে 'খ' ছকে 'ক' দেশের আর্থিক বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। ছক হতে দেখতে পাই আমদানি ব্যয় ৫৩৫০ কোটি টাকা এবং রপ্তানি আয় ৩৭০০ কোটি টাকা। এখানে বাণিজ্যিক ঘাটতি (৫৩৫০ – ৩৭০০)= ১৬৫০ কোটি টাকা। এই বাণিজ্যিক ঘাটতি দূর করতে শুল্ক রেয়াতে,আয়কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও রপ্তানি শুল্ক হ্রাস এবং রপ্তানি নীতি উদার করতে হবে।

সরকারের গৃহীত কার্যক্রম শুল্ক রেয়াতের ফলে আমদানিকৃত কাঁচামাল এবং আবগারি শুল্ক প্রত্যাহারের ফলে দেশীয় কাঁচামালের দাম হ্রাস পাবে। জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম হ্রাসে উৎপাদন খরচ কমে যাবে। ফলে উৎপাদন বাড়বে রপ্তানির পরিমাণও বাড়বে। এছাড়াও বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করায় রপ্তানি সহজ হয়েছে। রপ্তানি শুল্ক হ্রাসের ফলে কাঁচামাল রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, সরকারের গৃহীত এসব পদক্ষেপ রপ্তানি বাণিজ্যের ঘাটতি দূর করতে পারে।

প্রশ্ন ▸ ১০ সাহেলা ও রাহেলা দুটি ভিন্ন দেশে বসবাস করে। তারা ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে তাদের তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। কথোপকথনের সময় সাহেলা জানায় যে তাদের দেশের জনগণের আয় খুব কম, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে এবং অদক্ষ হওয়ায় নারীদের কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ নেই। রাহেলা প্রত্যুত্তরে জানায় যে তাদের দেশের জনগণের আয় বেশি, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং দক্ষ নারী কর্মীর সংখ্যা বেশি। রাহেলা আরো জানায় যে সাহেলাদের দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় হলো নিম্ন আয়।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১
খ. "দক্ষ জনশক্তি হলো উন্নয়নের পূর্বশর্ত"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলাদের দেশটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "সাহেলাদের দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় নিম্ন আয়"– তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ জনসংখ্যার কোনো অংশ শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হলে তাকে মানবসম্পদ বলে। শ্রমিকরা দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে উৎপাদনের গতি বাড়ে। দক্ষ শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানও অপেক্ষাকৃত ভালো হয়। ফলে অধিক মূল্যে পণ্যটি বিক্রীর মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। আর এভাবেই দক্ষ জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলার দেশটি উন্নত অর্থনীতির দেশ।
উন্নত অর্থনীতির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এসব দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।
উদ্দীপকে রাহেলা প্রত্যুত্তরে জানায় যে তাদের দেশের জনগণের আয় বেশি, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং দক্ষ নারী কর্মী সংখ্যা বেশি। যা উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলার দেশটি উন্নত অর্থনীতির দেশ।

ঘ "সাহেলার দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় নিম্ন আয়"– হ্যাঁ, উক্তিটির সাথে আমি একমত।
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জীবিকা অর্জনের জন্য এসব দেশের সিংহভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এর কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত ও প্রাচীন এবং কৃষির উৎপাদনশীলতাও অনেক কম। এছাড়া অনুন্নত দেশে বিনিয়োগের স্বল্পতার কারণে শিল্প ও সেবা খাত থাকে অনুন্নত ও অসম্প্রসারিত। ফলে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে বেকার সমস্যা হয় প্রকট। অনুন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। বেশির ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত। অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে।
সুতরাং বলা যায়, সাহেলার দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় নিম্ন আয়।

প্রশ্ন ▸ ১১ সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। যা সরকার বিভিন্ন উৎস হতে সংগ্রহ করে। সরকারি আয়ের কয়েকটি খাত হলো– আয় কর, টোল ও লেভি, প্রশাসনিক ফি, স্ট্যাম্প বিক্রয়, VAT, ভাড়া ও ইজারা, আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক, লভ্যাংশ ও মুনাফা, ডাক বিভাগ এবং সেবা বাবদ প্রাপ্তি। অন্যদিকে সরকারকে আয়কৃত অর্থ বিভিন্নখাতে ব্যয় করতে হয়। সাধারণত একটি উন্নয়নশীল দেশের বাজেট পেশ করার সময় আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হয়।

ক. বাজেট কাকে বলে? ১
খ. চলতি বাজেট ও মূলধনী বাজেটের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ। ২
গ. উদ্দীপক হতে কর রাজস্ব এবং কর বহির্ভূত রাজস্বের একটি তালিকা প্রস্তুত কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শেষ লাইনটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক অর্থবছরে) একটি দেশের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি সুবিন্যস্ত হিসাবই হলো বাজেট।

খ চলতি বাজেট ও মূলধন বাজেটের মধ্যে দুটি পার্থক্য হলো–
১. যে বাজেটে সরকারের চলতি আয় ও চলতি ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয় তাকে চলতি বাজেট বলে।
কিন্তু সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধন বা উন্নয়ন বাজেট বলে।
২. চলতি বাজেটের পরিকল্পনা ও দেশ রক্ষার জন্য।
কিন্তু মূলধন বাজেটের অর্থ ব্যয় হয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য।

গ উদ্দীপক হতে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের একটি তালিকা তৈরি করা হলো–

কর রাজস্ব	কর বহির্ভূত রাজস্ব
১. আয় কর	১. টোল ও লেভি
২. VAT	২. প্রশাসনিক ফি
৩. আবগারি শুল্ক	৩. স্ট্যাম্প বিক্রয়
৪. আমদানি শুল্ক	৪. ভাড়া ও ইজারা
	৫. লভ্যাংশ ও মুনাফা
	৬. ডাকবিভাগ
	৭. সেবা বাবদ প্রাপ্তি

ঘ উদ্দীপকের বর্ণিত 'বাজেট আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলেও উন্নয়নশীল দেশের জন্য ইহা কল্যাণকর।' –উক্তিটি যথার্থ।
কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাব পুরনো সমস্যা। এটি উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এ অবস্থায় ঘাটতি বাজেট ও সরকারি ঋণ গ্রহণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রা ার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে।
সুতরাং বলা যায়, ঘাটতি বাজেট উন্নয়নশীল দেশের জন্য অধিক কল্যাণ কর।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড : | 1 | 4 | 1 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য** : সরবরাহকৃত বহনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. বিশ্ব অর্থনৈতিক মহামন্দা থেকে উত্তরণে সরকারের হস্তক্ষেপের পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেন কে?
ⓚ এড্যাম স্মিথ ⓚ জন মেনার্ড কেইন্স
ⓖ অধ্যাপক মার্শাল ⓖ এল রবিন্স

২. উৎপাদনের উপকরণ মূলত কয় ধরনের?
ⓚ তিন ⓚ চার ⓖ পাঁচ ⓖ ছয়

৩. অঞ্চলভেদে বাজারকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়?
ⓚ ৩ ⓚ ৪ ⓖ ৫ ⓖ ৬

৪. বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কতটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর পরিচালনা করছে?
ⓚ ২টি ⓚ ৩টি ⓖ ৫টি ⓖ ৭টি

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে বোঝায়–
ⓚ জিডিপির বার্ষিক হার বৃদ্ধি ⓚ অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন
ⓖ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে অর্থনীতির গুণগত পরিবর্তন
ⓖ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি

৬. অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতির কথা বলেছেন কে?
ⓚ গ্রেগরি ম্যানকিউ ⓚ অধ্যাপক মার্শাল
ⓖ এল রবিন্স ⓖ অ্যাডাম স্মিথ

৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২০ অনুযায়ী এ যাবৎ দেশে কয়টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে?
ⓚ ২৪টি ⓚ ২৮টি ⓖ ৩০টি ⓖ ৩২টি

৮. কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে কী বলে?
ⓚ আয় ⓚ সঞ্চয় ⓖ ভোগ ⓖ বিনিয়োগ

৯. মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে–
i. অর্থের মান কমে যায় ii. বেকারত্ব কমে যায় iii. দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১০. একটি ভালো সংগঠনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–
i. ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য নির্ধারণ ii. ব্যবসায়ের কার্যাবলি নির্ধারণ
iii. কর্তব্য বণ্টন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১১. কোন বাজার পণ্যের প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নেয়?
ⓚ একচেটিয়া বাজার ⓚ পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার
ⓖ অলিগোপলি বাজার ⓖ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার

১২. মোট দেশজ উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধতি কয়টি?
ⓚ ২টি ⓚ ৩টি ⓖ ৪টি ⓖ ৫টি

১৩. ধাতব মুদ্রাকে বস্তুগত মূল্যমানের দিক থেকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ⓚ ৫ ⓚ ৪ ⓖ ৩ ⓖ ২

১৪. সিমেন্ট তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
ⓚ চীনা মাটি ⓚ সিলিকা বালু ⓖ চুনাপাথর ⓖ কঠিন শিলা

১৫. মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কোন অর্থ বছরে চালু করা হয়?
ⓚ ১৯৯১-৯২ ⓚ ১৯৯২-৯৩ ⓖ ১৯৯৩-৯৪ ⓖ ১৯৯৪-৯৫

১৬. সমবায় ব্যাংকে সরকারের মালিকানা কত অংশ?
ⓚ ১৪ শতাংশ ⓚ ৪৬ শতাংশ ⓖ ৮০ শতাংশ ⓖ ৮৬ শতাংশ

১৭. ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কোনটি?
ⓚ প্লাস্টিক শিল্প ⓚ হোসিয়ারি শিল্প ⓖ সিগারেট শিল্প ⓖ সাবান শিল্প

১৮. দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয় কীভাবে?
ⓚ সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে ⓚ কৃষি কাজের মাধ্যমে
ⓖ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ⓖ বেকারত্ব হ্রাস করে

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'X' দেশের ২০২১-২০২২ অর্থবছর মোট দেশজ উৎপাদন ১,০০০ কোটি টাকা এবং রেমিটেন্স থেকে আয় ৪০০ কোটি টাকা এবং বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আয় ৩০০ কোটি টাকা।

১৯. 'X' দেশের মোট জাতীয় আয় কত কোটি টাকা?
ⓚ ১, ১০০ কোটি টাকা ⓚ ১, ৩০০ কোটি টাকা
ⓖ ১, ৪০০ কোটি টাকা ⓖ ১, ৭০০ কোটি টাকা

২০. 'X' দেশের জাতীয় আয় হিসাব করার ক্ষেত্রে–
i. অতীতের লেনদেন বাদ দেওয়া হয় ii. চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাব করা হয়
iii. চূড়ান্ত মজুরি হিসাব করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২১. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ⓚ ১৯৭২ সালে ⓚ ১৯৭৪ সালে ⓖ ১৯৭৬ সালে ⓖ ১৯৮৬ সালে

২২. অবাধলভ্য দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য–
i. যোগান সীমাবদ্ধ থাকে ii. প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় iii. যোগান থাকে সীমাহীন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
১ বিঘা জমিতে ৪ জন শ্রমিক কাজ করায় ২০ মণ গম উৎপাদন হয়। পরের বছর ৫ জন শ্রমিক কাজ করায় ২৫ মণ গম উৎপাদন হয়।

২৩. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন হচ্ছে–
ⓚ ৪ মণ ⓚ ৫ মণ ⓖ ২০ মণ ⓖ ২৫ মণ

২৪. গমের উৎপাদনের ক্ষেত্রে কী ঘটেছে?
ⓚ গড় উৎপাদন কমেছে ⓚ গড় উৎপাদন স্থির রয়েছে
ⓖ গড় উৎপাদন বেড়েছে
ⓖ গড় উৎপাদনের তুলনায় প্রান্তিক উৎপাদন কম

২৫. অর্থনীতিকে সম্পদের বিজ্ঞান বলেছেন কে?
ⓚ অ্যাডাম স্মিথ ⓚ ডেভিড রিকার্ডো ⓖ জন স্টুয়ার্ট মিল ⓖ এল রবিন্স

২৬. নিচের কোনটি সামষ্টিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত?
ⓚ একটি পরিবার ⓚ একটি খামার ⓖ একটি দ্রব্যের বাজার ⓖ বেকারত্ব

□ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব 'X' ও 'Y' জমিতে বীজবপন ও ফসল কাটার সময় কাজে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু বছরের অন্য সময় তাদের কোনো কাজ থাকে না।

২৭. কৃষিক্ষেত্রে জনাব 'X' ও 'Y' এর মতো লোকদের মাঝে কোন বেকারত্ব প্রতিফলিত হয়?
ⓚ প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ⓚ ছদ্মবেশী বেকারত্ব
ⓖ সাময়িক বেকারত্ব ⓖ মৌসুমী বেকারত্ব

২৮. উক্ত বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন–
i. নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ii. কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন
iii. পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৯. 'ভিজিএফ কর্মসূচি' কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
ⓚ মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় ⓚ খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
ⓖ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ⓖ কৃষি মন্ত্রণালয়

৩০. মিঃ 'ক' নিজের ইচ্ছামতো দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় ও অবাধে ভোগ করতে পারেন। মিঃ 'ক' এর দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশ করে?
ⓚ মিশ্র অর্থব্যবস্থা ⓚ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা
ⓖ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ⓖ ইসলামি অর্থব্যবস্থা

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪

অর্থনীতি (সৃজনশীল)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগসহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যে কোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

১। ইরা ও নিরা দুই বোন। ইরা একটি বে-সরকারি ফার্মে চাকরি করেন। অপরদিকে নিরা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। নিরার চেয়ে ইরা বেশি টাকা বেতন পান। তাদের মামা এমন একটি দেশে চাকরি করেন যেখানে উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্রীয় নির্দেশে পরিচালিত হয় এবং সেখানে ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব দেখা যায়।

(ক) সামষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
(খ) মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে ইরা ও নিরার দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে ইরা ও নিরার মামার কর্মরত দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার কোনো সাদৃশ্য আছে কী? তোমার মতামত দাও। ৪

২। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছক-A	ছক-B
ধান, গম, ডাল, আলু, পাট, রেশম।	চুনাপাথর, কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস

(ক) মধ্যবর্তী দ্রব্য কাকে বলে? ১
(খ) সঞ্চয় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'A' এর দ্রব্যগুলো অর্থনীতিতে কোন ধরনের সম্পদ ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে ছক 'B' এর সম্পদগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিচের একটি পণ্যের চাহিদা সূচি দেখানো হলো :

প্রতি একক পণ্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
২০	৫
১৫	১০
১০	১৫
৫	২০

(ক) উপযোগ কাকে বলে? ১
(খ) যোগান রেখা ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয় কেন? ২
(গ) উল্লিখিত সূচি হতে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) ক্রেতার আয় বৃদ্ধি ও রুচির পরিবর্তন ঘটলে উক্ত রেখার কোনো পরিবর্তন হবে কি? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

৪। **ঘটনা-১ :** দই ব্যবসায়ী রতন মিয়া বগুড়ার বিখ্যাত দই ক্রয় করে দেশের বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করে থাকেন। এতে তিনি ব্যবসায়ের পাশাপাশি আর্থিকভাবে বেশ লাভবানও হয়ে উঠেন।

ঘটনা-২ : এ বছর আলুর মৌসুমে বেশ আলুর ফলন হওয়াতে বাজারে দাম কম তাই কৃষক মনু মিয়া আলু বিক্রি না করে কিছুদিন আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করে রাখেন। পরে দাম বাড়লে তিনি বেশি টাকায় আলু বিক্রি করেন।

(ক) উৎপাদন কাকে বলে? ১
(খ) সামাজিক ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) উদ্দীপক-১ এ রতন মিয়ার কাজটি অর্থনীতিতে উৎপাদনের কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩
(ঘ) "কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে মনু মিয়ার সিদ্ধান্তটি সময়োপযোগী"–উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৫। **দৃশ্য-১ :** 'X' নামক একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের একজন জনপ্রিয় ক্রিকেটারকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে। ফলে তাদের পণ্য বাজারে দ্রুত পরিচিতি লাভ করে এবং কোম্পানিটি প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

দৃশ্য-২ : জনাব 'Y' বাজারে গিয়ে দেখলেন অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা আম ক্রয়-বিক্রয় করছে। আমগুলো গুণে ও মানে বিভিন্ন রকম। তিনি আমগুলো দরকষাকষির মাধ্যমে পছন্দসই আম কিনলেন।

(ক) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাকে বলে? ১
(খ) স্বল্পকালীন বাজার বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) দৃশ্য-১ এ নির্দেশিত বাজারটি কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) তুমি কি মনে কর দৃশ্য-২ এর বাজারটি ক্রেতাদের জন্য কল্যাণকর? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৬। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক	$\sum$ খাজনা + $\sum$ মজুরি + $\sum$ সুদ + $\sum$ মুনাফা
খ	বনজসম্পদ, খনিজ ও খনন, বিদ্যুৎ, রিয়েল এস্টেট

(ক) মোট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
(খ) মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে ছক 'ক' অংশে GDP পরিমাপের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে ছক 'খ' এর খাতগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ আয় পরিমাপ পদ্ধতিতে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিচের ছবিটি লক্ষ কর :

'X'	*i.*	১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
	ii.	স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।
	iii.	সর্বোচ্চ ১৮ মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়।
'Y'	*i.*	২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
	ii.	পাট, চামড়া ও সার শিল্প উন্নয়নে ঋণ প্রদান করে।
	iii.	ঋণ পরিশোধের সময় সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর।

(ক) প্রতীক মুদ্রা কাকে বলে? ১
(খ) নিকাশ ঘর বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' দ্বারা কোন ব্যাংককে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে"–বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। নিচের ছকটি লক্ষ কর :

ছক-'M'	ছক-'N'
ধান, গম, পাট, আলু তৈলবীজ, পটল, ডাল।	সিমেন্ট শিল্প, চামড়া শিল্প হোসিয়ারি শিল্প, পাট শিল্প, কাগজ শিল্প।

(ক) SPM-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
(খ) বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি হওয়ার কারণ কী? ২
(গ) উদ্দীপকের 'M' ছকের পণ্যগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "উদ্দীপকে উল্লিখিত 'M' ও 'N' খাত দুটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একে অপরের পরিপূরক।"–বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। 'P' নামক রাষ্ট্রে নাগরিকদের উচ্চ গড় আয়ুষ্কাল, দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত মূলধন রয়েছে। অপরদিকে 'Q' নামক রাষ্ট্রে 'P' নামক রাষ্ট্রের ঠিক বিপরীত অবস্থা বিদ্যমান। তবে সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি হচ্ছে।

(ক) মানব সম্পদ কাকে বলে? ১
(খ) দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত 'P' নামক রাষ্ট্রটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন শ্রেণির দেশের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের 'Q' নামক রাষ্ট্রটিকে 'P' নামক রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বলে তুমি মনে কর?–বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। সালমান সাহেব একটি পোশাক কোম্পানিতে চাকরি করতেন। গত করোনা মহামারির কারণে তার চাকরি চলে যায়। এ কারণে তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে গ্রামে চলে আসেন এবং কিছু দিন কর্মহীন অবস্থায় থাকার পর স্থানীয় বাজারে একটি ব্যবসা শুরু করেন।

অপরদিকে হামিদা বেগম এস,এস,সি পাস করার পর বেকার বসে না থেকে তার শিক্ষকের পরামর্শে যুব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি বাড়ীতে হস্তশিল্প কারখানা গড়ে তুলেছেন এবং উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করে বেশ আয় করছেন।

(ক) বেকারত্ব কাকে বলে? ১
(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) সালমান সাহেবের কর্মহীন অবস্থাকে অর্থনীতিতে কোন ধরনের বেকারত্ব নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "হামিদা বেগমের মতো নারীদের কর্মকান্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখছে।"–উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১১। **দৃশ্যকল্প-১ :** মি. হারুন 'X' নামক রাষ্ট্রে বসবাস করেন। তার দেশের সরকার গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আয় ৩,৫০,০০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৪,০০,০০০ কোটি টাকা প্রদর্শন করেছেন।

দৃশ্যকল্প-২ : মি. ফরিদ 'Y' নামক রাষ্ট্রে বসবাস করেন। তার দেশের সরকার গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেটের আয় ৩,০০,০০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় ২,৫০,০০০ কোটি টাকা প্রদর্শন করেছেন।

(ক) আবগারি শুল্ক কাকে বলে? ১
(খ) মূল্য সংযোজন কর বলতে কী বোঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে মি. হারুন সাহেবের 'X' নামক দেশটির বাজেটের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এ প্রদর্শিত বাজেটের মধ্যে কোনটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নতিতে সহায়ক বলে তুমি মনে কর? ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	L	৩	K	৪	N	৫	M	৬	K	৭	L	৮	M	৯	N	১০	N	১১	M	১২	L	১৩	L	১৪	M	১৫	K
	১৬	K	১৭	N	১৮	M	১৯	K	২০	N	২১	K	২২	M	২৩	L	২৪	L	২৫	K	২৬	N	২৭	N	২৮	N	২৯	K	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ ইরা ও নিরা দুই বোন। ইরা একটি বে-সরকারি ফার্মে চাকরি করেন। অপরদিকে নিরা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। নিরার চেয়ে ইরা বেশি টাকা বেতন পান। তাদের মামা এমন একটি দেশে চাকরি করেন যেখানে উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্রীয় নির্দেশে পরিচালিত হয় এবং সেখানে ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব দেখা যায়।

ক. সামষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্বের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ইরা ও নিরার দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইরা ও নিরার মামার কর্মরত দেশে বিদ্যমান অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার কোনো সাদৃশ্য আছে কী? তোমার মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সমগ্র অর্থনীতির (যেমন : মোট ভোগ, মোট বিনিয়োগ, জাতীয় উৎপাদন, বেকারত্ব, সরকারের আয়-ব্যয়, মূল্যস্ফীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রভৃতি) আচরণ বিশ্লেষণ করা হয় তা হলো সামষ্টিক অর্থনীতি।

খ মুদ্রাস্ফীতির সাথে বেকারত্বের সম্পর্ক বিপরীত।

দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যস্তর বেড়ে যাওয়ার অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আর কোনো শ্রমিক বাজার মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ পায় না– এরা হলো বেকার। সাধারণত অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি কমলে বেকারত্ব বাড়ে। আবার মুদ্রাস্ফীতি বাড়লে বেকারত্ব কমে।

গ উদ্দীপকে ইরা ও নিরার দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাই হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ও ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ অধিকাংশ অর্থনৈতিক কাজ ব্যক্তি উদ্যোগে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়। তবে সরকার প্রয়োজনবোধে এসব ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এখানে স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন ও ভোগ নির্ধারিত হয়। এ দাম প্রক্রিয়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারি বিধি-নিষেধ দ্বারাও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উদ্দীপকে ইরা ও নিরা দুই বোন। ইরা একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করেন অপরদিকে নিরা একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে ন। নিরার চেয়ে ইরা বেশি বেতন পান।

বিষয়টি মিশ্র অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশের মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, ইরা ও নিরার দেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে ইরা ও নিরার মামার কর্মরত দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বাংলাদেশের মিশ্র অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য নেই।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর সরকারি মালিকানা থাকে। অন্যদিকে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে।

উদ্দীপকে ইরা ও নিরার মামা এমন একটি দেশে চাকরি করেন যেখানে উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্রীয় নির্দেশে পরিচালিত হয় এবং সেখানে ভোক্তার স্বাধীনতার অভাব দেখা যায়। এটি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে বাংলাদেশে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। আর সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে মিশ্র অর্থনীতির কিছু অমিল রয়েছে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা দাম নির্ধারণ হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দামসংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার হাতে ন্যস্ত থাকে। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটে। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে সরকারি উদ্যোগে সমস্যা সমাধান করা হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ পাশাপাশি বিরাজ করে। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে ইরা ও নিরার মামার কর্মরত দেশে বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের মিশ্র অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য নেই।

প্রশ্ন ▸ ০২ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছক-A	ছক-B
ধান, গম, ডাল, আলু, পাট, রেশম।	চুনাপাথর, কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস

ক. মধ্যবর্তী দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. সঞ্চয় বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'A' এর দ্রব্যগুলো অর্থনীতিতে কোন ধরনের সম্পদ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ছক 'B' এর সম্পদগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে–উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব উৎপাদিত দ্রব্য সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না করে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাকে মধ্যবর্তী দ্রব্য বলে।

খ মানুষ আয় করে ভোগ করার জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন

পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন : S = Y – C (যখন Y > C)
এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ছক 'A' এর দ্রব্যগুলো হলো কৃষি সম্পদ।
বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে রয়েছে পলিসমৃদ্ধ উর্বর কৃষিজমি। আমাদের জমির উর্বরতা, অনুকূল আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, নদ-নদী প্রভৃতি কৃষি উৎপাদনের সহায়ক। এ দেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট খাদ্য শস্য উৎপাদিত হয়েছিল ৪৫৪.০৪ লাখ মেট্রিক টন। আমাদের কৃষিক্ষেত্রে ধান, গম, ডাল, আলু, তৈলবীজ, ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যশস্য এবং পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, রেশম প্রভৃতি অর্থকরী ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের প্রায় ৬৩% লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। ২০১৬-১৭ সালের Labor Force Survey অনুযায়ী দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬২% কৃষিতে নিয়োজিত। জাতীয় আয়ের (জিডিপি-র)প্রায় ১৩.৩৫% কৃষি থেকে আসে।
উদ্দীপকের ছক-A এ ধান, গম, ডাল, আলু, পাট, রেশম সম্পদের কথা বলা হয়েছে। যা কৃষি সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, ছক-A এর দ্রব্যগুলো অর্থনীতির কৃষি সম্পদ।

ঘ "উদ্দীপকে ছক-B এর সম্পদগুলো তথা খনিজ সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে"– উক্তিটি যথার্থ।
বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। তবে এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। যেমন– প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, চীনামাটি, সিলিকা, বালু, গন্ধক, কঠিন শিলা ইত্যাদি।
উদ্দীপকের ছক-B এ চুনাপাথর, কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের কথা বলা হয়েছে যা খনিজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। সিমেন্ট, কাচ, কাগজ, সাবান, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি উৎপাদনে চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ইট ভাটায় ব্যাপকভাবে কয়লা ব্যবহৃত হয়। খনিজ তেল পরিশোধিত করে গ্যাসোলিন, ডিজেল, কেরোসিন, পিচ্ছিলকারক তেল, প্যারাফিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি চালাতে পেট্রোল ও ডিজেল ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। এ গ্যাস রাসায়নিক সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, কলকারখানা ও গৃহে এ গ্যাস জালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ছক 'B' এর সম্পদগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ নিচের একটি পণ্যের চাহিদা সূচি দেখানো হলো :

প্রতি একক পণ্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
২০	৫
১৫	১০
১০	১৫
৫	২০

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. যোগান রেখা ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয় কেন? ২
গ. উল্লিখিত সূচি হতে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ক্রেতার আয় বৃদ্ধি ও রুচির পরিবর্তন ঘটলে উক্ত রেখার কোনো পরিবর্তন হবে কি? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ দামের সাথে যোগানের সমমুখী সম্পর্কের কারণে যোগান রেখা বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী হয়।

সাধারণত দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। যোগান রেখার লম্ব অক্ষে থাকে দাম এবং ভূমি অক্ষে থাকে যোগানের পরিমাণ। দাম যত বেড়ে উপরের দিকে আসে, যোগানের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পেয়ে ভূমি অক্ষের ডানদিকে সরতে থাকে। ফলে যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

গ একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে কোনো দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা হয়, তা যে রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে চাহিদা রেখা বলে।
উদ্দীপকে প্রদত্ত উপরের সূচি থেকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো :

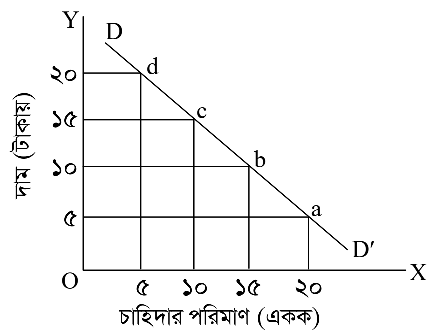

চিত্র : চাহিদা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) পণ্যের দাম দেখানো হয়েছে। পণ্যের দাম যখন ২০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৫ একক। এখন OY অক্ষের ২০ সূচক এবং OX অক্ষের ৫ একক সূচক বিন্দু থেকে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে তারা পরস্পর a বিন্দুতে মিলিত হয়। এভাবে b, c ও d বিন্দুতে যথাক্রমে ১৫ টাকায় ১০ একক, ১০ টাকায় ১৫ একক এবং ৫ টাকায় ২০ একক পণ্যের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এবার a, b, c ও d বিন্দুগুলোকে যোগ করলে আমরা DD' রেখা পাব। এই DD' রেখাই চাহিদা রেখা।

ঘ হ্যাঁ, আয় বৃদ্ধি ও রুচির পরিবর্তন ঘটলে উক্ত রেখা তথা চাহিদা রেখার পরিবর্তন হবে। চাহিদা রেখাটি ডানে স্থানান্তরিত হবে।
চাহিদা বিধি বা সূত্র বলতে বুঝি "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে।" [দাম (↑) - চাহিদা (↓) আবার দাম (↓) - চাহিদা (↑)]। দামের সাথে চাহিদার এরূপ বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে ইত্যাদি। অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত হলে চাহিদা বিধিটি কার্যকর হয় না এবং চাহিদা রেখাটি ডানে বা বামে স্থানান্তরিত হয়।

ক্রেতার আয় বৃদ্ধি ও রুচির পরিবর্তন হলে চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তর হবে। বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–

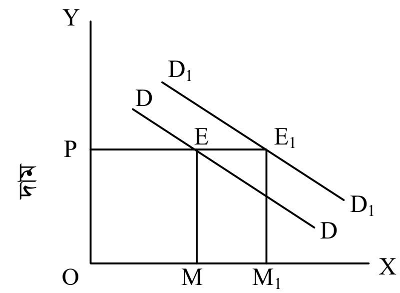

চাহিদার পরিমাণ

চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। DD হলো প্রাথমিক চাহিদা রেখা। এক্ষেত্রে OP হলো দাম এবং OM হলো প্রাথমিক চাহিদা, যা E বিন্দুতে দেখানো হয়েছে। এখন যদি দাম স্থির থেকে ভোক্তার আয় বৃদ্ধি ও রুচির পরিবর্তন হয় তাহলে চাহিদা বেড়ে যাবে। ফলে নতুন চাহিদা রেখা D_1D_1 হবে এবং চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে OM_1 হবে, যা E_1 বিন্দুতে দেখানো হয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, আয় বৃদ্ধি ও রুচির পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা রেখা ডানে স্থানান্তর হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৪ **ঘটনা-১ :** দই ব্যবসায়ী রতন মিয়া বগুড়ার বিখ্যাত দই ক্রয় করে দেশের বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করে থাকেন। এতে তিনি ব্যবসায়ের পাশাপাশি আর্থিকভাবে বেশ লাভবানও হয়ে উঠেন।

ঘটনা-২ : এ বছর আলুর মৌসুমে বেশ আলুর ফলন হওয়াতে বাজারে দাম কম তাই কৃষক মনু মিয়া আলু বিক্রি না করে কিছুদিন আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করে রাখেন। পরে দাম বাড়লে তিনি বেশি টাকায় আলু বিক্রি করেন।

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. সামাজিক ব্যয় বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপক-১ এ রতন মিয়ার কাজটি অর্থনীতিতে উৎপাদনের কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করেছে? ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. ''কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে মনু মিয়ার সিদ্ধান্তটি সময়োপযোগী''–উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাই হলো উৎপাদন।

খ উৎপাদন বা ভোগ করতে গেলে উৎপাদন বা ভোগ প্রক্রিয়ার বাইরে সমাজের নানা ব্যক্তি অনেক সময় পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে যে মোট অর্থের প্রয়োজন পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থই হলো সামাজিক ব্যয়।

গ উদ্দীপক-১ এ রতন মিয়ার কাজটি অর্থনীতিতে উৎপাদনের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করেছে।

কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি। তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট যে উপযোগের সৃষ্টি হয় সেটি স্থানগত উপযোগ।

উদ্দীপকে ঘটনা-১ এ দই ব্যবসায়ী রতন মিয়া বগুড়ার বিখ্যাত দই ক্রয় করে দেশের বিভিন্ন বাজারে সরবরাহ করে থাকেন। এতে তিনি ব্যবসায়ের পাশাপাশি আর্থিকভাবে বেশ লাভবানও হয়ে উঠেন। স্থান পরিবর্তন করার কারণে সে বেশি দামে দই বিক্রি করতে পারছে। এতে সে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। মূলত স্থান পরিবর্তনের কারণেই দইয়ের অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলা যায়, রতন মিয়ার কাজটি অর্থনীতিতে উৎপাদনের স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করছে।

ঘ "কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে মনু মিয়ার সিদ্ধান্তটি সময়োপযোগী"– উক্তিটি যথার্থ।

সংগঠক বা উদ্যোক্তা নিজের কর্মসংস্থানের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। মূলত সংগঠকগণ কঠোর পরিশ্রম, সততা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য তথা তাদের সংগঠনের পরিধি বৃদ্ধি করে। ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হন।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ বছর আলুর মৌসুমে বেশ আলুর ফলন হওয়াতে বাজারে দাম কম তাই কৃষক মনু মিয়া আলু বিক্রি না করে কিছুদিন আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করে রাখেন। পরে দাম বাড়লে তিনি বেশি টাকায় আলু বিক্রি করেন। এখানে মনু মিয়ার আলুর যে অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্ট করেছেন এর জন্য তাকে অর্থ ব্যয় করতে হয়নি। তিনি শুধু পূর্বের উৎপাদিত দ্রব্য সংরক্ষণ করে বেশি দামে বিক্রি করেন। এতে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি যদি আলুর মৌসুমেই আলু বিক্রি করতেন তাহলে আলুর ন্যায্য মূল্য পেতেন না। কিছুদিন সংরক্ষণ করে পরে বেশি দামে বিক্রি করে আলুর ন্যায্য মূল্য পান। মনু মিয়া সময়গত উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

সুতরাং বলা যায়, কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে মনু মিয়ার সিদ্ধান্তটি সময়োপযোগী।

প্রশ্ন ▸ ০৫ **দৃশ্য-১ :** 'X' নামক একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের একজন জনপ্রিয় ক্রিকেটারকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে। ফলে তাদের পণ্য বাজারে দ্রুত পরিচিতি লাভ করে এবং কোম্পানিটি প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

দৃশ্য-২ : জনাব 'Y' বাজারে গিয়ে দেখলেন অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা আম ক্রয়-বিক্রয় করছে। আমগুলো গুণে ও মানে বিভিন্ন রকম। তিনি আমগুলো দরকষাকষির মাধ্যমে পছন্দসই আম কিনলেন।

ক. একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাকে বলে? ১

খ. স্বল্পকালীন বাজার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. দৃশ্য-১ এ নির্দেশিত বাজারটি কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর দৃশ্য-২ এর বাজারটি ক্রেতাদের জন্য কল্যাণকর? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায় এমন সব দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া উৎপাদন সমন্বয়ে যে বাজার গড়ে উঠে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন– গায়ে মাখার সাবান।

খ যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে যোগান সামান্য পরিবর্তিত হয় তাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে।

স্বল্পকালীন বাজারের স্থায়িত্বকাল কম হয়। এই বাজারে ফার্ম নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থেকে পরিবর্তনশীল উপকরণগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে যোগানে খানিকটা পরিবর্তন আনতে পারে। আবার বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কমে গেলে ফার্ম উৎপাদন কমাতেও পারে বা বাজারের অবস্থা খুব খারাপ হলে উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধও করে দিতে পারে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে দ্রব্যের চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনে যোগান কিছুটা সাড়া দিতে সক্ষম হয়।

গ দৃশ্য-১ এ নির্দেশিত বাজারটি অলিগোপলি বাজার।
অলিগোপলি এমন এক বাজারব্যবস্থা যেখানে কতিপয় বিক্রেতা ও অনেক ক্রেতা সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করেন, এ ধরনের বাজারে একজন বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যেমন, "টেলিযোগাযোগ খাতের" ফার্ম তার পণ্যের বিজ্ঞাপনে একজন চলচ্চিত্রের নায়ককে ব্যবহার করলেন। সেটা পর্যবেক্ষণ করে আরেকটি ফার্ম তার বিজ্ঞাপনে একজন জনপ্রিয় খেলোয়াড়কে ব্যবহার করে ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন।
দৃশ্য-১ এ 'X' নামক একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের একজন জনপ্রিয় ক্রিকেটারকে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করে। ফলে তাদের পণ্য বাজারে দ্রুত পরিচিতি লাভ করে এবং কোম্পানিটি প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। যা অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, দৃশ্য-১ এ নির্দেশিত বাজারটি হলো অলিগোপলি বাজার।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি দৃশ্য-২ এর পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারটি ক্রেতাদের জন্য কল্যাণকর।
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বেচা-কেনা করে বিধায়, কেউ এককভাবে তার নির্ধারিত দাম প্রভাবিত করতে পারে না। এজন্য ক্রেতাদের দাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় পড়তে হয় না।
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত থাকায় কোনো বিক্রেতা কম-বেশি দামে তা বিক্রি করে অন্য বিক্রেতার ক্রেতাকে নিজের পণ্যের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এছাড়াও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্য সমজাতীয় হওয়ায় ক্রেতা-বিক্রেতা নির্বিঘ্নে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারেন। আর এ বাজারের ক্রেতারা দ্রব্যের দাম সম্বন্ধে পূর্ণভাবে জ্ঞাত থাকেন।
ভোক্তা স্বাধীনবাবে বাজার থেকে তার পছন্দের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। এক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতার ওপর কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এবাজার থেকে ক্রেতা অধিক উকপৃত হয়।
সুতরাং বলা যায়, দৃশ্য-২ এর বাজারটি ক্রেতাদের জন্য কল্যাণকর।

প্রশ্ন ▶ ০৬ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক	Σ খাজনা + Σ মজুরি + Σ সুদ + Σ মুনাফা
খ	বনজসম্পদ, খনিজ ও খনন, বিদ্যুৎ, রিয়েল এস্টেট

ক. মোট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
খ. মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে ছক 'ক' অংশে GDP পরিমাপের কোন পদ্ধতিকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে ছক 'খ' এর খাতগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট দেশজ আয় পরিমাপ পদ্ধতিতে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়।

খ মাথাপিছু GDP বলতে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদনকে মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

$$\text{সূত্রাকারে, মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$$

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের গড় প্রধান সূচক। বিশ্বব্যাংকের ধ্যানধারণা অনুসারে এ সূচক দ্বারা দেশটি কি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট স্তরের বেশি হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত, আর যদি তা থেকে কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল।

গ উদ্দীপকে ছক 'ক' অংশে GDP পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে
আয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো একটি অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টি। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব একটি দেশ কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয়ের (যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফা) যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলা হয়। অর্থাৎ $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। যেখানে r, w, i ও π হলো যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা; $\sum$ সমষ্টি। সুতরাং উদ্দীপকের ছকে 'ক' দ্বারা (খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা) জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিটিই নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে ছক 'খ'-এর খাতগুলো বাংলাদেশের মোট দেশজ আয় পরিমাপ পদ্ধতিতে উৎপাদনের দিক থেকে সম্পৃক্ত হয়।
উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য হিসাব করা হয়। পরবর্তীতে যোগ করে মোট দেশজ আয় পরিমাপ করা হয়। এ পদ্ধতিতে চলতি ও স্থির উভয় মূল্যেই দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে জিডিপি গণনা করা হয়।
উদ্দীপকের ছক-'খ'-এর খাতগুলো হলো– বনজসম্পদ, খনিজ ও খনন, বিদ্যুৎ, রিয়েল এস্টেট সম্পদ। উক্ত ৪টি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ১৫টি খাতের অন্তর্ভুক্ত। তাই মোট দেশজ আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে খাতগুলো থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের আর্থিক মূল্য বের করতে হবে। পরবর্তীতে তার যোগফল বের করতে হবে।
বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ১৫টি খাতে বিভক্ত করে খাতওয়ারি উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এ ১৫ খাতের উৎপাদন মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়। ১৫টি খাতের মধ্যে বনজ খনিজ, বিদ্যুৎ ও রিয়েল এস্টেট সম্পদ অন্যতম। তাই মোট উৎপাদিত সম্পদও গণনায় আওতা দৃঢ় হয়। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ছক-'খ' এর খাতগুলো বাংলাদেশের মোট আয় পরিমাপ পদ্ধতিতে উৎপাদনের খাত হিসেবে সম্পৃক্ত হয়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ নিচের ছবিটি লক্ষ কর :

'X'	*i.*	১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
	ii.	স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে।
	iii.	সর্বোচ্চ ১৮ মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়।
'Y'	*i.*	২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
	ii.	পাট, চামড়া ও সার শিল্প উন্নয়নে ঋণ প্রদান করে।
	iii.	ঋণ পরিশোধের সময় সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর।

ক. প্রতীক মুদ্রা কাকে বলে? ১

খ. নিকাশ ঘর বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' দ্বারা কোন ব্যাংককে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে"—বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মুদ্রার ধাতব মূল্য তার দৃশ্যমান মূল্যের চেয়ে কম থাকে তাকে প্রতীক মুদ্রা বলে।

খ নিকাশ ঘর বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে বোঝায়। দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার আদান প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ লেনদেনের নিকাশ ঘর হিসেবে পারস্পরিক দেনা পাওনার হিসাব পরিশোধ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' দ্বারা বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংককে নির্দেশ করে।

২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর সরকার ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদের মধ্যে Vendors Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা নামের প্রতিষ্ঠান দুটি একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড গঠিত হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত 'Y' ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৯ সালে। এর ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি প্রতিষ্ঠান একীভূত করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের গঠন ও কার্যপ্রক্রিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। এ ব্যাংক সাধারণত আমাদের দেশের সাথে সম্পৃক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে ঋণ প্রদান করে। যেমন– পাটশিল্প, চিনিশিল্প, চামড়াশিল্প ও সারশিল্প ইত্যাদি। এছাড়াও এ ব্যাংক সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন শিল্প নির্মাণ, পুরাতন শিল্প সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। এ ব্যাংকের ঋণ প্রদানের সময়সীমা সর্বোচ্চ ২০ বছর। স্বনির্ভরতা অর্জন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে মেয়াদি ঋণ প্রদান করে। ব্যাংকটি নারীদেরকে আত্মনির্ভরশীল করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করে। এছাড়া বেসরকারিভাবে শিল্প উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান ও শিল্প কার্যক্রমের রূপরেখা প্রণয়ন করে।

ঘ "উদ্দীপকে বর্ণিত 'X' প্রতিষ্ঠানটি তথা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে" মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাদেশের কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পর রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের কৃষক ও কৃষির উন্নতি এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য। পূর্বে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্র কৃষকরা ঋণের সুবিধা পেতেন না। বর্তমানেও সাধারণ ব্যাংক ব্যবস্থায় কৃষিঋণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কৃষি ব্যাংক ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের ঋণ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষায়িত ব্যাংক।

উদ্দীপকে 'X' এর প্রতিষ্ঠান ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে, সর্বোচ্চ ১৮ মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এটি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে নির্দেশ করে।

কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ও কৃষির সাথে জড়িত খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেয়। এছাড়া হাঁস-মুরগি, পশুপালন, মৌমাছি ও গুটিপোকার চাষ, মৎস্য খামার স্থাপন ইত্যাদির জন্য ঋণ দেয়, যা বেকার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

সুতরাং বলা যায়, 'X' প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ০৮ নিচের ছকটি লক্ষ কর :

ছক-'M'	ছক-'N'
ধান, গম, পাট, আলু তৈলবীজ, পটল, ডাল।	সিমেন্ট শিল্প, চামড়া শিল্প হোসিয়ারি শিল্প, পাট শিল্প, কাগজ শিল্প।

ক. SPM-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১

খ. বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি হওয়ার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকের 'M' ছকের পণ্যগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত 'M' ও 'N' খাত দুটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একে অপরের পরিপূরক।"—বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক SPM-এর পূর্ণরূপ হলো– Single Point Mooring।

খ রপ্তানি আয়ের চেয়ে আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ার কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি হয়।

একটি দেশে সাধারণ জনগোষ্ঠীর বহুমুখী চাহিদা পূরণ এবং উন্নয়নের জন্য ভোগ্য পণ্য ও মূলধনী দ্রব্য আমদানি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে আমদানি ব্যয় সাধারণত রপ্তানি আয়ের তুলনায় বেশি হয়। এজন্য বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা যায়। এটাই বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি।

গ উদ্দীপকের 'M' ছকের পণ্যগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।

ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত কার্যক্রমকে কৃষিকাজ বোঝায়। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন এবং বনায়নও কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যশস্য যেমন– ধান, গম, যব, তৈলবীজ, শিম, লাউ, মটরশুঁটি, আলু, ফলমূল ইত্যাদি জনগণের খাদ্য চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করে। আবার শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনেক কাঁচামালের যোগানও কৃষি থেকে আসে। আখ, পাট, চা পাতা ইত্যাদি কাঁচামালের ওপর নির্ভর করেই পাট, চিনি, চা, কাগজ ইত্যাদি শিল্প

গড়ে উঠেছে। শস্য উৎপাদন ছাড়া কৃষির অন্যান্য উপখাত হলো পশুপালন, মৎস্য চাষ ও বনজ সম্পদ।

উদ্দীপকের ছক– 'M' এ ধান, গম, পাট, আলু, তৈলবীজ, পটল, ডাল উল্লেখ করা হয়েছে, যা কৃষি খাতে উৎপাদিত পণ্য। তাই বলা যায়, 'M' ছকের পণ্যগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ "উদ্দীপকে উল্লিখিত 'M' হলো কৃষি খাত এবং 'N' হলো শিল্প খাত। এ দুটি খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একে অপরের পরিপূরক।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিল্প কৃষিভিত্তিক। যেমন– পাট, চা, চামড়া চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কৃষি হতে আসে। তাই আমাদের দেশে সেসব অঞ্চলে আঞ্চলিক শিল্পায়ন ঘটে, যেমন– ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাট শিল্প; চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চা শিল্প; উত্তরবঙ্গে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষক এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে। জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি বেশি বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।

আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত বাঁশ-বেত ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ওষুধ ইত্যাদি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষির আধুনিকীকরণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমাদনি ব্যয় কমবে, যা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক।

প্রশ্ন ▶ ০৯ 'P' নামক রাষ্ট্রে নাগরিকদের উচ্চ গড় আয়ুষ্কাল, দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত মূলধন রয়েছে।

অপরদিকে 'Q' নামক রাষ্ট্রে 'P' নামক রাষ্ট্রের ঠিক বিপরীত অবস্থা বিদ্যমান। তবে সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি হচ্ছে।

ক. মানব সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'P' নামক রাষ্ট্রটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে কোন শ্রেণির দেশের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের 'Q' নামক রাষ্ট্রটিকে 'P' নামক রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক বলে তুমি মনে কর?–বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক জনসংখ্যার যে অংশ যখন শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হয় তখন তাদেরকে মানবসম্পদ বলে।

খ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি অনুন্নত দেশের অনুন্নয়নের জন্য দায়ী কারণগুলো চক্রাকারে আবর্তিত হতে থাকে।

অনুন্নত দেশে উৎপাদন কম হয় বলে জনগণের মাথাপিছু আয় কম। ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা তথা চাহিদা কমে যায়। এতে বিনিয়োগ প্রবণতা হ্রাস পায়, যার কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূলধন গঠন সম্ভব হয় না। এরূপ মূলধন স্বল্পতার কারণে উৎপাদনও কম হয়। এভাবে এ কারণগুলো পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হতে থাকে, যা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'P' নামক রাষ্ট্রটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে উন্নত শ্রেণির দেশের অন্তর্ভুক্ত।

যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে, এমন দেশকে বলে উন্নত দেশ। এসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এ ধরনের দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

উদ্দীপকে 'P' নামক রাষ্ট্রে নাগরিকদের উচ্চ গড় আয়ুষ্কাল, দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত মূলধন রয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য উন্নত দেশের অর্থনীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, 'P' নামক রাষ্ট্রটি উন্নয়নের মাপকাঠিতে উন্নত দেশ।

ঘ উদ্দীপকের 'Q' নামক রাষ্ট্রটিকে 'P' নামক রাষ্ট্রের পর্যায়ে উন্নীত করতে হলে ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

উন্নয়নশীল দেশে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচি নেওয়া জরুরি। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি এক সময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।

উদ্দীপকে 'P' নামক রাষ্ট্রে নাগরিকদের উচ্চ গড় আয়ুষ্কাল, দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত মূলধন রয়েছে। যা উন্নত দেশকে নির্দেশ করে। অপরদিকে 'Q' নামক রাষ্ট্রে 'P' নামক রাষ্ট্রের ঠিক বিপরীত অবস্থা বিদ্যমান। তবে সরকারের একান্ত প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি হচ্ছে। যা উন্নয়নশীল দেশের সাথে মিল রয়েছে। 'Q' দেশকে উন্নত দেশের পর্যায়ে নিতে হলে কৃষির ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিল্পনির্ভর করতে হবে। পাশাপাশি পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে মাথাপিছু আয় ও জাতীয় আয় বাড়বে। এভাবে অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে 'Q' দেশকে 'P' দেশটির পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে।

প্রশ্ন ▶ ১০ সালমান সাহেব একটি পোশাক কোম্পানিতে চাকরি করতেন। গত করোনা মহামারির কারণে তার চাকরি চলে যায়। এ কারণে তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে গ্রামে চলে আসেন এবং কিছু দিন কর্মহীন অবস্থায় থাকার পর স্থানীয় বাজারে একটি ব্যবসা শুরু করেন।

অপরদিকে হামিদা বেগম এস,এস,সি পাস করার পর বেকার বসে না থেকে তার শিক্ষকের পরামর্শে যুব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে হস্তশিল্পের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরপর ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি বাড়ীতে হস্তশিল্প কারখানা গড়ে তুলেছেন এবং উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করে বেশ আয় করছেন।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে? ১
খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. সালমান সাহেবের কর্মহীন অবস্থাকে অর্থনীতিতে কোন ধরনের বেকারত্ব নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "হামিদা বেগমের মতো নারীদের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখছে।"–উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কর্মক্ষম ব্যক্তির প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়ার অবস্থাটিকেই বেকারত্ব বলা হয়।

খ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি তথা জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা দীর্ঘকালে অর্থনীতিতে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হয় ও সমাজে নতুন গতিশীলতার সৃষ্টি হয়। উন্নয়ন কেবল উৎপাদনের পরিমাণবাচক পরিবর্তন ঘটায় না, গুণবাচক পরিবর্তনও আনে।

গ সালমান সাহেবের কর্মহীন অবস্থাকে অর্থনীতিতে সাময়িক বেকারত্বকে নির্দেশ করছে।

পেশা পরিবর্তনের কারণে যে বেকারত্ব সৃষ্টি হয় তাকে সাময়িক বেকারত্ব বলে। যেমন, একজন গার্মেন্টস শ্রমিক পেশা পরিবর্তন করে ব্যবসায় শুরু করার প্রস্তুতি নিল। সে যদি ৩ মাস কর্মহীন থাকে , তবে এ সময়টা সাময়িক বেকারত্ব বলে গণ্য হবে। আমাদের দেশসহ কার্যত সর্বত্রই এ ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে সালমান সাহেব একটি পোশাক কোম্পানিতে চাকরি করতেন। গত করোনা মহামারির কারণে তার চাকরি চলে যায়। এ কারণে তিনি স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের নিয়ে গ্রামে চলে আসেন এবং কিছু দিন কর্মহীন অবস্থায় থাকার পর স্থানীয় বাজারে একটি ব্যবসা চালু করেন। যা অর্থনীতিতে সাময়িক বেকারত্ব বলা যায়।

তাই বলা যায়, সালমান সাহেবের কর্মহীন অবস্থাকে অর্থনীতিতে সাময়িক বেকারত্বকে নির্দেশ করে।

ঘ "হামিদা বেগমের মতো নারীদের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখছে।" –উক্তিটি যথার্থ।

হামিদা বেগমের কাজটি হলো আত্ম-কর্মসংস্থান। আর আত্ম-কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কোনো ব্যক্তি নিজের অর্থে বা ঋণের মাধ্যমে স্বল্প সম্পদ এবং নিজস্ব জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে নিজ উদ্যোগে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকলে তাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষ পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে। এটি মানুষকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ে। এর ফলে আয় বাড়ে। ছোটো পরিসরে হলেও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অল্প মূলধনের সাহায্যে সহজেই উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যায়। এটি অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, হামিদা বেগম একজন শিক্ষিত নারী। তিনি হস্তশিল্পে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ হওয়ায় ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে তার বাড়িতে হস্তশিল্প কারখানা গড়ে তুলেছেন এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বেশ আয় করছেন। এভাবে হামিদা বেগম আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠার পাশাপাশি বহু শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করেছে। যার ফলে মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় এবং মোট জাতীয় আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সুতরাং বলা যায়, হামিদা বেগমের মতো নারীদের কর্মকাণ্ড দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে" উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১১ **দৃশ্যকল্প-১ :** মি. হারুন 'X' নামক রাষ্ট্রে বসবাস করেন। তার দেশের সরকার গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আয় ৩,৫০,০০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৪,০০,০০০ কোটি টাকা প্রদর্শন করেছেন।

দৃশ্যকল্প-২ : মি. ফরিদ 'Y' নামক রাষ্ট্রে বসবাস করেন। তার দেশের সরকার গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেটের আয় ৩,০০,০০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় ২,৫০,০০০ কোটি টাকা প্রদর্শন করেছেন।

ক. আবগারি শুল্ক কাকে বলে? ১
খ. মূল্য সংযোজন কর বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে মি. হারুন সাহেবের 'X' নামক দেশটির বাজেটের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ ও দৃশ্যকল্প-২ এ প্রদর্শিত বাজেটের মধ্যে কোনটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নতিতে সহায়ক বলে তুমি মনে কর? ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাই আবগারি শুল্ক।

খ উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের এরূপ বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয় তার উপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ করা হয়, তাকে মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax-VAT) বলে। বর্তমানে আমাদের দেশে আমদানিকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ খাতের আওতা আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

গ উদ্দীপকে মি. হারুন সাহেবের 'X' নামক দেশটির বাজেটটি হলো ঘাটতি বাজেট।

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি দূর করার জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে থাকে।

উদ্দীপকে দৃশ্যকল্প-১ : মি. হারুন 'X' নামক রাষ্ট্রে বসবাস করেন। তার দেশের সরকার গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের আয় ৩,৫০,০০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৪,০০,০০০ কোটি টাকা প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং ঘাটতি (৩,৫০,০০০ - ৪,০০,০০০) = -৫০,০০০ কোটি টাকা।

তাই বলা যায়, মি. হারুন সাহেবের 'X' নামক দেশটির বাজেটটি হলো ঘাটতি বাজেট।

ঘ দৃশ্যকল্প-১ এর ঘাটতি বাজেট এবং দৃশ্যকল্প-২ এর উদ্বৃত্ত বাজেটের মধ্যে ঘাটতি বাজেট উন্নয়নশীল দেশের উন্নতিতে সহায়ক বলে মনে করি।

কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে। সরকার বাজেটের এ ঘাটতি দূর করার লক্ষ্যে জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ, নতুন অর্থ সৃষ্টি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক।

দৃশ্যকল্প-১ এ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে আয় ৩,৫০,০০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৪,০০,০০০ কোটি টাকা। ঘাটতি (৩,৫০,০০০ - ৪,০০,০০০) = -৫০,০০০ কোটি। অন্যদিকে দৃশ্যকল্প-২ এ আয় ৩,০০,০০০ কোটি টাকা এবং ব্যয় ২,৫০,০০০ কোটি টাকা। উদ্বৃত্ত (৩,০০,০০০ - ২,৫০,০০০) = ৫০,০০০ কোটি টাকা। উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাব পুরনো সমস্যা। এটি উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। এ অবস্থায় ঘাটতি বাজেট ও সরকারি ঋণ গ্রহণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঘাটতি বাজেট উন্নতিতে সহায়ক।

বরিশাল বোর্ড–২০২৪

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড : | 1 | 4 | 1 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. **বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কয়টি?**
K ২ L ৩ M ৪ N ৫

২. **চলতি বাজেটের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?**
K ব্যয়ের খাতগুলো প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়
L সাধারণত ঘাটতি থাকে
M মূল লক্ষ্য দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন
N প্রতি বছর ব্যয়ের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়

৩. **ধর তুমি ব্যাংকে একটি হিসাব খুললে, যেখান থেকে সপ্তাহে দুবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না। তোমার হিসাবটি কোন ধরনের আমানত?**
K চলতি L সঞ্চয়ী M স্থায়ী N মেয়াদি

৪. **স্বাভাবিক মুনাফার শর্ত কোনটি?**
K মোট আয় > মোট ব্যয় L মোট আয় < মোট ব্যয়
M মোট আয় ≠ মোট ব্যয় N মোট আয় = মোট ব্যয়

৫. **মূলধনের আয়কে কী বলে?**
K খাজনা L মজুরি M সুদ N মুনাফা

৬. **অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে কয়টি শর্ত পূরণ করতে হয়?**
K ২ L ৩ M ৪ N ৫

৭. **'Oikonomia' কোন ভাষার শব্দ?**
K ইংরেজি L গ্রিক M হিব্রু N ল্যাটিন

৮. বাংলাদেশে পানির উৎস প্রধানত কয়টি?
K ২ L ৩ M ৪ N ৫

৯. **যোগান বিধি অনুসারে যোগান রেখার আকৃতি কেমন হয়?**
K বাম থেকে ডানে ঊর্ধ্বগামী L বাম থেকে ডানে নিম্নগামী
M লম্ব অক্ষের সমান্তরাল N ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০ ও ১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

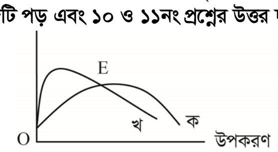

১০. **চিত্রে 'ক' রেখা দ্বারা কোন ধরনের উৎপাদনকে নির্দেশ করা হয়েছে?**
K মোট উৎপাদন L প্রান্তিক উৎপাদন M গড় উৎপাদন N স্থির উৎপাদন

১১. **চিত্রে E বিন্দুতে –**
i. AP = MP ii. AP সর্বোচ্চ iii. MP সর্বোচ্চ
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১২. **অতি স্বল্পকালীন বাজারের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?**
K চাহিদা স্থির থাকে L অবকাঠামো পরিবর্তন হয়
M যোগান কিছুটা পরিবর্তন হয় N যোগান স্থির থাকে

১৩. **'Y = C + I + G' – সমীকরণটি জাতীয় আয় নির্ণয়ের কোন পদ্ধতিটি নির্দেশ করে?**
K উৎপাদন L আয় M ব্যয় N নিট জাতীয় আয়

১৪. **নিচের কোনটি অ-রূপান্তরযোগ্য নোট?**
K ৫০ টাকা L ২০ টাকা M ১০ টাকা N ২ টাকা

১৫. **নিচের কোন বৈশিষ্ট্যটি বাংলাদেশের অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?**
K অধিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগ L প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার
M উন্নত জীবনযাত্রার মান N অধিক কর্মসংস্থান

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'X' দেশে মানুষ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করে। অন্যদিকে 'Y' দেশের মানুষ দরিদ্রতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে না এবং কৃষি কাজে এখনো গরু ও লাঙলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

১৬. **উন্নয়নের মাপকাঠিতে 'X' দেশটি কোন ধরনের দেশ?**
K উন্নয়নশীল L অনুন্নত M উন্নত N মধ্যম আয়

১৭. **'Y' দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য –**
i. কৃষির আধুনিকায়ন করতে হবে ii. রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে
iii. কারিগরি জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

১৮. **বাজেটের ঘাটতি পূরণে মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রা ছাপালে নিচের কোনটি ঘটবে?**
K অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে L দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে
M অর্থনীতির ভিত্তি মজবুত হবে N আয় বৈষম্য দেখা দেবে

১৯. **উপযোগ কী ধরনের ধারণা?**
K মানসিক L সাংখ্যিক M স্থানগত N সময়গত

২০. **'কাঠ হতে চেয়ার তৈরি' কোন ধরনের উপযোগ নির্দেশ করে?**
K সেবাগত L রূপগত M সময়গত N মালিকানাগত

২১. **মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্বের মধ্যে সম্পর্ক কীরূপ?**
K ধনাত্মক L ঋণাত্মক M সমমুখী N সম্পর্কহীন

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

কলাম 'A'	কলাম 'B'
তুলা, কয়লা, পাথর	বিমান, হাসপাতাল

২২. **কলাম 'A' দ্বারা কোন ধরনের সম্পদকে নির্দেশ করে?**
K খনিজ সম্পদ L মানবিক সম্পদ M প্রাকৃতিক সম্পদ N বনজ সম্পদ

২৩. **কলাম 'B' দ্বারা নির্দেশিত সম্পদটি –**
i. অভাব মোচনের ক্ষমতা রাখে ii. প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের সমন্বয়ে সৃষ্টি
iii. হস্তান্তরযোগ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

২৪. **নিচের কোন সমীকরণটি সঠিক?**
K NNP = GNP – CCA L NNP = GNP + CCA
M NNP = GNP × CCA N NNP = GNP ÷ CCA

২৫. **শক্তি ফাউন্ডেশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
K ১৯৭২ L ১৯৭৫ M ১৯৮৬ N ১৯৯২

২৬. **কোন বাজারটি 'কতিপয় বিক্রেতার বাজার' হিসেবে পরিচিত?**
K পূর্ণ প্রতিযোগিতা L অলিগোপলি
M মনোপলি N একচেটিয়া প্রতিযোগিতা

২৭. **VAT-এর পূর্ণরূপ কোনটি?**
K Value Accept Tax L Value Added Tax
M Valuable Added Tax N Valuable Accept Tax

২৮. **ব্যাংক সৃষ্ট মুদ্রাকে অর্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ –**
i. এটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়
ii. এটি গ্রহণে আমরা আইনত বাধ্য
iii. এর মাধ্যমে লেনদেন নিষ্পত্তি করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে GDP পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির কথা বলেন। তিনি এমন একটি পদ্ধতির কথা বলেন যেখানে GDP নির্ণয়ে শুধু চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য বিবেচনা করা হয়।

২৯. **শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে GDP পরিমাপের কোন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন?**
K আয় L ব্যয় M উৎপাদন N উপকরণ

৩০. **উদ্দীপকে চূড়ান্ত দ্রব্যের মূল্য ব্যতীত অন্য কোনো দ্রব্যের মূল্য বিবেচনা করলে –**
i. দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা দেবে
ii. প্রাপ্ত GDP প্রকৃত GDP এর চেয়ে বেশি হবে
iii. অর্থনীতির সঠিক চিত্র ফুটে উঠবে
নিচের কোনটি সঠিক?
K i ও ii L i ও iii M ii ও iii N i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড–২০২৪

অর্থনীতি (সৃজনশীল)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[দ্রষ্টব্য : **ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো** সাতটি **প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।**]

১। মি. শাহেদ 'A' দেশে বসবাস করেন। তিনি একটি হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন করলেন। তার মুনাফা দেখে তার কয়েকজন বন্ধুও কয়েকটি হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা করলেন। অন্যদিকে মি. জাহেদ তার দেশ 'B' তে একটি খেলনা কারখানা স্থাপন করতে চাইলেন কিন্তু সরকার অনুমতি দিলেন না। তার দেশের সকল কারখানা সরকার পরিচালনা করেন।

(ক) ইসলামী অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
(খ) এল. রবিন্স-এর অর্থনীতির সংজ্ঞাটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'B' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা কর। ৪

২। নিচের টেবিল দুইটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

টেবিল-A	টেবিল-B
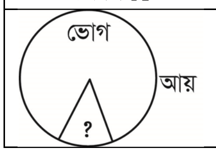	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি পাওয়া যায়। এরা পরিবেশের ভার সাম্য বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

(ক) সম্পদ কাকে বলে? ১
(খ) 'নদীর পানিকে' অবাধলভ্য দ্রব্য বলা হয় কেন? ২
(গ) ট্রেবিল-A এর '?' স্থানে কোনটি বসবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) টেবিল-B এ বর্ণিত সম্পদটি কীভাবে বাংলাদেশের অর্থে সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে? তোমার মতামত দাও। ৪

৩।

কমলার একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	১০	১০
২য়	১৩	৩
৩য়	১৫	২
৪র্থ	১৬	১
৫ম	১৬	০

দৃশ্যপট-১

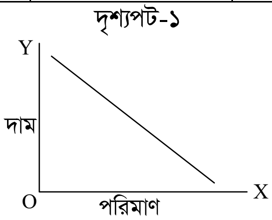

দৃশ্যপট-২

(ক) ভারসাম্য দাম কাকে বলে? ১
(খ) যোগান রেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) সূচি দৃশ্যপট-১ এর তথ্য ব্যবহার করে একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত বিধিটি কি সবসময়ই কার্যকর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। মিঠু বগুড়া অঞ্চলের একজন ফুল ব্যবসায়ী। সে যশোরের শার্শা হতে উন্নত মানের ফুলের চারা নিয়ে তার কৃষি জমিতে ফুলগাছ রোপণ করে। ১ম বছর ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে সে ১০,০০০ ফুল উৎপাদন করে। এভাবে ২য় বছরে ১২ জন শ্রমিক এবং ৩য় বছরে ১৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করে তার ফুলের উৎপাদন হয় যথাক্রমে ১২,০০০ এবং ১৩,০০০। পরবর্তী বছরে ১৬ জন শ্রমিক নিয়োগ করলেও উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থাকে।

(ক) মোট উৎপাদন কাকে বলে? ১
(খ) গড় উৎপাদন কীভাবে পাওয়া যায়? ২
(গ) উদ্দীপকে ফুলের চারা ক্রয় দ্বারা কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে নির্দেশিত বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। প্রেক্ষাপট-১ : জনাব আকমল তার মেয়ের বিবাহের অনুষ্ঠানের জন্য ৩০ কেজি দুধ ক্রয় করলেন। তিনি লক্ষ করলেন, বাজারে দুধ না থাকায় অনেক ক্রেতা দুধ ক্রয় করতে পারছেন না।

প্রেক্ষাপট-২ : 'ক' বাজারের উৎপাদিত পণ্যগুলো নিম্নরূপ :

'ক' বাজার
সাবান
তেল
চানাচুর

(ক) অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে? ১
(খ) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উপকরণের দাম সর্বত্র সমান থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) প্রেক্ষাপট-১ এর নির্দেশিত বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-২ এ নির্দেশিত বাজারের দাম বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। নিচের ছক দুটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছক-ক	ছক-খ
ভোগ ব্যয় = ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ = ২৫০ কোটি টাকা সরকারি ব্যয় = ২০০ কোটি টাকা আমদানি ব্যয় = ৯০ কোটি টাকা রপ্তানি আয় = ৬০ কোট টাকা	(i) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) (ii) 5G ইন্টারনেট (iii) সফট্ওয়্যার

(ক) CCA-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
(খ) সরকারি ঋণের সুদ GDP নির্ণয়ের সময় কেন বিবেচনা করা হয় না? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকের ছক-ক এর তথ্য ব্যবহার করে উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে GDP-র মান নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) "GDP এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে উদ্দীপকে নির্দেশিত ছক-খ এর নির্ধারকের ভূমিকা অনস্বীকার্য"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	বিবরণ
X	– ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে প্রতিষ্ঠিত – স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের জন্য সাধারণত ১৮ মাসের সময় দিয়ে থাকে
Y	– তিন উপায়ে আমানত গ্রহণ করে। – আমানতের নিরাপত্তা প্রদান করে।

(ক) প্রামাণিক মুদ্রা কাকে বলে? ১

(খ) 'পঞ্চাশ' টাকার নোটকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয় কেন? ২

(গ) উদ্দীপকে 'X' দ্বারা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "'Y' আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তিন ধরনের আমানতের বিপরীতে তিন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়।"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৮। 'গ' দেশের বিভিন্ন তথ্য নিচের সূচিতে দেওয়া হলো :

সাল (A-কলাম)	কৃষিখাতের অবদান (B-কলাম)	বৈদেশিক সাহায্য (C-কলাম)
১৯৭১	১০.৫০%	৩,০০০ কোটি টাকা
১৯৯১	১৬.৩০%	১,৮৯০ কোটি টাকা
২০১১	১৮.৭৫%	১,২০০ কোটি টাকা

(ক) শিল্প কাকে বলে? ১

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সেবাখাত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকের A এবং B কলাম ব্যবহার করে কৃষিখাতের অবদান লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে C কলামের তথ্য 'গ' দেশের ইতিবাচক অগ্রগতির পরিচয় তুলে ধরে"– তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯। সাহেলা ও রাহেলা দুইটি ভিন্ন দেশে বসবাস করে। তারা মেসেঞ্জারের মাধ্যমে তাদের তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। কথোপকথনের সময় সাহেলা জানায় যে, তাদের দেশের জনগণের আয় খুব কম, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে এবং অদক্ষ হওয়ায় নারীদের কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ নেই। রাহেলা প্রতিউত্তরে জানায় যে তাদের দেশে জনগণের আয় বেশি, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং দক্ষ নারী কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি। রাহেলা আরো জানায় যে, সাহেলাদের দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় হলো নিম্ন আয়।

(ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১

(খ) "দক্ষ জনশক্তি হলো উন্নয়নের পূর্বশর্ত"– ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলাদের দেশটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "সাহেলাদের দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় নিম্ন আয়"– তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০। দৃশ্যপট-১ : জনাব রাফিদ একজন শিল্পপতি। দেশের অভ্যন্তরে তিনি দিয়াশলাই কারখানা পরিচালনা করেন। এছাড়া, দিয়াশলাইয়ের কাঁচামাল হিসেবে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করেন। প্রতি বছর তার ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দৃশ্যপট-২ : 'ব' দেশের ২০২৪ সালের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ৭,৩০০ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত ব্যয় ৮,৫০০ কোটি টাকা।

(ক) সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ১

(খ) প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্দের পরিমাণ প্রকাশ করা হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) দৃশ্যপট-১ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী জনাব রাফিদ এর উপর কোন কোন ধরনের কর ধার্য করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত বাজেটটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর"– তুমি কি এ বিষয়ে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১।

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (কেজি)
১০	৭০	৬০
২০	৬৫	৬৫
৩০	৬০	৭০

চিত্র : ধানের চাহিদা ও যোগান সূচি

(ক) উপযোগ কী? ১

(খ) চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বিবেচনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

(গ) উপরের সূচি হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

(ঘ) উদ্দীপকের সূচির তথ্য ব্যবহার করে চিত্রের সাহায্যে বাজার ভারসাম্য বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	L	২	N	৩	L	৪	N	৫	M	৬	L	৭	L	৮	L	৯	K	১০	M	১১	K	১২	N	১৩	N	১৪	N	১৫	L
	১৬	M	১৭	N	১৮	N	১৯	K	২০	L	২১	L	২২	M	২৩	N	২৪	K	২৫	N	২৬	L	২৭	L	২৮	M	২৯	M	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ মি. শাহেদ 'A' দেশে বসবাস করেন। তিনি একটি হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপন করলেন। তার মুনাফা দেখে তার কয়েকজন বন্ধুও কয়েকটি হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা করলেন। অন্যদিকে মি. জাহেদ তার দেশ 'B' তে একটি খেলনা কারখানা স্থাপন করতে চাইলেন কিন্তু সরকার অনুমতি দিলেন না। তার দেশের সকল কারখানা সরকার পরিচালনা করেন।

ক. ইসলামি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১

খ. এল. রবিন্স-এর অর্থনীতির সংজ্ঞাটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'A' দেশের অর্থব্যবস্থার ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'B' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইসলামের মৌলিক নিয়মকানুনের ওপর বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অর্থব্যবস্থাই হলো ইসলামি অর্থব্যবস্থা।

খ অধ্যাপক এল. রবিন্স অর্থনীতির অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, "অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা মানুষের অসীম অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য দুষ্প্রাপ্য উপকরণসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী কার্যাবলি আলোচনা করে।" এ সংজ্ঞার বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন রকমের।

২. অভাব পূরণকারী সম্পদ ও সময় খুবই সীমিত।

৩. অসীম অভাবকে কীভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা সমন্বয় সাধন করা যায়, তা অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

৪. সম্পদের যোগান সীমিত বলে একই সম্পদ দ্বারা আমাদের বিভিন্ন অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হয়।

৫. অভাবের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তা পূরণ করতে হয়। এসব কারণে এ সংজ্ঞাটিকে অধিকতর সুনির্দিষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়।

গ উদ্দীপকে 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলোর ওপর ব্যক্তিমালিকানা বজায় থাকে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগসহ সমাজের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। উৎপাদনকারী ভোক্তার চাহিদা ও মুনাফার সুযোগ অনুযায়ী দ্রব্য সরবরাহ করে। ভোগের ক্ষেত্রেও ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। এসব ক্ষেত্রে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না। তাই এ ধরনের অর্থব্যবস্থাকে মুক্তবাজার অর্থনীতিও বলা হয়। এ অর্থব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার দাম নির্ধারিত হয়।

উদ্দীপকে মি. শাহেদ 'A' দেশে বসবাস করেন। তিনি একটি হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করলেন । তার মুনাফা দেখে তার কয়েকজন বন্ধুও কয়েকটি হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে সরকার কোনো বাধা প্রদান করেনি। যা ধনতান্তিক অর্থব্যবস্থার সাথে মিল রয়েছে।

তাই বলা যায়, 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ উদ্দীপকে B দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের মিশ্র অর্থব্যবস্থা সাদৃশ্যপূর্ণ নয়।

যে অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ ও নিয়ন্ত্রণ বিরাজ করে তাই মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ অর্থব্যবস্থায় ভোক্তারা ভোগের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। অপরদিকে যে অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের ওপর রাষ্ট্রীয় বা সরকারি মালিকানা থাকে, তা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তার স্বাধীনতা থাকে না।

উদ্দীপকের বাংলাদেশের জনগণ ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে পারলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার উৎপাদন ও ভোগ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ এখানে জনগণ ইচ্ছা করলেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। তবে দেশের মৌলিক ও ভারী শিল্প, জাতীয় নিরাপত্তা ও জনগুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার পরিচালনা করে থাকে। অন্যদিকে 'খ' দেশের জনগণ সরকারি বিধি মোতাবেক উৎপাদন ও ভোগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। অর্থাৎ এখানে দাম সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই সব অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কোন কোন দ্রব্য, কী পরিমাণে ও কীভাবে উৎপাদিত হবে এবং কীভাবে বণ্টন করা হবে এসব পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাই সেখানে ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের কোনো সুযোগ থাকে না। অন্যদিকে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়। তাই সেখানে ধনতন্ত্রের মতো সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা অর্জনের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। সেই সাথে বেসরকারি পর্যায়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণও বজায় থাকে।

উপরের তুলনামূলক আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মিশ্র অর্থব্যবস্থার দেশের সাথে 'খ' দেশ তথা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০২ নিচের টেবিল দুইটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

টেবিল-A	টেবিল-B
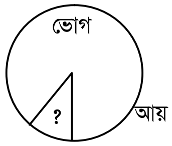	বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি পাওয়া যায়। এরা পরিবেশের ভার সাম্য বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ক. সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. 'নদীর পানিকে' অবাধলভ্য দ্রব্য বলা হয় কেন? ২

গ. ট্রেবিল-A এর '?' স্থানে কোনটি বসবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. টেবিল-B এ বর্ণিত সম্পদটি কীভাবে বাংলাদেশের অর্থে সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে? তোমার মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্যের উপযোগ আছে, যোগান সীমাবদ্ধ এবং বিক্রয়যোগ্য সেসব দ্রব্যকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলে।

খ নদীর পানি অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান সীমাহীন। এ কারণে নদীর পানিকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলা হয়।

যে সমস্ত দ্রব্য বিনামূল্যে পাওয়া যায় তাকে অবাধলভ্য দ্রব্য বলে। এসব দ্রব্য প্রকৃতিতে অবাধে পাওয়া যায় এবং এর যোগান থাকে সীমাহীন। যেমন– আলো, বাতাস, নদীর পানি ইত্যাদি।

গ টেবিল- A এর '?' স্থানে সঞ্চয় বসবে।

মানুষ আয় করে ভোগ করা জন্য। ভবিষ্যতের কথা ভেবে বর্তমানে অর্জিত আয়ের পুরোটাই মানুষ ভোগ করে না। আয়ের একটি অংশ রেখে দেয় কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। ধরো, তোমার বাবা এক মাসে দশ হাজার টাকা বেতন পান। নয় হাজার টাকা তোমাদের পরিবারের জন্য ব্যয় করেন। এখানে তোমার বাবা এক হাজার টাকা সঞ্চয় করেন। সঞ্চয়ের এ ধারণাটি সমীকরণ দিয়ে বোঝানো যায়। যেমন– : $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)

$$= 10000 - 9000$$
$$= 1000$$

এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়। আয়, সঞ্চয় ও ভোগের সমষ্টিকে একটি পাই চার্টের সাহায্যে দেখানো যায়।

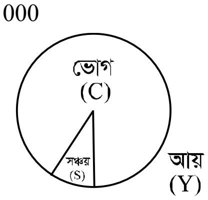

ব্যক্তির সঞ্চয় নির্ভর করে মূলত আয়ের পরিমাণ, পারিবারিক দায়িত্ববোধ, দূরদৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সুদের হারের উপর।

তাই বলা যায় টেবিল- A এর '?' স্থানে সঞ্চয় বসবে।

ঘ টেবিল–B এর প্রাণিজ সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

বাংলাদেশের সর্বত্র বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি দেখা যায়। গৃহপালিত পশু-পাখির মধ্যে গোরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া সুন্দরবন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে রয়েছে বাঘ, হাতি, হরিণ, প্রভৃতি মূল্যবান জীবজন্তু ও অসংখ্য প্রজাতির পাখি। আমাদের নদ-নদী, বিল, হাওর, পুকুর ইত্যাদি জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়। এ ধরনের সম্পদ আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। চামড়াশিল্পের কাঁচামালের যোগান দেয়। এ সম্পদ রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক।

বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর, হাওড় ও সাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এদেরকে আবার ২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন– মিঠা পানির মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য। মিঠা পানির মৎস্য হলো রুই, চিতল, কই, শিং, মাগুর ইত্যাদি এবং সামুদ্রিক মৎস্য হলো রুপচাঁদা, ভেটকি, লইট্যা ইত্যাদি। সম্প্রতি মৎস্য খাতে উৎপাদন প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার মৎস্য খাতে একটি পৃথক খাতের মর্যাদা প্রদান করেছেন। ২০১৬–১৭ অর্থবছরে GDP-তে এ উপখাতের অবদান ৩.৬১%, ২০১৭–১৮ অর্থবছরে ছিল ৩.৫৬%, ২০১৮–১৯ অর্থবছরে ৩.৫০% ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩.৪২%। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাপক হারে হিমায়িত চিংড়ি, অন্যান্য মাছ এবং মাছজাত পণ্য রপ্তানি করে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট অবদান রাখছে।

সুতরাং বলা যায়, প্রাণিজ সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

প্রশ্ন ▸ ০৩

কমলার একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	১০	১০
২য়	১৩	৩
৩য়	১৫	২
৪র্থ	১৬	১
৫ম	১৬	০

দৃশ্যপট-১

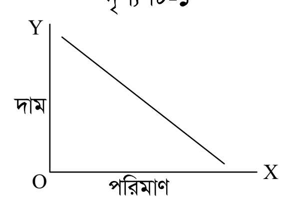

দৃশ্যপট-২

ক. ভারসাম্য দাম কাকে বলে? ১

খ. যোগান রেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সূচি দৃশ্যপট-১ এর তথ্য ব্যবহার করে একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত বিধিটি কি সবসময়ই কার্যকর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে নির্দিষ্ট দামে কোনো দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে।

খ দামের সাথে যোগানের সমমুখী সম্পর্কের কারণে যোগান রেখা বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী হয়।

সাধারণত দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। যোগান রেখার লম্ব অক্ষে থাকে দাম এবং ভূমি অক্ষে থাকে যোগানের পরিমাণ। দাম যত বেড়ে উপরের দিকে আসে, যোগানের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পেয়ে ভূমি অক্ষের ডানদিকে সরতে থাকে। ফলে যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

গ সূচি থেকে দৃশ্যপট-১ এর তথ্য ব্যবহার করে একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা অঙ্কন করা হলো–

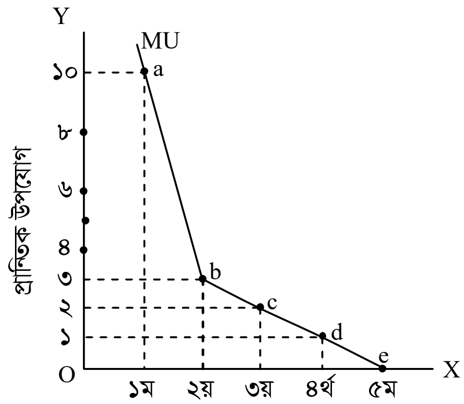

কমলার একক

চিত্রে ভূমি অক্ষে কমলার একক এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। ১ম একক কমলা ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ১০ টাকা। যার সমন্বয় বিন্দু a । দ্রব্য ভোগের একক বাড়িয়ে, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম একক করা হলে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ যথাক্রমে ৩, ২, ১, ও ০ টাকা। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুসমূহ যোগ করে MU রেখা পাওয়া যায়। এই MU রেখাই উদ্দীপক থেকে অঙ্কিত প্রান্তিক উপযোগ রেখা।

ঘ দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত চাহিদা বিধিটি সব সময় কার্যকর নয়।
চাহিদা বিধিতে বলা হয়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ক্রেতার আয়, রুচি ও অভ্যাস, বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্যের দাম, ক্রেতার সংখ্যা ইত্যাদি ধরা হয়। এসব বিষয়ের মধ্যে যেকোনো একটি বা একের অধিক বিষয়ের পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা বিধি কার্যকর হয় না।
কোনো দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ক্রেতার আয় পরিবর্তিত হয় তবে চাহিদা বিধির প্রতিফলন ঘটে না। যেমন– ক্রেতার আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়লে একটি দ্রব্যের দাম বাড়া সত্ত্বেও ক্রেতার কাছে দ্রব্যটির চাহিদা কমবে না। আবার ক্রেতার আয় অনেকখানি কমে গেলে একটি দ্রব্যের দাম কমলেও তার চাহিদা বাড়বে না।
সুতরাং বলা যায়, দৃশ্যপট-২ এর নির্দেশিত চাহিদা বিধিটি সব সময় কার্যকর হয় না।

প্রশ্ন ▸ ০৪ মিঠু বগুড়া অঞ্চলের একজন ফুল ব্যবসায়ী। সে যশোরের শার্শা হতে উন্নত মানের ফুলের চারা নিয়ে তার কৃষি জমিতে ফুলগাছ রোপণ করে। ১ম বছর ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে সে ১০,০০০ ফুল উৎপাদন করে। এভাবে ২য় বছরে ১২ জন শ্রমিক এবং ৩য় বছরে ১৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করে তার ফুলের উৎপাদন হয় যথাক্রমে ১২,০০০ এবং ১৩,০০০। পরবর্তী বছরে ১৬ জন শ্রমিক নিয়োগ করলেও উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থাকে।

ক. মোট উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. গড় উৎপাদন কীভাবে পাওয়া যায়? ২
গ. উদ্দীপকে ফুলের চারা ক্রয় দ্বারা কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দেশিত বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন বলে।

খ মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ বা উপাদান (শ্রমিক) দ্বারা ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায়। (এখানে আমরা অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে উপকরণ হিসেবে শ্রমকে নিয়েছি। অন্য উপকরণ নিয়েও গড় উৎপাদন বের করা যায়)।

$$\text{অর্থাৎ গড় উৎপাদন} = \frac{\text{মোট উৎপাদনের পরিমাণ}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$$

গ উদ্দীপকে ফুলের চারা ক্রয় করা অর্থনীতিতে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করে।
কোনো দ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করার মাধ্যমে স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি করা যায়। যেমন- গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্যের দাম গ্রামাঞ্চলে কম কিন্তু শহরাঞ্চলে বেশি। তাই এসব দ্রব্যাদি গ্রাম থেকে শহরে এনে বিক্রি করলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়। এভাবে দ্রব্যাদি স্থানান্তরের ফলে সৃষ্ট যে উপযোগের সৃষ্টি হয় সেটি স্থানগত উপযোগ।
উদ্দীপকে মিঠু বগুড়া অঞ্চলের একজন ফুল ব্যবসায়ী। সে যশোরের শার্শা হতে উন্নত মানের ফুলের চারা নিয়ে তার কৃষি জমিতে ফুলগাছ রোপণ করে। এতে স্থানগত উপযোগ বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ফুলের চারা ক্রয় দ্বারা স্থানগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কৃষি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– মন্তব্যটি যথার্থ।
ভূমির সীমাবদ্ধ যোগান ও উর্বরা শক্তি হ্রাস, কৃষি প্রজনন সম্বন্ধীয় কাজ, শ্রম বিভাজনের সীমিত সুযোগ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি বিশেষভাবে কার্যকর হয়।
উদ্দীপকে দেখা যায়, মিঠু তার নির্দিষ্ট জমিতে ক্রমান্বয়ে শ্রমিক নিয়োগ বাড়ালে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ভূমি প্রকৃতির দান, কিন্তু এর যোগান সীমাবদ্ধ। এ ভূমির ওপর কৃষি অধিক নির্ভরশীল। সাধারণত দেখা যায় যে, এ ভূমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যেভাবে উপকরণ ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় উৎপাদন সেভাবে বৃদ্ধি পায় না, বরং কম বৃদ্ধি পায়। একই ভূমি বারবার ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক উপায়ে উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়। ফলে উৎপাদনও হ্রাস পায়। এছাড়া কৃষিকাজ হলো উৎপাদনশীল কাজ। যেহেতু ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা আবহাওয়া, তাপমাত্রা এবং প্রকৃতি ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল সেহেতু যান্ত্রিক কলাকৌশল ভূমির ক্ষেত্রে অনেকটাই সীমিত পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়। এ কারণেও কৃষিতে উৎপাদন কম হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ▸ ০৫ **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব আকমল তার মেয়ের বিবাহের অনুষ্ঠানের জন্য ৩০ কেজি দুধ ক্রয় করলেন। তিনি লক্ষ করলেন, বাজারে দুধ না থাকায় অনেক ক্রেতা দুধ ক্রয় করতে পারছেন না।
প্রেক্ষাপট-২ : 'ক' বাজারের উৎপাদিত পণ্যগুলো নিম্নরূপ :

'ক' বাজার
সাবান
তেল
চানাচুর

ক. অর্থনীতিতে বাজার কাকে বলে? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উপকরণের দাম সর্বত্র সমান থাকে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. প্রেক্ষাপট-১ এর নির্দেশিত বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-২ এ নির্দেশিত বাজারের দাম বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার বলতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করাকে বোঝায়।

খ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিবেচিত পণ্য সমজাতীয় বা একই গুণসম্পন্ন হয়। পরিমাণগত ও গুণগত দিক থেকে পণ্যের একটি একক অন্য একক থেকে পৃথক করা যায় না। যেসব দ্রব্যের এককগুলো গঠন ও গুণগত দিক থেকে একই রকম অথচ পৃথকীকরণ করা যায় তাদেরকে সমজাতীয় দ্রব্য বলে। সমজাতীয় দ্রব্যের দাম সর্বত্র একই থাকে।

গ প্রেক্ষপট-১ এর নির্দেশিত বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে অতি স্বল্পকালীন বাজার।

যে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কয়েক ঘণ্টা বা কয়েকদিন স্থায়ী হয় তখন সে বাজারকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। এ ধরনের বাজারে অস্থায়ী ও পচনশীল দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। এখানে পণ্যের চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। যেমন- সকালের কাঁচাবাজার, মাছ, শাকসবজি, দুধ, ইত্যাদির বাজার হলো অতি স্বল্পকালীন বাজার।

উদ্দীপকে প্রেক্ষাপট-১ : জনাব আকমল তার মেয়ের বিবাহের অনুষ্ঠানের জন্য ৩০ কেজি দুধ ক্রয় করলেন। তিনি লক্ষ করলেন, বাজারে দুধ না থাকায় অনেক ক্রেতা দুধ ক্রয় করতে পারছেন না। এসময়ে দুধের যোগানও বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না, অথ্যাৎ দুধের যোগান স্থির রয়েছে। যা অতি স্বল্পকালীন বাজারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, প্রেক্ষাপট-১ এর নির্দেশিত বাজারটি সময়ের প্রেক্ষিতে অতি স্বল্পকালীন বাজার।

ঘ উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-২ এ নির্দেশিত একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও ওই দ্রব্যের চাহিদা শূন্য হয় না।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া বাজারের কতিপয় বৈশিষ্ট্য একযোগে দেখা যায়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্ম যে দ্রব্যগুলো উৎপাদন করে, তা সদৃশ্য হলেও অভিন্ন নয়। অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে কিছু ভিন্নতা থাকে। আর এই দ্রব্যের পৃথকীকরণের মধ্যে একচেটিয়া বাজারের প্রবণতা বিদ্যমান। আবার বহুসংখ্যক ক্রেতা-বিক্রেতা থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রবণতাও পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সমজাতীয় অথচ পৃথকীকরণ করা যায় এমন সব দ্রব্য নিয়েম প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া উৎপাদন সমন্বয়ে যে বাজার গড়ে ওঠে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। যেমন গায়ে মাখার সাবান। বিভিন্ন কোম্পানির গায়ে মাখার সাবান ব্যবহার একই ধরনের হলেও এই সাবানগুলো পৃথক করা সম্ভব। যেমন মোড়ক ভিন্ন বা গন্ধ ভিন্ন ইত্যাদি। এই সব সাবানের যেকোনো একটির দাম বাড়লে, সাবানটির চাহিদা সামান্য কমতে পারে, তবে শূন্য হয় না। এই সাবানের ক্রেতা সব সময় এই সাবানটিই কেনে। এসব দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলেও ক্রেতা দ্রব্য ভোগ ও ব্যবহার ত্যাগ করে না।

সুতরাং বলা যায়, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম বৃদ্ধি পেলেও ক্রেতার চাহিদা শূন্য হয় না।

প্রশ্ন ▶ ০৬ নিচের ছক দুটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছক-ক	ছক-খ
ভোগ ব্যয় = ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ = ২৫০ কোটি টাকা সরকারি ব্যয় = ২০০ কোটি টাকা আমদানি ব্যয় = ৯০ কোটি টাকা রপ্তানি আয় = ৬০ কোট টাকা	(i) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) (ii) 5G ইন্টারনেট (iii) সফট্ওয়্যার

ক. CCA-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. সরকারি ঋণের সুদ GDP নির্ণয়ের সময় কেন বিবেচনা করা হয় না? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ছক-ক এর তথ্য ব্যবহার করে উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে GDP-র মান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. "GDP এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে উদ্দীপকে নির্দেশিত ছক-খ এর নির্ধারকের ভূমিকা অনস্বীকার্য"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক CCA-এর পূর্ণরূপ হলো Capital Consumption Allowance.

খ সরকারি ঋণের বিপরীতে যে সুদ দেওয়া হয় তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন– যুদ্ধকালীন সরকার যে ঋণ করে তা জাতীয় উৎপাদনে কোনো ভূমিকা রাখে না। এ ঋণের বিপরীতে সুদ হস্তান্তর পাওনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এ জন্য জিডিপি থেকে বাদ দেওয়া হয়।

গ উদ্দীপকের ছক-ক এর তথ্য ব্যবহার করে ব্যয় পদ্ধতির মাধ্যমে GDP এর মান নির্ণয় করা হলো–

ব্যয় পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নিট রপ্তানিকে বোঝায়। অতএব, ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি = (রপ্তানি − আমদানি) = মোট দেশজ উৎপাদন। সুতরাং, মোট দেশজ উৎপাদন $(Y) = \sum C + \sum I + \sum G + \sum(X - M)$।

উদ্দীপকে দেওয়া আছে, ভোগ ব্যয় (C) = ১০০ কোটি টাকা
বিনিয়োগ (I) = ২৫০ কোটি টাকা
সরকারি ব্যয় (G) = ২০০ কোটি টাকা
আমদানি ব্যয় (M) = ৯০ কোটি টাকা
রপ্তানি আয় (X) = ৬০ কোটি টাকা

$\therefore Y = C + I + G + (X - M)$
= ১০০ + ২৫০ + ২০০ + (৬০ - ৯০)
= ৫৫০ - ৩০
= ৫২০ কোটি টাকা।

অতএব ব্যয় পদ্ধতিতে GDP এর মান ৫২০ কোটি টাকা।

ঘ 'GDP' এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে উদ্দীপকে নির্দেশিত ছক-খ এর নির্ধারকের ভূমিকা অনস্বীকার্য-মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স

ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে ছক-খ এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), 5G ইন্টারনেট, সফটওয়্যার এর কথা তুলে ধরা হয়েছে। যা GDP এর অন্যতম নির্ধারক প্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে। এগুলো GDP বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সুতরাং বলা যায়, 'GDP' এর পরিমাণ বৃদ্ধিতে উদ্দীপকে নির্দেশিত ছক-খ এর নির্ধারকের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ০৭

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	বিবরণ
X	– ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে প্রতিষ্ঠিত – স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের জন্য সাধারণত ১৮ মাসের সময় দিয়ে থাকে
Y	– তিন উপায়ে আমানত গ্রহণ করে। – আমানতের নিরাপত্তা প্রদান করে।

ক. প্রামাণিক মুদ্রা কাকে বলে? ১

খ. 'পঞ্চাশ' টাকার নোটকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'X' দ্বারা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'Y' আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তিন ধরনের আমানতের বিপরীতে তিন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়।"– উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে মুদ্রা গলানোর মাধ্যমে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায় তাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলে।

খ ৫০ টাকা নোট আইনগত যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। এজন্য এ নোটকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয়। আমাদের দেশের অসীম বিহিত অর্থ হলো- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট।

গ উদ্দীপকে 'X' দ্বারা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে চিহ্নিত করা হয়েছে।
১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির এক আদেশ বলে কৃষিখাতের গতিশীলতা বৃদ্ধি, কৃষির স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষি কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক কৃষকদের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। তাই সার, বীজ, কীটনাশক ক্রয় এবং জমি চাষ, ফসল কাটা, মাড়াই ইত্যাদি কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য এ ব্যাংক স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। তাছাড়া হালকা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, অগভীর নলকূপ স্থাপন ইত্যাদির জন্য মধ্যম মেয়াদি ঋণ প্রদান করে। আবার, ভূমির স্থায়ী উন্নয়ন ও মূল্যবান কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য কৃষি ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি ঋণও দিয়ে থাকে।

উদ্দীপকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'X' ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত। স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধের জন্য সাধারণত ১৮ মাসের সময় দিয়ে থাকে। যা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায় 'X' দ্বারা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘ 'Y' আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকের তিন ধরনের আমানতের বিপরীতে তিন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়– উক্তিটি যথার্থ।
বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করা বাণিজ্যিক ব্যাংক তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে।

(ক) চলতি আমানত : চলতি আমানতের অর্থ আমানতকারী যেকোনো সময় ওঠাতে পারেন। এজন্য এ আমানতের উপর কোনো সুদ প্রদান করা হয় না।

(খ) সঞ্চয়ী আমানত : সঞ্চয়ী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে সাধারণত সপ্তাহে দুবার ওঠানো যায়। এই আমানতের উপর ব্যাংক কিছু সুদ দেয়।

(গ) স্থায়ী আমানত : এ আমানত নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য করা হয়। যেমন- ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ইত্যাদি। ব্যাংক এ ধরনের আমানতের উপর অধিক হারে সুদ প্রদান করে থাকে। এ আমানতের অর্থ মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেও তোলা যায়। এক্ষেত্রে কিছু বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হয়।

সুতরাং বলা যায়, 'X' আর্থিক প্রতিষ্ঠানের তিন ধরনের আমানতের বিপরীতে তিন ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৮ 'গ' দেশের বিভিন্ন তথ্য নিচের সূচিতে দেওয়া হলো :

সাল (A-কলাম)	কৃষিখাতের অবদান (B-কলাম)	বৈদেশিক সাহায্য (C-কলাম)
১৯৭১	১০.৫০%	৩,০০০ কোটি টাকা
১৯৯১	১৬.৩০%	১,৮৯০ কোটি টাকা
২০১১	১৮.৭৫%	১,২০০ কোটি টাকা

ক. শিল্প কাকে বলে? ১

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সেবাখাত গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের A এবং B কলাম ব্যবহার করে কৃষিখাতের অবদান লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে C কলামের তথ্য 'গ' দেশের ইতিবাচক অগ্রগতির পরিচয় তুলে ধরে"– তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

খ অর্থনীতির একক বৃহত্তম খাত হওয়ায় সেবা খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাকে সেবা খাত বলে। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই সেবা খাত হলো একক বৃহত্তম খাত। বেশিরভাগ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সেবা খাত সম্পর্কিত। এজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে সেবাখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ উদ্দীপকে কৃষি খাতের ক্রমবর্ধমান অবদান লক্ষণীয়।
যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি কৃষিখাতের উন্নয়নের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ইত্যাদি কৃষিখাতের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এছাড়া জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতিতেও কৃষিখাত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের ভিত্তিতে কৃষি খতের অবদান লেখচিত্রে উপস্থাপন করা হলো:

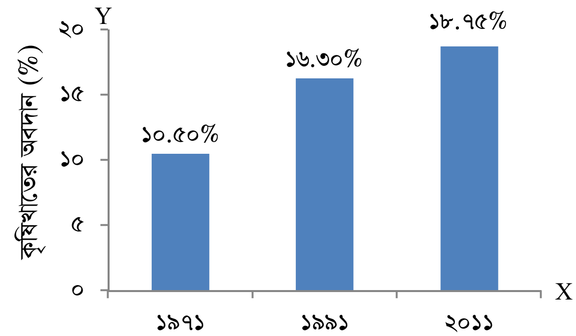

চিত্রে X-অক্ষ বরাবর বিভিন্ন সাল এবং Y-অক্ষ বরাবর কৃষি খাতের অবদান নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে, ১৯৭১ সালে কৃষিখাতের অবদান ছিল ১০.৫০ % পরবর্তী ১৯৯১ সালে তা বেড়ে যথাক্রমে ১৬.৩০ ও ১৮.৭৫ হয়। অর্থাৎ সময়ের পরিবর্তনে কৃষিখাতের অবদান বেড়েছে।

ঘ উদ্দীপকের C-কলাম তথা বৈদেশিক সাহায্যের তথ্য 'গ' দেশের ইতিবাচক অগ্রগতির পরিচয় তুলে ধরে।

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অনেক সময় দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা যায় না। তখন বিদেশি সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা কমলে ইতিবাচক অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়।

উদ্দীপকে 'C' কলামে 'গ' দেশের বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখ আছে '১৯৭১' সালে 'গ' দেশ ৩,০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য নেয়। ১৯৯১ ও ২০১১ সালে তা কমে যথাক্রমে ১,৮০০ কোটি টাকা ও ১,২০০ কোটি টাকায় নেমে আসে। অর্থাৎ, 'গ' দেশের বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরশীলতা কমে এসেছে।

বৈদেশিক সাহায্যের অপর্যাপ্ততা, অনিশ্চয়তা, প্রতিকূল শর্তসমূহের কারণে উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেলে দেশ স্বাধীনভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা নিতে পারে এবং তা অর্জন করতে পারে। এটি অর্থনৈতিক সামগ্রিক অগ্রগতি নির্দেশ করে। তাই আমি মনে করি, C কলামের তথ্য 'গ' দেশের ইতিবাচক অগ্রগতির পরিচয় তুলে ধরে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সাহেলা ও রাহেলা দুইটি ভিন্ন দেশে বসবাস করে। তারা মেসেঞ্জারের মাধ্যমে তাদের তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে। কথোপকথনের সময় সাহেলা জানায় যে, তাদের দেশের জনগণের আয় খুব কম, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকে এবং অদক্ষ হওয়ায় নারীদের কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ নেই। রাহেলা প্রতিউত্তরে জানায় যে তাদের দেশে জনগণের আয় বেশি, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং দক্ষ নারী কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি। রাহেলা আরো জানায় যে, সাহেলাদের দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় হলো নিম্ন আয়।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১

খ. "দক্ষ জনশক্তি হলো উন্নয়নের পূর্বশর্ত"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলাদের দেশটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "সাহেলাদের দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় নিম্ন আয়"– তুমি কি উক্তিটির সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ জনসংখ্যার কোনো অংশ শিক্ষা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শ্রমশক্তিতে পরিণত হলে তাকে মানবসম্পদ বলে। শ্রমিকরা দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে উৎপাদনের গতি বাড়ে। দক্ষ শ্রমিকের উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানও অপেক্ষাকৃত ভালো হয়। ফলে অধিক মূল্যে পণ্যটি বিক্রীর মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। আর এভাবেই দক্ষ জনশক্তি অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলার দেশটি উন্নত অর্থনীতির দেশ।

উন্নত অর্থনীতির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এসব দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

উদ্দীপকে রাহেলা প্রতিউত্তরে জানায় যে তাদের দেশে জনগণের আয় বেশি, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান এবং দক্ষ নারী কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি। যা উন্নত দেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত রাহেলার দেশটি উন্নত অর্থনীতির দেশ।

ঘ "সাহেলার দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় নিম্ন আয়" –হ্যাঁ, উক্তিটির সাথে আমি একমত।

অনুন্নত দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জীবিকা অর্জনের জন্য এসব দেশের সিংহভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এর কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত ও প্রাচীন এবং কৃষির উৎপাদনশীলতাও অনেক কম। এছাড়া অনুন্নত দেশে বিনিয়োগের স্বল্পতার কারণে শিল্প ও সেবা খাত থাকে অনুন্নত ও অসম্প্রসারিত। ফলে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে বেকার সমস্যা হয় প্রকট। অনুন্নত দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। বেশির ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত। অনুন্নত দেশে মাথাপিছু আয় ও সঞ্চয় কম। ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কম হয়। এ অবস্থাকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র বলে। অনুন্নত দেশে এই চক্র বিরাজমান থাকায় উন্নয়নের গতি মন্থর থাকে।

সুতরাং বলা যায় "সাহেলাদের দেশের উন্নয়নের মূল অন্তরায় নিম্ন আয়।"-উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১০ **দৃশ্যপট-১ :** জনাব রাফিদ একজন শিল্পপতি। দেশের অভ্যন্তরে তিনি দিয়াশলাই কারখানা পরিচালনা করেন। এছাড়া, দিয়াশলাইয়ের কাঁচামাল হিসেবে বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য আমদানি করেন। প্রতি বছর তার ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দৃশ্যপট-২ : 'ব' দেশের ২০২৪ সালের বাজেটে প্রস্তাবিত আয় ৭,৩০০ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত ব্যয় ৮,৫০০ কোটি টাকা।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা বলতে কী বোঝায়? ১

খ. প্রতিরক্ষা খাতের বরাদ্দের পরিমাণ প্রকাশ করা হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট-১ বর্ণিত তথ্য অনুযায়ী জনাব রাফিদ এর উপর কোন কোন ধরনের কর ধার্য করা হয়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত বাজেটটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর"– তুমি কি এ বিষয়ে একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণসংক্রান্ত বিষয়াবলি আলোচনা হয়, তাকে সরকারি অর্থব্যবস্থা বলে।

খ জাতীয় নিরাপত্তার কারণে প্রতিরক্ষা খাতের ব্যয় অপ্রকাশিত থাকে।
দেশকে বিদেশি শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ, বেতন-ভাতা, বাসস্থান ও চিকিৎসা প্রভৃতি প্রদানের জন্য সরকার এ খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে এ খতে অনেক ব্যয় বরাদ্দ অপ্রকাশিত থাকে।

গ জনাব রাফিদের ওপর আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও আয়কর ধার্য করা যায়।
দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর আরোপ করা হয় তা আবগারি শুল্ক। অপরদিকে আমদানিকৃত দ্রব্য ও সেবার ওপর আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়। এটি বাংলাদেশের সরকারের আয়ের অন্যতম একটি উৎস। আর কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত আয়ের ওপর কর আরোপ করা হলো তার আয়কর।
উদ্দীপকে জনাব রাফিদ একজন শিল্পপতি। দেশের অভ্যন্তরে তিনি দিয়াশলাই কারখানা পরিচালনা করেন। এক্ষেত্রে তার কারখানার ওপর আবগারি শুল্ক প্রযোজ্য হবে। এছাড়া দিয়াশলাই এর কাঁচামাল হিসেবে তিনি বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তার ওপর আমদানি শুল্ক আরোপ করা যাবে। আবার জনাব রাফিদ সাহেবের আয় প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই তার ব্যক্তিগত আয়ের ওপর আয়কর প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ জনাব রাফিদের ওপর আবগারি শুল্ক, আমদানি শুল্ক ও আয়কর ধার্য করা যায়।

ঘ 'দৃশ্যপট-২ এ নির্দেশিত বাজেটটি তথা ঘাটতি বাজেটটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর'– হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে একমত।
উদ্দীপকে দৃশ্যপট-২ : 'ব' দেশের ২০২৪ সালের বাজেট প্রস্তাবিত আয় ৭,৩০০ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত ব্যয় ৮,৫০০ কোটি টাকা। এখানে আয় কম কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ বেশি। যা ঘাটতি বাজেটকে নির্দেশ করে।
উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের অভাবে উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় ঘাটতি বাজেট ও সরকারি ঋণ গ্রহণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। ঘাটতি বাজেট প্রণীত হলে মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। তবে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় না, বরং উৎপাদন বাড়ায়। তাই উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গতি বজায় রাখার লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক। তবে অতিরিক্ত নতুন অর্থ/মুদ্রা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৈষম্য দেখা দিতে পারে। সুতরাং বলা যায়, ঘাটতি বাজেট উন্নয়নশীল দেশের জন্য কল্যাণকর।

প্রশ্ন ▸ ১১

দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (কেজি)
১০	৭০	৬০
২০	৬৫	৬৫
৩০	৬০	৭০

চিত্র : ধানের চাহিদা ও যোগান সূচি

ক. উপযোগ কী? ১
খ. চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বিবেচনা করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উপরের সূচি হতে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের সূচির তথ্য ব্যবহার করে চিত্রের সাহায্যে বাজার ভারসাম্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপযোগ বলতে কোনো দ্রব্যের বা সেবার দ্বারা ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

খ অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত হলে চাহিদা বিধিটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাই চাহিদা বিধিতে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বিবেচনা করা হয়।
অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে, ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে ইত্যাদি।

গ উপরের চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–

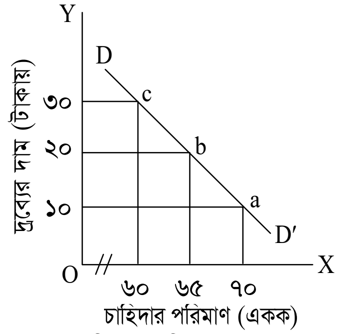

চিত্র : চাহিদা রেখা

উপরের চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম পরিমাপ করা হয়েছে। চাহিদা সূচি অনুযায়ী প্রতি একক দ্রব্যের দাম ১০ টাকা, ২০ টাকা ও ৩০ টাকা হলে তার চাহিদা হয় যথাক্রমে ৬০ একক, ৬৫ একক ও ৭০ একক। এখন দাম ও চাহিদার পরিমাণ নির্দেশক a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে DD′ রেখাটি পাওয়া যায়। যা চাহিদা রেখা হিসেবে পরিচিত। এখানে দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে ও দাম বাড়লে চাহিদা কমে। দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্কের কারণে চাহিদা রেখাটি বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী।

ঘ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী রেখাচিত্র অঙ্কন করে বাজার ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।
যে দামে চাহিদা ও যোগান সমান হয় তাকে ভারসাম্য দাম বলে। ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য কেনা-বেচা হয় তাকে ভারসাম্য পরিমাণ বলে।

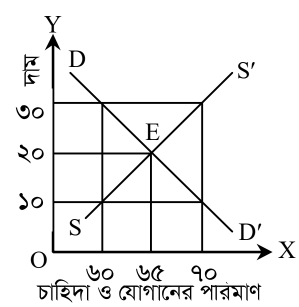

চিত্র : বাজার ভারসাম্য

চিত্রে DD′ ও SS′ হলো যথাক্রমে বিবেচ্য চাহিদা ও যোগান রেখা। প্রথম অবস্থায় দ্রব্যের দাম ১০ টাকা হলে এর চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৭০ একক ও ৬০ একক। এখানে চাহিদার পরিমাণ বেশি কিন্তু দ্রব্যের যোগান কম। তাই এক্ষেত্রে দাম বাড়বে। আবার, দাম যখন ৩০ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০ একক ও ৭০ একক। অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি। তাই, এক্ষেত্রে দাম কমবে। কিন্তু দাম যখন ২০ টাকা তখন চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ একই অর্থাৎ ৬৫ একক যা E বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ পরস্পর সমান হওয়ায় E বিন্দুতে বাজার ভারসাম্য অর্জিত হবে। এক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ হবে যথাক্রমে ২০ টাকা ও ৬৫ একক।

সিলেট বোর্ড– ২০২৪

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 4 1**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) কয়টি খাত নিয়ে গঠিত?
ক ১০ টি খ ১২ টি গ ১৫ টি ঘ ২০ টি

২. কোন ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের অভিভাবক বলা হয়?
ক বাণিজ্যিক ব্যাংক খ কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ বেসরকারি ব্যাংক

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রহমত সাহেব একটি পোশাক কারখানার মালিক। তার কারখানাটি একটি বিশেষ অঞ্চলে অবস্থিত। এ অঞ্চল দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে শিল্প খাতকে সম্প্রসারিত করছে।

৩. রহমত সাহেবের কারখানাটি যে অঞ্চলে অবস্থিত, আমাদের দেশে এমন কয়টি অঞ্চল আছে?
ক ৫ টি খ ৭ টি গ ৮ টি ঘ ৯ টি

৪. উক্ত অঞ্চল ভূমিকা রাখে–
i. আর্থসামাজিক উন্নয়নে ii. দারিদ্র্য বিমোচনে iii. শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. খনিজ ও খনন বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত?
ক শিল্প খ বনজ গ কৃষি ঘ সেবা

৬. কোনটি বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত?
ক সেবা খ কৃষি গ শিল্প ঘ বাণিজ্য

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭ ও ৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আলেয়া বেগম একজন গৃহিণী। গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় তার স্বামী মারা যায়। নিরূপায় আলেয়া ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালন শুরু করে। ডিম বিক্রি করে সে পরিবারের অভাব পূরণ করে।

৭. আলেয়া বেগম কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়?
ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক খ সোনালী ব্যাংক গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ সমবায় ব্যাংক

৮. আলেয়া বেগম যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয় তা–
i. মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করে ii. দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে
iii. বেকারত্ব দূরীকরণে সহায়তা করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. কী কারণে মৌসুমী বেকারত্ব দেখা দেয়?
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক গ ব্যক্তিগত ঘ প্রাকৃতিক

১০. তিমা তিনটি পেয়ারা যথাক্রমে ৭, ৬, ৫ টাকায় কিনে খেল। তিমার ২য় পেয়ারার মোট উপযোগ কত?
ক ১১ টাকা খ ১২ টাকা গ ১৩ টাকা ঘ ১৮ টাকা

১১. কোন শুল্ক দ্বারা ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ হ্রাস করা যায়?
ক আমদানী শুল্ক খ আবগারি শুল্ক
গ ব্যয় কর ঘ মূল্য সংযোজন কর

১২. অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক দক্ষ প্রশাসন খ দক্ষ জনশক্তি গ শিক্ষা বিস্তার ঘ বেকারত্ব বেশি

১৩. অভি ৭০০ টাকা দিয়ে একটি ব্যাগ ক্রয় করে। অভি যখন ব্যাগের মূল্য দুই টাকার নোট দিয়ে দিলেন, দোকানি তা গ্রহণ করতে রাজি হয়নি।
দোকানি কেন অভির প্রদত্ত টাকা নিতে রাজি হলেন না? কারণ দোকানি ব্যাগের মূল্য গ্রহণ করতে আগ্রহী–
ক রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রায় খ অসীম মুদ্রায়
গ সসীম মুদ্রায় ঘ বিহিত মুদ্রায়

১৪. রহিমা স্বল্পপুঁজি নিয়ে একটি হাঁস-মুরগি খামার গড়ে তোলেন। রহিমার খামার হতে প্রতি মাসে ৭০ হাজার টাকা আয় করেন।
নিচের কোন আয়স্তর রহিমার আয়করের জন্য প্রযোজ্য?
ক ৩,০০,০০০ খ ৩,৫০,০০০ গ ৪,০০,০০০ ঘ ৪,৭৫,০০০

১৫. 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের লেখক কে?
ক এল রবিন্স খ অ্যাডাম স্মিথ গ কৌটিল্য ঘ মার্শাল

১৬. কোন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির দশটি নীতির ধারণা দেন?
ক অ্যাডাম স্মিথ খ এল রবিন্স গ ডেভিড রিকার্ডো ঘ গ্রেগরি ম্যানকিউ

১৭. অবাধলভ্য দ্রব্য কোনটি?
ক সূর্যের তাপ খ মোটর গাড়ি গ ডিপ ফ্রিজ ঘ স্বর্ণের গহনা

১৮. অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে তুমি যেটিকে সমর্থন করবে–
i. দুষ্প্রাপ্যতা ii. চাহিদা iii. অসীম অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. মহাসাগর কী ধরনের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে?
ক মানবিক সম্পদ খ জাতীয় সম্পদ
গ উৎপাদিত সম্পদ ঘ প্রাকৃতিক সম্পদ

২০. একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক কোনটি?
ক মোট জাতীয় আয় খ মাথাপিছু আয় গ মোট ভোগ ঘ মোট সঞ্চয়

২১. নার্সের কাজ কোন ধরনের উপযোগ?
ক স্থানগত খ রূপগত গ সেবাগত ঘ সময়গত

২২. অর্থনীতিতে চাহিদা হতে হলে কয়টি শর্তপূরণ করতে হয়?
ক ৩ টি খ ৪ টি গ ৫ টি ঘ ৬ টি

২৩. সংগঠনের কাজ হলো–
i. উদ্যোগ গ্রহণ ii. ঝুঁকি গ্রহণ iii. উপকরণের সমন্বয় সাধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. কোন বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশের সুযোগ নেই?
ক অলিগোপলি খ পূর্ণ প্রতিযোগিতা
গ একচেটিয়া ঘ একচেটিয়া প্রতিযোগিতা

২৫. মূলধন হতে প্রাপ্ত পায় কী?
ক খাজনা খ সুদ গ মজুরি ঘ মুনাফা

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মিলন 'ক' দেশে বাস করে। তার দেশের জনগণের সঞ্চয়ের পরিমাণ কম বলে মূলধন গঠনের পরিমাণ কম এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি।

২৬. 'ক' দেশটি কোন ধরনের দেশ?
ক উন্নত খ উন্নয়নশীল গ অনুন্নত ঘ মধ্যম আয়ের দেশ

২৭. মিলনের দেশটির প্রধান বৈশিষ্ট্য–
i. অনুন্নত কৃষি ii. দক্ষ জনশক্তি iii. উদ্যোক্তার অভাব
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. শিল্প প্রধান দেশে উৎপাদনের কোন উপকরণটির গুরুত্ব বেশি?
ক ভূমি খ শ্রম গ সংগঠন ঘ মূলধন

২৯. নিচের কোনটি একচেটিয়া বাজারের পণ্য?
ক বিদ্যুৎ খ ল্যাপটপ গ স্মার্টফোন ঘ সাইকেল

৩০. বেসরকারি ব্যাংক হচ্ছে–
i. ইসলামী ব্যাংক ii. প্রাইম ব্যাংক iii. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড– ২০২৪
অর্থনীতি (সৃজনশীল)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। কামাল মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। তার নিজের কোনো জমি নেই। তিনি অন্যের জমিতে চাষাবাদ করেন। যৌথ পরিবারে বসবাস করায় তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি। আয় বেশি থাকলেও বড় পরিবার চালাতে তার অনেক সমস্যা হয়। প্রত্যেকের চাহিদাও ভিন্ন ভিন্ন। তারপরও কামাল মিয়া পরিবারের সকলের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেন।

(ক) আদিম সমাজের মূলমন্ত্র কী ছিল? ১
(খ) উন্নয়নশীল দেশ বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) কামাল মিয়া তার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে যে ধরনের সমস্যায় পড়েছেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) কামাল মিয়া কীভাবে তার এই সমস্যা দূর করতে পারবে বলে তুমি মনে কর? আলোচনা কর। ৪

২। মারিয়া একজন সফল উদ্যোক্তা। সে তার বুটিক শপ থেকে প্রতিমাসে প্রায় ৪০,০০০ টাকা আয় করে। পরিবারের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করার পর বাকী টাকা সে ব্যাংকে জমা করে। এই জমানো টাকা দিয়ে সে ছয়টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছে। সেখানে কিছু মহিলা শ্রমিক পোশাক তৈরির কাজ করে।

(ক) চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১
(খ) কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) মারিয়ার নতুন মেশিন ক্রয় অর্থনীতিতে কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) মারিয়ার শেষোক্ত কাজটি কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজ তা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। একটি পণ্যের যোগানসূচি নিম্নরূপ :

দাম (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (কেজি)
১৫ টাকা	৫০ একক
২০ টাকা	১০০ একক
২৫ টাকা	১৫০ একক
৩০ টাকা	২০০ একক

(ক) চাহিদা কাকে বলে? ১
(খ) ভোগ বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উক্ত সূচি থেকে একটি যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উক্ত বিধিটি আমাদের দেশের আলুর যোগানের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সংমিশ্রণ	জমির পরিমাণ একক	শ্রম উপকরণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
A	৩	২০	২৫	২৫
B	৩	৩০	৪২	১৭
C	৩	৪০	৫২	১০
D	৩	৫০	৫৮	৬

(ক) উৎপাদন কী? ১
(খ) সময়গত উপযোগ বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) উক্ত তালিকা হতে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। প্রাপ্ত উৎপাদন রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সাথে কতটুকু সংগতিপূর্ণ তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। করিম মোল্লার মগবাজারে একটি চালের দোকান আছে। তার দোকানে বিভিন্ন ধরনের চাল ক্রয়-বিক্রয় হয়। রওশন বেগম প্রতিমাসে এই দোকান থেকে চাল ক্রয় করেন। তিনি লক্ষ করলেন গত মাসের তুলনায় এ মাসে চালের দাম অনেকটাই বেশি। তিনি কারণ জানতে চাইলে করিম মোল্লা বলেন যে, "কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় চাল মজুদ করে রাখায় দাম বেড়ে গিয়েছে"।

(ক) ফার্ম কাকে বলে? ১
(খ) স্বল্পকালীন বাজার বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজারটি অঞ্চলভেদে কোন ধরনের বাজারের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) করিম মোল্লার উক্তিটি একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত? তোমার মতামত দাও। ৪

৬।

প্রতিষ্ঠান : ক	প্রতিষ্ঠান : খ
জনগণকে ঋণ প্রদান করে না। এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এটি নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে থাকে।	ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্মাণে ঋণ দেয়। জনগণের অর্থও জমা রাখে।

(ক) বিহীত মুদ্রা কী? ১
(খ) নিকাশঘর বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান 'খ' এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) প্রতিষ্ঠান 'ক' এর কার্যাবলি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। খাত A – চিনি শিল্প, পোশাক শিল্প, সার শিল্প, কাগজ শিল্প।
খাত B – ধান, পাট, গম, চা আখ।

(ক) শিল্প কী? ১
(খ) সেবাখাত বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) আমাদের দেশের অর্থনীতি 'B' খাতের উপর কতটুকু নির্ভরশীল তা– ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত খাত দুটির মধ্যে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন? আলোচনা কর। ৪

৮। রাফসান 'A' দেশের নাগরিক। দেশটির অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। বেকার সমস্যা বেশি এবং মাথাপিছু আয় মাত্র ৭০০ ডলার। রায়হান 'B' দেশের নাগরিক। সেখানকার শিক্ষার হার ৯০% এবং মাথাপিছু আয় প্রায় ৩৬,০০০ ডলার।

(ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১
(খ) কৃষি নির্ভর অর্থনীতি বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) উদ্দীপকের রায়হানের দেশটির অর্থনীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ও 'B' দেশ দুটির অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৯। সায়ান 'ক' দেশে বাস করে। সেখানে মাথাপিছু জিডিপির হার বেশি। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নত। এদেশের GDP হিসাব করার সময় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য হিসাব করা হয়।

(ক) মাথাপিছু জিডিপি নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১
(খ) নিট জাতীয় আয় বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) 'ক' দেশের GDP নির্ণয়ে যে নির্ধারকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) সায়ানের দেশের GDP নির্ণয় করার সময় কোন উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয় না? বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। নিচের ছকটি দেখ ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দেশ	প্রত্যাশিত আয় (কোটি টাকায়)	প্রত্যাশিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
X	৭০,০০০	৭০,০০০
Y	৬০,০০০	৫৫,০০০

(ক) আবগারী শুল্ক কী? ১
(খ) মূলধন বাজেট বলতে কী বুঝায়? ২
(গ) 'X' দেশের বাজেটের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'Y' দেশের মতো বাজেট কতটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? আলোচনা কর। ৪

১১। তানজিম খুলনায় তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। মামা তাকে খুলনার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখালেন। তারা এক জায়গায় দেখতে পেল কিছু লোক বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন রকম ঝুঁড়ি, মাদুর, পাখা ইত্যাদি তৈরি করছে। মামা বললেন, এই হস্তশিল্পগুলোর বিদেশে অনেক চাহিদা রয়েছে।

(ক) STOL-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
(খ) EPZ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী? ২
(গ) তানজিমের দেখা শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে উক্ত শিল্পটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর	১	M	২	L	৩	M	৪	N	৫	K	৬	L	৭	N	৮	M	৯	N	১০	M	১১	L	১২	N	১৩	K	১৪	L	১৫	M
	১৬	N	১৭	K	১৮	L	১৯	N	২০	L	২১	M	২২	K	২৩	N	২৪	M	২৫	L	২৬	M	২৭	L	২৮	N	২৯	K	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ কামাল মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। তার নিজের কোনো জমি নেই। তিনি অন্যের জমিতে চাষাবাদ করেন। যৌথ পরিবারে বসবাস করায় তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি। আয় বেশি থাকলেও বড় পরিবার চালাতে তার অনেক সমস্যা হয়। প্রত্যেকের চাহিদাও ভিন্ন ভিন্ন। তারপরও কামাল মিয়া পরিবারের সকলের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেন।

ক. আদিম সমাজের মূলমন্ত্র কী ছিল? ১

খ. উন্নয়নশীল দেশ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. কামাল মিয়া তার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে যে ধরনের সমস্যায় পড়েছেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কামাল মিয়া কীভাবে তার এই সমস্যা দূর করতে পারবে বলে তুমি মনে কর? আলোচনা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'দশে মিলে করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ'–এটিই ছিল আদিম সমাজের মূলমন্ত্র।

খ যে দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম কিন্তু উন্নয়নের সূচকগুলোর ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে তাকে উন্নয়নশীল দেশ বলে। এসব দেশের মাথাপিছু আয় বর্ধনশীল এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমেই বাড়ছে। এসব দেশ নিম্ন আয় থেকে মধ্যম আয় এবং মধ্যম আয় থেকে উচ্চ আয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

গ কামাল মিয়া তার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অসীম অভাব ও নির্বাচন সমস্যায় পড়েছেন।

মানুষের অভাব অসীম। এ অভাব বা আকাঙ্ক্ষার কোনো শেষ নেই। একটি অভাব পূরণ হলে নতুন নতুন অভাব দেখা দেয়। এভাবে ক্রমাগত অসীম অভাব মানুষকে তাড়িত করে।
মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পূরণ করে। এটিই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।
উদ্দীপকের কামাল মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। তার নিজের কোনো জমি নেই। তিনি অন্যের জমিতে চাষাবাদ করেন। যৌথ পরিবারে বসবাস করায় তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি। পরিবারের প্রত্যেকের চাহিদাও আলাদা। এ অবস্থায় তাকে পরিবারের অসংখ্য অভাবের মধ্যে গুরুত্ব অনুসারে অভাব পূরণের চেষ্টা চালাতে হয়। তাই বলা যায়, কামাল মিয়া অসীম অভাব ও নির্বাচন সমস্যায় পড়েছেন।

ঘ কামাল মিয়া অর্থনীতির অভাব নির্বাচন ধারণাকে কাজে লাগিয়ে তার এ সমস্যা দূর করতে পারবে বলে আমি মনে করি।
মানবজীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা তথা মৌলিক সমস্যা হলো বাছাই বা নির্বাচন সমস্যা। মানুষের জীবনে অভাব অসীম হলেও অভাব পূরণের সম্পদ খুবই সীমিত। যেহেতু মানুষের অভাব অনেক এবং সম্পদ সীমিত, তাই সীমিত সম্পদ দিয়ে মানুষের সকল অভাব পূরণ হয় না। মানুষ অনেক অভাবের মধ্য থেকে কয়েকটি অভাব পূরণ করে। অভাবের গুরুত্ব বিবেচনা করে মানুষ এ অভাবগুলো পূরণ করে। অতিপ্রয়োজনীয় অভাবগুলো মানুষ অগ্রাধিকারভিত্তিতে পূরণ করে। এটাই হলো অভাব নির্বাচন বা বাছাই।
উদ্দীপকের কামাল মিয়া একজন দরিদ্র কৃষক। তার নিজের কোনো জমি নেই। তিনি অন্যের জমিতে চাষাবাদ করেন। আয় বেশি থাকলেও বড়ো পরিবার চালাতে তার অনেক সমস্যা হয়। তারপরও তিনি সবার চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে তিনি অর্থনীতির অভাব নির্বাচন ধারণা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করতে পারেন।
অর্থনীতিতে যা দুষ্প্রাপ্যতা ও অসীম অভাব ধারণার সাথে সম্পর্কিত। কারণ দুষ্প্রাপ্যতা বলতে অসীম অভাবের তুলনায় সম্পদের সীমাবদ্ধতাকে বোঝায়। আর এ দুষ্প্রাপ্য সম্পদের সাহায্যে অসীম অভাব পূরণ করতে মানুষকে বিভিন্ন অভাবের মধ্যে বাছাই বা নির্বাচন করতে হয়। এভাবে কামাল মিয়া অর্থনীতির অভাব নির্বাচন ধারণাকে কাজে লাগিয়ে তার সমস্যা দূর করতে পারবে।

প্রশ্ন ▶ ০২ মারিয়া একজন সফল উদ্যোক্তা। সে তার বুটিক শপ থেকে প্রতিমাসে প্রায় ৪০,০০০ টাকা আয় করে। পরিবারের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করার পর বাকী টাকা সে ব্যাংকে জমা করে। এই জমানো টাকা দিয়ে সে ছয়টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছে। সেখানে কিছু মহিলা শ্রমিক পোশাক তৈরির কাজ করে।

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য কাকে বলে? ১

খ. কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মারিয়ার নতুন মেশিন ক্রয় অর্থনীতিতে কোন ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মারিয়ার শেষোক্ত কাজটি কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজ তা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব দ্রব্য উৎপাদনের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই চূড়ান্ত দ্রব্য।

খ কৃষিকাজ ছাড়াও অন্যান্য যে কাজগুলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে সেগুলোকে কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ বলা হয়। যেমন- পোশাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কাজ, বড়ো বড় শিল্প কারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, যানবাহন চালনা ইত্যাদি কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ।

গ মারিয়ার নতুন মেশিন ক্রয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।
অর্থ যখন কোনো কিছু উৎপাদনের কাজে লাগানো হয় তখন তাকে বিনিয়োগ বলা হয়। মানুষ তার আয় থেকে সঞ্চয় করে থাকে। সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে বিনিয়োগ

বলে। ধরি, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি কারখানায় এক লক্ষ টাকার মূলধন সামগ্রী আছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য আরও পঞ্চাশ হাজার টাকার মূলধন সামগ্রী ক্রয় করা হলো। অতিরিক্ত এই পঞ্চাশ হাজার টাকা হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে মারিয়া একজন সফল উদ্যোক্তা। সে তার বুটিক শপ থেকে প্রতিমাসে প্রায় ৪০,০০০ টাকা আয় করে। পরিবারের বিভিন্ন কাজে ব্যয় করার পর বাকি টাকা যে ব্যাংকে জমা করে। এই জমানো টাকা দিয়ে সে ছয়টি সেলাই মেশিন ক্রয় করেছে। অর্থনীতি যা বিনয়োগ বলে অবিহিত করা হয়। তাই বলা যায়, মারিয়ার নতুন মেশিন ক্রয় অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ মারিয়ার শেষোক্ত কাজটি কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ।

কৃষিকাজ ছাড়াও এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক কাজগুলো হলো–পোশাক শিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের কাজ, বড়ো বড় শিল্প ও কলকারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, রাস্তাঘাট ও রেললাইন নির্মাণ, যানবাহন চালনা, ছোট বড়ো ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ। এছাড়াও এদেশের অনেক মানুষ খেলনা, পুতুল ও মিষ্টি তৈরি, দর্জি, কামার, স্বর্ণকার, চর্মকার, তাঁতি, কাঠুরিয়া, ফেরিওয়ালার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অনেকে গ্রাম্য ডাক্তারি, কবিরাজি, ঝাড়ফুঁক, বন্য প্রাণীর খেলা দেখানো ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত বিচিত্র ধরনের। অতি প্রাচীনকাল থেকে বিচিত্র এ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কিছু মহিলা শ্রমিক পোশাক তৈরির কাজ করছে। যা বাংলাদেশে কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষি বহির্ভূত খাত যেমন– সার্বিক শিল্প ও সেবা খাতের অবদান যথাক্রমে ৩৬.০১ শতাংশ ও ৫১.৯২ শতাংশ। এ অবদান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির দ্বারা প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। আর প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ▶ ০৩ একটি পণ্যের যোগানসূচি নিম্নরূপ :

দাম (টাকা)	যোগানের পরিমাণ (কেজি)
১৫ টাকা	৫০ একক
২০ টাকা	১০০ একক
২৫ টাকা	১৫০ একক
৩০ টাকা	২০০ একক

ক. চাহিদা কাকে বলে? ১

খ. ভোগ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উক্ত সূচি থেকে একটি যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিধিটি আমাদের দেশের আলুর যোগানের ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে চাহিদা বলে।

খ প্রতিদিন আমরা ভাত, মাছ, কলম ঘড়ি, জামা-কাপড় ব্যবহার করি বা এগুলো আমরা ভোগ করি। এখানে ভোগ বলতে কিন্তু এগুলো নিঃশেষ করাকে বোঝায় না। কেননা আমরা কোনো জিনিস ধ্বংস বা নিঃশেষ করতে পারি না। আমরা শুধু দ্রব্যগুলো ব্যবহারের দ্বারা এর উপযোগ গ্রহণ করতে পারি। খেয়াল রাখতে হবে, অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনোভাবে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করা হলে তাকে ভোগ বলা হবে না। যেমন: আগুনে আমার কাপড় পুড়ে ছাই হয়ে গেল। অতএব, অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলা হয়।

গ কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে, দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। দাম পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিমাণের এ সমমুখী পরিবর্তনকে যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয় তখন তাকে যোগান রেখা বলে।

নিম্নে উদ্দীপকের আলোকে যোগান রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো :

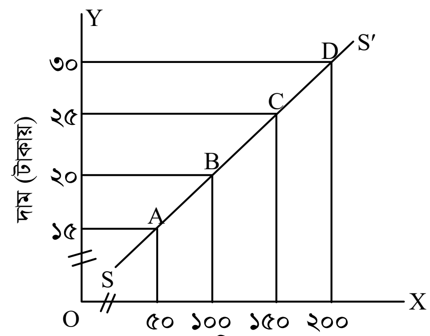

চিত্র : যোগান রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) যোগানের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) দাম নির্দেশ করা হলো। যোগান সূচি অনুযায়ী, দাম যখন ১৫ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ৫০ একক। যা মিলিত হয়েছে A বিন্দুতে। এভাবে দ্রব্যের দাম যখন ২০ টাকা, ২৫ টাকা ও ৩০ টাকা তখন দ্রব্যের যোগান যথাক্রমে ১০০ একক, ১৫০ একক এবং ২০০ একক হয়। বিন্দুগুলো মিলিত হয়েছে যথাক্রমে B, C এবং D বিন্দুতে। এখন A, B, C ও D বিন্দুগুলো যোগ করলে SS′ রেখা পাওয়া যায়। এটিই উদ্দীপকে প্রদত্ত যোগান সূচি হতে অঙ্কিত যোগান রেখা।

ঘ উক্ত বিধিটি তথা যোগান বিধিটি আমাদের দেশের আলুর যোগানের ক্ষেত্রে অনেকটাই কার্যকর বলে আমি মনে করি।

কোনো দ্রব্যের দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে আর দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে। অর্থাৎ দাম ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে সমমুখী সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান। দ্রব্যের দাম ও পরিমাণের মধ্যকার এরূপ সমমুখী সম্পর্ক যে বিধির সাহায্যে প্রকাশ করা যায় তাকে যোগান বিধি বলে। ধরি, বাজারে আলুর কেজি যখন ১৫ টাকা তখন বিক্রেতা ২ কুইন্টাল আলু বিক্রয় করে। আলুর দাম বেড়ে যখন ২০ টাকা হয় তখন বিক্রেতা বেশি আলু সরবরাহ করতে চায়। মনে করি, তখন সরবরাহ হবে ৩০ কুইন্টাল। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ বাড়ে এবং দাম কমার সাথে সাথে দ্রব্যের যোগানের পরিমাণ কমে।

উদ্দীপকের যোগান বিধিতে দেখা যায়, দাম যখন ১৫ টাকা তখন যোগানের পরিমাণ ৫০ একক। দাম বেড়ে যখন ২০ টাকা, ২৫ টাকা ও ৩০ টাকা হয় তখন যোগানের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ১০০ একক, ১৫০ একক ও ২০০ একক হয়। অর্থাৎ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে আলুর যোগানের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত যোগান বিধিটি যথেষ্ট কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ০৪ নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সংমিশ্রণ	জমির পরিমাণ একক	শ্রম উপকরণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
A	৩	২০	২৫	২৫
B	৩	৩০	৪২	১৭
C	৩	৪০	৫২	১০
D	৩	৫০	৫৮	৬

ক. উৎপাদন কী? ১

খ. সময়গত উপযোগ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উক্ত তালিকা হতে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। প্রাপ্ত উৎপাদন রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সাথে কতটুকু সংগতিপূর্ণ তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাই হলো উৎপাদন।

খ সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাড়লেও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি বলে। যেমন- পৌষ-মাঘ মাসের ধান মজুত করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো–

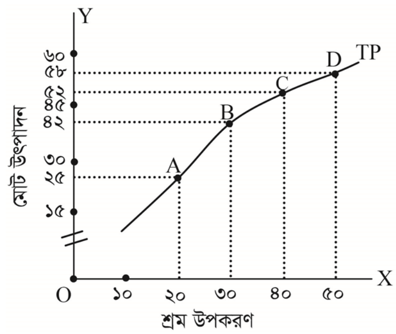

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের উপকরণ এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন পরিমাপ করা হয়েছে। উদ্দীপকের সূচিতে দেখা যায়, শ্রম উপকরণ যখন ২০ তখন মোট উৎপাদন হয় ২৫ একক। যার সমন্বয় বিন্দু A। শ্রম উপকরণ বাড়িয়ে ৩০, ৪০ ও ৫০ একক করা হলে মোট উৎপাদন যথাক্রমে ৪২, ৫২ ও ৫৮ একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে B, C ও D। এখন A, B, C ও D বিন্দু যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TP রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত মোট উৎপাদন রেখা।

ঘ উক্ত তালিকা হতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উৎপাদন রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সাথে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ।

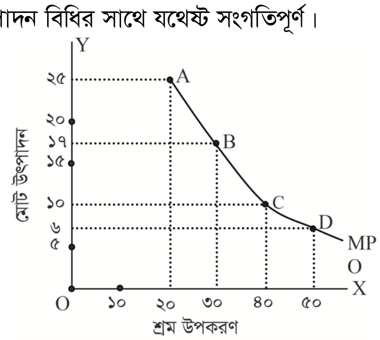

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম উপকরণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। ২০ একক শ্রম উপকরণ নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন ২৫ একক। যার সমন্বয় বিন্দু A। শ্রম উপকরণ নিয়োগ বাড়িয়ে ৩০, ৪০ ও ৫০ একক করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ১৭, ১০ ও ৬। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে B, C ও D। এখন A, B, C ও D বিন্দুসমূহ যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়। এই প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী। MP রেখার নিম্নগামিতাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে। অর্থাৎ উপকরণ নিয়োগ বাড়ানো হলেও প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে কমছে। সুতরাং বলা যায়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখার সাথে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ করিম মোল্লার মগবাজারে একটি চালের দোকান আছে। তার দোকানে বিভিন্ন ধরনের চাল ক্রয়-বিক্রয় হয়। রওশন বেগম প্রতিমাসে এই দোকান থেকে চাল ক্রয় করেন। তিনি লক্ষ করলেন গত মাসের তুলনায় এ মাসে চালের দাম অনেকটাই বেশি। তিনি কারণ জানতে চাইলে করিম মোল্লা বলেন যে, "কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় চাল মজুদ করে রাখায় দাম বেড়ে গিয়েছে"।

ক. ফার্ম কাকে বলে? ১

খ. স্বল্পকালীন বাজার বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজারটি অঞ্চলভেদে কোন ধরনের বাজারের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. করিম মোল্লার উক্তিটি একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত? তোমার মতামত দাও। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন করে এমন একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলে।

খ যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে যোগান সামান্য পরিবর্তিত হয় তাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে।

স্বল্পকালীন বাজারের স্থায়িত্বকাল কম হয়। এই বাজারে ফার্ম নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থেকে পরিবর্তনশীল উপকরণগুলোর পরিবর্তনের মাধ্যমে যোগানে খানিকটা পরিবর্তন আনতে পারে। আবার বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কমে গেলে ফার্ম উৎপাদন কমাতেও পারে বা বাজারের অবস্থা খুব খারাপ হলে উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধও করে দিতে পারে। সুতরাং স্বল্পকালীন সময়ে দ্রব্যের চাহিদার যেকোনো পরিবর্তনে যোগান কিছুটা সাড়া দিতে সক্ষম হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজারটি অঞ্চলভেদে জাতীয় বাজারের অন্তর্ভুক্ত। যে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেই দ্রব্যের বাজারকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন– মোটা চালের বাজার, দেশীয় বস্ত্র, প্রসাধনী ইত্যাদির বাজার।

উদ্দীপকে দেখা যায়, করিম মোল্লার মগবাজারে একটি চালের দোকান আছে। তার দোকানে বিভিন্ন ধরনের চাল ক্রয়-বিক্রয় হয়। রওশন বেগম প্রতিমাসে এই দোকান থেকে চাল ক্রয় করেন। যা জাতীয় বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ। কেননা জাতীয় বাজারের পণ্য এক স্থানে উৎপন্ন হলেও তা দেশের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে যায়। ফলে কৃষকের লাভের পরিমাণও বেশি হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে জাতীয় বাজারের কথা বলা হয়েছে।

ঘ অসাধু ব্যবসায়ীর চাল মজুত রেখে কৃত্রিম সংকট তৈরি করার বিষয়টি একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত– উক্তিটি যথার্থ।

একচেটিয়া বাজারে কোনো পণ্যের উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা একজন থাকলেও তার ক্রেতা থাকে অসংখ্য। আবার এ বাজারে পণ্যটির কোনো ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য না থাকায় উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা তার দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফলে বিক্রেতা ইচ্ছামতো দাম বাড়াতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বেশি লাভের আশায় চাল মজুত করে রাখায় এর দাম বেড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এখানে আংশিকভাবে একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। একচেটিয়া বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকায় এ বাজারে নতুন কোনো ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করতে পারে না। আবার বিদ্যমান ফার্মটি শিল্প ত্যাগও করতে পারে না। ফলে সম্পূর্ণ বাজারের ওপরে একচেটিয়া কারবারির একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। একচেটিয়া ফার্ম পণ্যের দাম বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে বলে পণ্যের দাম ও যোগান নির্ধারণে একচেটিয়া ক্ষমতা রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের চাল মজুত রাখার বিষয়টি একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন ▸ ০৬

প্রতিষ্ঠান : ক	প্রতিষ্ঠান : খ
জনগণকে ঋণ প্রদান করে না। এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এটি নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে থাকে।	ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্মাণে ঋণ দেয়। জনগণের অর্থও জমা রাখে।

ক. বিহিত মুদ্রা কী? ১

খ. নিকাশঘর বলতে কী বুঝায়? ২

গ. আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান 'খ' এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রতিষ্ঠান 'ক' এর কার্যাবলি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা পরিচালিত তাই বিহিত অর্থ।

খ নিকাশ ঘর বলতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংকের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে বুঝায়। দৈনন্দিন ব্যবসায় বাণিজ্য ও লেনদেনের ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে চেক, ব্যাংক ড্রাফট ও পে-অর্ডার আদান প্রদান হয়। ফলে এক ব্যাংক অন্য ব্যাংকের কাছে পাওনাদার হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ লেনদেনের নিকাশ ঘর হিসেবে পারস্পরিক দেনা পাওনার হিসাব পরিশোধ করে।

গ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠান 'খ' তথা বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম।

বাণিজ্যিক ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অর্থ আমানত হিসেবে জমা রাখে এবং ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করে।

উদ্দীপকে প্রতিষ্ঠান 'খ' ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্মাণে ঋণ দেয়। জনগণের অর্থও জমা রাখে। যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে। এ ব্যাংক নিয়মিত আমানত সংগ্রহ করে দেশের ব্যবসায়ীদের তা ঋণের মাধ্যমে প্রদান করে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অর্থসংস্থানের পাশাপাশি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি বড়ো অংশীদার বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। তা থেকে ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পকারখানা নির্মাণ ও সম্প্রসারণে ঋণ সহায়তা দান করে থাকে। শিল্পের কাঁচামাল এবং উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ প্রদান করে। এছাড়া নতুন নতুন কোম্পানির শেয়ার কিনে দেশে কলকারখানা গড়তে সহায়তা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। বর্তমানে এ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো রিকশা ও ভ্যান ক্রয়, মুদির দোকান খোলা, চাল-ডাল-গম ভাঙানোর মিল স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান শুরু করেছে। ফলশ্রুতিতে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ প্রতিষ্ঠান 'ক' তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্যাবলি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এ ব্যাংক নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রাবাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠান 'ক' জনগণকে ঋণ প্রদান করে না। এটি সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এটি নোট ও মুদ্রার প্রচলন করে থাকে। যা মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ নির্দেশ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ, বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঋণের স্বল্পতা ও আধিক্য উভয়ই ক্ষতিকর। কোনো দেশের অর্থনীতিতে ঋণের আধিক্য হলে মুদ্রাস্ফীতি হয়। আর ঋণের স্বল্পতার জন্য মুদ্রা সংকোচন ঘটে। এসব সমস্যা যাতে না ঘটে সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। আবার বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য আনয়ন ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এ ব্যাংক সরকারের পক্ষ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করে অর্থের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখে।

পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক উপরিউক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এবং জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ▸ ০৭ খাত A – চিনি শিল্প, পোশাক শিল্প, সার শিল্প, কাগজ শিল্প।
খাত B – ধান, পাট, গম, চা আখ।

ক. শিল্প কী? ১

খ. সেবাখাত বলতে কী বুঝায়? ২

গ. আমাদের দেশের অর্থনীতি 'B' খাতের উপর কতটুকু নির্ভরশীল তা– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খাত দুটির মধ্যে কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন? আলোচনা কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুতপ্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

খ যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত সেবাকর্ম উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ যা রূপান্তরিত কাঁচামাল হিসেবে দৃশ্যমান নয় কিন্তু মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে, তাকে সেবা বলে।

বাংলাদেশে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্তোরাঁ, পরিবহণ, ব্যাংক-বিমা, গৃহায়ণ, লোকপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সেবা খাত হলো একক বৃহত্তম খাত।

গ আমাদের দেশের অর্থনীতি 'B' খাতের তথা কৃষি খাতের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

কৃষিকাজ হচ্ছে ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত কাজ। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। যে-কোনো দেশে খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতের অবদান অনেক। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যশস্য যেমন ধান, গম, যব, তৈলবীজ, আলু, ফলমূল ইত্যাদি জনগণের খাদ্য চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করে। আবার শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান মূলত কৃষি থেকেই আসে। আখ, পাট, চা ইত্যাদি কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে পাট, চিনি, চা, কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে। শস্য উৎপাদন ছাড়া কৃষির অন্যান্য উপখাত হলো পশুপালন, মৎস্য চাষ ও বনায়ন।

উদ্দীপকে খাত-B এ ধান, পাট, গম, চা, আখ তুলে ধরা হয়েছে। যা মূলত কৃষি খাতের উৎপাদিত পণ্য। তাই B খাতটিকে কৃষি খাত বলা যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এছাড়া গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃষি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকে খাত–A হলো শিল্প খাত এবং খাত–B হলো কৃষি খাত। এ দুটি খাতের মধ্যে কৃষি খাত অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ বাংলাদেশে শিল্প কৃষিভিত্তিক।

কৃষি হচ্ছে এমন এক ধরনের কাজ যা ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের মোট জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে কৃষি থেকে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সকল রাষ্ট্র উন্নতির বিধানকল্পে শিল্পের ওপর নির্ভর হতে শুরু করেছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিল্পায়ন বা শিল্প অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্যও কৃষিপ্রধান জ্বালানি হিসেবে কাজ করবে। কারণ বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারী শিল্পপ্রধান না হওয়ায় এখানে প্রাথমিক বা কৃষিনির্ভর শিল্প গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে কৃষির উৎপাদনের সাথে এসব শিল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাছাড়া সেবা খাতের উন্নয়নও কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রভৃতি কৃষি অগ্রগতির সাথে জড়িত। শতকরা প্রায় ৬৩ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর অর্থসংস্থান, কর্মসংস্থান ও খাদ্যসংস্থানের প্রধান খাত হলো কৃষি। তাই কৃষির উন্নয়নের সাথে পুরো অর্থনীতির উন্নয়ন নির্ভর করে। সেজন্য বাংলাদেশের সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। তাই আমি কৃষি খাতকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য গুরুত্ব দিব।

প্রশ্ন ▶ ০৮ রাফসান 'A' দেশের নাগরিক। দেশটির অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। বেকার সমস্যা বেশি এবং মাথাপিছু আয় মাত্র ৭০০ ডলার।

রায়হান 'B' দেশের নাগরিক। সেখানকার শিক্ষার হার ৯০% এবং মাথাপিছু আয় প্রায় ৩৬,০০০ ডলার।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কী? ১

খ. কৃষি নির্ভর অর্থনীতি বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের রায়হানের দেশটির অর্থনীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ও 'B' দেশ দুটির অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ কৃষিকে কেন্দ্র করে যে অর্থনীতি গঠিত হয়েছে তাকে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি বলে।

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত। কিন্তু অনুন্নত চাষ পদ্ধতি, উন্নত বীজ, সার, সেচ এবং কৃষিঋণের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি উৎপাদন অনেক কম। ক্রমান্বয়ে এ অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচসুবিধা বাড়ছে। একই সাথে উৎপাদনও বাড়ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের (ফসল, প্রাণিসম্পদ, বনজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদ) অবদান প্রায় ১৩.৩৫ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪০.৬২ শতাংশ কৃষি খাতে নিয়োজিত (২০১৬-১৭) সালের এল.এফ. এস অনুযায়ী।

গ উদ্দীপকের রায়হানদের দেশটি উন্নত অর্থনীতির দেশ।

উন্নত অর্থনীতির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এসব দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।

উদ্দীপকে রায়হান 'B' দেশের নাগরিক। সেখানকার শিক্ষার হার ৯০% এবং মাথাপিছু আয় প্রায় ৩৬,০০০ ডলার। যা উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই উদ্দীপকে রায়হানের দেশটিকে উন্নত অর্থনীতির দেশ বলা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশটি অনুন্নত দেশ এবং 'B' দেশটি উন্নত দেশ। অনুন্নত ও উন্নত দেশের অর্থনীতির তুলনামূলক আলোচনা করা হলো–

১. যেসব দেশের মাথাপিছু আয় কম, জীবনযাত্রার মান নিম্ন, মূলধন গঠনের হার নিম্ন, সনাতন কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করে, বেকারত্ব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল সে সকল দেশকে অনুন্নত দেশ বলে।
   কিন্তু উচ্চ আয়ের যেসব দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে এবং এই উন্নয়ন দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত আছে এমন দেশকে উন্নত দেশ বলে।
২. অনুন্নত দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তি একেবারেই সনাতনী।
   কিন্তু উন্নত দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়।
৩. অনুন্নত দেশে মূলধনের যোগান কম।
   কিন্তু উন্নত দেশে মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত।
৪. অনুন্নত দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় অনেক কম। অন্যদিকে উন্নত দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেশি।
৫. অনুন্নত দেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল কম থাকে।
   পক্ষান্তরে উন্নত দেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বেশি হয়।
৬. অনুন্নত দেশে শিক্ষার হার খুবই কম।
   কিন্তু উন্নত দেশে শিক্ষার হার অনেক বেশি।

পরিশেষে বলা যায়, 'A' ও 'B' দেশ দুটির মধ্যে উল্লিখিত পার্থক্যগুলো বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ০৯ সায়ান 'ক' দেশে বাস করে। সেখানে মাথাপিছু জিডিপির হার বেশি। ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মান উন্নত। এদেশের GDP হিসাব করার সময় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য হিসাব করা হয়।

ক. মাথাপিছু জিডিপি নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। ১
খ. নিট জাতীয় আয় বলতে কী বুঝায়? ২
গ. 'ক' দেশের GDP নির্ণয়ে যে নির্ধারকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সায়ানের দেশের GDP নির্ণয় করার সময় কোন উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয় না? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাথাপিছু জিডিপি = $\frac{\text{কোনো নির্দিষ্ট বছরের মোট দেশজ উৎপাদন}}{\text{ঐ বছরের মধ্য সময়ের মোট জনসংখ্যা}}$।

খ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে মূলধনের ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিট জাতীয় আয় বলে।

উৎপাদন কাজে যন্ত্রপাতি, ঘর-বাড়ি প্রভৃতি ব্যবহার করার ফলে ধীরে ধীরে তাদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। তাই তাদের সংস্কার ও মেরামতের প্রয়োজন পড়ে। মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধনের বা যন্ত্রপাতির এ ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো নিট জাতীয় আয়।

গ 'ক' দেশের GDP নির্ণয়ে যে নির্ধারকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা আমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো−

১. **ভূমি :** মোট দেশজ উৎপাদন ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মোট দেশজ উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।
২. **শ্রম :** যেকোনো দেশের শ্রম মোট দেশজ উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক।
৩. **মূলধন :** মূলধন মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক।
৪. **প্রযুক্তি :** প্রযুক্তির ওপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ কৃষিখাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উফশী বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে ।
৫. **সচলতা :** একটি অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ সরিয়ে নতুন প্রসারমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতার ওপর মোট দেশজ উৎপাদন নির্ভর করে।

ঘ সায়ানের দেশের GDP নির্ণয় করার সময় যে উপাদানগুলো বিবেচনা করা হয় না সেগুলো বিশ্লেষণ করা হলো−

১. **মূলধনী লাভ-ক্ষতি :** সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ-ক্ষতি জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না।
২. **মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা :** জাতীয় আয় গণনার সময় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাই জাতীয় আয় গণনায় মাধ্যমিক দ্রব্য বিবেচিত হয় না। মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য এক্ষেত্রে দ্বৈত গণনা সমস্যা দেখা দেয়।
৩. **বিনামূল্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ও সেবা :** অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না। যেমন− মা কর্তৃক সন্তান লালন−পালন, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো প্রভৃতি।
৪. **অতীতে উৎপাদিত দ্রব্য ও লেনদেন বিবেচ্য নয় :** যে বছরের GDP গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদনে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন− পুরাতন গাড়ি, পুরাতন ফ্ল্যাট ক্রয়, স্টক, বন্ড, কাগজ লেনদেন ইত্যাদি।
৫. **সরকারি ঋণের সুদ :** সরকারি ঋণের বিপরীতে যে সুদ দেওয়া হয় তা GDP এর অন্তর্ভুক্ত হয় না।
৬. **বেআইনি কাজ :** বেআইনি কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। যেমন− চুরি বা ঘুসের টাকা।

প্রশ্ন ▶ ১০ নিচের ছকটি দেখ ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দেশ	প্রত্যাশিত আয় (কোটি টাকায়)	প্রত্যাশিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
X	৭০,০০০	৭০,০০০
Y	৬০,০০০	৫৫,০০০

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১
খ. মূলধন বাজেট বলতে কী বুঝায়? ২
গ. 'X' দেশের বাজেটের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'Y' দেশের মতো বাজেট কতটা যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? আলোচনা কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত ও ব্যবহৃত দ্রব্যের ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাই আবগারি শুল্ক।

খ সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধনী বা উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের ও জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতে অর্থসংস্থান করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়− কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, মহিলা ও যুব উন্নয়ন, পরিবহণ ও যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন ও গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে সরকার ব্যয় করে থাকে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।

গ উদ্দীপকে 'X' দেশের বাজেটটি সুষম বাজেট।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সরকারের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হলে তাকে সুষম বাজেট বলে। এ বাজেটে আয়ের সাথে সংগতি রেখে ব্যয় করা হয় বলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যের দাম দ্রুত বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে। এর ফলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'X' দেশের বাজেটে প্রত্যাশিত আয় ৭০,০০০ কোটি টাকা। আর প্রত্যাশিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৭০,০০০ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, সরকারের আয় ও ব্যয় সমান। অর্থাৎ আয় − ব্যয় = ০, যা সুষম বাজেটকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত বাজেটটি একটি সুষম বাজেট।

ঘ উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'Y' দেশের মতো বাজেট তথা উদ্বৃত্ত বাজেট যৌক্তিক নয় বলে আমি মনে করি। উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঘাটতি বাজেট মঙ্গলজনক।

উদ্দীপকে 'Y' দেশে প্রত্যাশিত আয় ধরা হয়েছে ৬০,০০০ কোটি টাকা। প্রত্যাশিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৫৫,০০০ কোটি টাকা। সুতরাং উদ্বৃত্ত = (৬০,০০০ - ৫৫,০০০) = ৫০০০ কোটি টাকা। যা উদ্বৃত্ত বাজেটকেই নির্দেশ করে। এ ধরনের বাজেট উন্নয়নশীল দেশের জন্য যৌক্তিক নয়। উন্নয়নশীল দেশে মূলধনের স্বল্পতা রয়েছে। এ কারণে উন্নয়নশীল দেশে সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ঘাটতি বাজেট বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ঘাটতি বাজেট উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য। ঘাটতি বাজেট প্রণীত হলে মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে না, বরং উৎপাদন বৃদ্ধি করে। আধুনিক অর্থনীতিবিদের মতে, অর্থনীতিতে দুর্বলতা ও ভারসাম্যহীনতা থাকা সত্ত্বেও সুষম বাজেট প্রণয়ন ব্যর্থতারই পরিচায়ক। তাদের অভিমত হচ্ছে, প্রয়োজনে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হতেই পারে। তবে খেয়াল রাখতে হবে বাড়তি ব্যয় যেন উন্নয়নমূলক খাতে খরচ করা হয়। উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন মঙ্গলজনক।

সুতরাং বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশের জন্য 'Y' দেশের মতো উদ্বৃত্ত বাজেট যৌক্তিক নয়, বরং ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন যৌক্তিক।

প্রশ্ন ▸ ১১ তানজিম খুলনায় তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। মামা তাকে খুলনার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখালেন। তারা এক জায়গায় দেখতে পেল কিছু লোক বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন রকম ঝুঁড়ি, মাদুর, পাখা ইত্যাদি তৈরি করছে। মামা বললেন, এই হস্তশিল্পগুলোর বিদেশে অনেক চাহিদা রয়েছে।

ক. STOL-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. EPZ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী? ২
গ. তানজিমের দেখা শিল্পটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে উক্ত শিল্পটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক STOL-এর পূর্ণরূপ হলো− Short Take Off and Landing.

খ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ফলশ্রুতিতে আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং বেকারত্ব হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে।

গ তানজিমের দেখা শিল্পটি হলো কুটির শিল্প।
স্বল্প মূলধন ও নিজস্ব কারিগরি জ্ঞানের সাহায্যে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে পরিচালিত শিল্পই হলো কুটির শিল্প। এ শিল্পে সাধারণত পরিবারের লোকজনের পুঁজি ও শ্রম ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এ শিল্পের আয়তন খুব ছোটো হয়। যেমন: রেশম শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, পিতল ও কাঁসা শিল্প, তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, তানজিম খুলনায় তার মামার বাড়িতে বেড়াতে গেল। মামা তাকে খুলনার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখালেন। তারা এক জায়গায় দেখতে পেল কিছু লোক বাঁশ ও বেত দিয়ে বিভিন্ন রকম ঝুড়ি, মাদুর, পাখা ইত্যাদি তৈরি করছে। মামা বললেন, এই হস্তশিল্পগুলোর বিদেশে অনেক চাহিদা রয়েছে। যা কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, তানজিমের দেখা শিল্পটি হলো কুটির শিল্প।

ঘ আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে কুটির শিল্পের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো−

১. কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস : শিল্পোন্নয়নের অভাবে আমাদের দেশে কৃষির উপর দিন দিন জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুটিরশিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে কৃষি থেকে অপসারণ করে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস করা যেতে পারে।

২. নারীদের কর্মসংস্থান : কুটিরশিল্প পরিবারভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এতে মহিলারা কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। আমাদের দেশের মেয়েরা অতিমাত্রায় পর্দানশীল বলে তারা ঘরের বাইরে পুরুষের সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক নয়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নতি সাধন করতে পারলে এসব পর্দানশীল মহিলাদের কাজে লাগানো সহজ হবে। এতে দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

৩. সম্পদের সুষম বণ্টন : জাতীয় সম্পদের সুষম বণ্টনের ক্ষেত্রে কুটিরশিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে সম্পদ ও আয়ের বণ্টনে প্রকট বৈষম্য রয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বার্থে সম্পদ বণ্টনে এরূপ বৈষম্য দূর করা দরকার। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে।

৪. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন : বাংলাদেশে পল্লি অঞ্চলে কুটিরশিল্প সম্প্রসারিত হলে কৃষকদের মাথাপিছু আয় বাড়বে। কারণ, এতে কৃষিকাজ ছাড়াও কুটিরশিল্প থেকে বাড়তি আয় উপার্জন করা যাবে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

৫. কাঁচামালের সদ্ব্যবহার : বাংলাদেশে কুটিরশিল্পের ব্যবহার উপযোগী প্রচুর কাঁচামাল রয়েছে। কুটিরশিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের মাধ্যমে এসব কাঁচামালের ব্যবহার করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।

৬. গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ : আমাদের গ্রামাঞ্চলে জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান খুবই নিচু। সুতরাং, দেশের সর্বত্র ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে পারলে স্থবির গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রাণের সঞ্চার হবে।

৭. বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : কুটিরশিল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের নিজস্ব প্রযুক্তি প্রকাশ পায়। এ করণে এ শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশি ক্রেতাদের আকৃষ্ট করে। অতএব, কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ আছে।

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৪

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড : | 1 | 4 | 1 |

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৩০**

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. নিচের কোনটি যোগান রেখা?

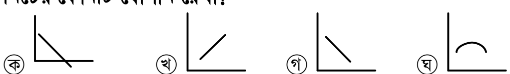
ⓚ ⓚ... (ক) (খ) (গ) (ঘ)

২. বাজারে সকল ভোক্তার চাহিদার সমষ্টিকে কী বলে?
(ক) সামষ্টিক চাহিদা (খ) বাজার চাহিদা
(গ) ব্যক্তিগত চাহিদা (ঘ) সামাজিক চাহিদা

৩. উৎপাদনের উপকরণ মূলত কয় ধরনের?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৪. নিচের কোনটি গড় উৎপাদনের সূত্র?
(ক) গড় উৎপাদন = $\frac{\text{মোট উপকরণ}}{\text{মোট উৎপাদন}}$ (খ) গড় উৎপাদন = $\frac{\text{মোট খরচ}}{\text{মোট উৎপাদন}}$
(গ) গড় উৎপাদন = $\frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট শ্রম উপকরণ}}$ (ঘ) গড় উৎপাদন = $\frac{\text{মোট উৎপাদন}}{\text{মোট খরচ}}$

৫. রহমান সাহেব একজন শিল্প উদ্যোক্তা। এক্ষেত্রে সংগঠক হিসেবে তিনি—
i. ঝুঁকি গ্রহণ করবেন ii. নীতি নির্ধারণ করবেন
iii. উৎপাদনের উপকরণ সমন্বয় করবেন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬. বাজারের সংজ্ঞা প্রদান করেন কে?
(ক) ক্যানন (খ) কুর্নট (গ) মার্শাল (ঘ) অ্যাডাম স্মিথ

৭. অর্থনীতিতে 'পলি' অর্থ কী?
(ক) পণ্য (খ) বাজার (গ) ক্রেতা (ঘ) বিক্রেতা

৮. একচেটিয়া বাজারের মূল লক্ষ্য কী?
(ক) বেশি বিক্রয় (খ) বেশি পুঁজি (গ) সর্বোচ্চ মুনাফা (ঘ) সর্বোচ্চ উৎপাদন

☐ উদ্দীপকটি পড়ে ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জয়নাল সাহেব তার কারখানার আয়-ব্যয় হিসাব করার সময় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় পণ্য বিবেচনা করেন। তার প্রকৃত আয় হিসাব করতে সমস্যা হয়।

৯. জয়নাল সাহেবের হিসাবের সময় কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়?
(ক) দ্বৈত গণনা হয় (খ) মূলধন বেশি হয়
(গ) মূলধনের ঘাটতি হয় (ঘ) প্রকৃত আয় কম হয়

১০. জয়নাল সাহেব উক্ত সমস্যা সমাধান করতে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন—
i. উৎপাদন পদ্ধতি ii. আয় পদ্ধতি iii. ব্যয় পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১. বাংলাদেশের অর্থনীতিকে GDP পরিমাপের জন্য মোট কতটি খাতে ভাগ করা হয়েছে?
(ক) ১২ (খ) ১৫ (গ) ১৮ (ঘ) ২০

১২. সসীম বিহিত অর্থ কোনটি?
(ক) ৫ টাকার নোট (খ) ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা
(গ) ১০ টাকার নোট (ঘ) ২০ টাকার নোট

১৩. অর্থ কীসের পরিমাপক?
(ক) সেবার (খ) দ্রব্যের (গ) মূল্যের (ঘ) পণ্যের

১৪. বাংলাদেশ ব্যাংক কার আদেশবলে গঠিত হয়?
(ক) প্রধানমন্ত্রীর (খ) অর্থমন্ত্রীর (গ) রাষ্ট্রপতির (ঘ) গভর্নরের

১৫. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সার্বিক শিল্প খাতের অবদান প্রায় কত শতাংশ?
(ক) ৩০.৪২ (খ) ৩২.৪২ (গ) ৩৫.১৪ (ঘ) ৪০.৪২

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নিজাম মৌমাছি চাষ করে মধু সংগ্রহ করে। এই মধু বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

১৬. নিজামের মৌমাছি চাষ কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) কৃষি (খ) শিল্প (গ) সেবা (ঘ) ব্যবসা

১৭. নিজামের মৌমাছি চাষ অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখে—
i. বেকারত্ব হ্রাসে ii. GDP বৃদ্ধিতে iii. কর্মসংস্থান হ্রাসে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. অনুন্নত দেশে কোনটি বেশি হয়?
(ক) ক্রয় (খ) বিক্রয় (গ) রপ্তানি (ঘ) আমদানি

১৯. "একটি দেশ দরিদ্র কারণ সে দেশ দরিদ্র"—কথাটি কে বলেছেন?
(ক) অধ্যাপক নার্কস (খ) জন স্টুয়ার্ট মিল
(গ) অধ্যাপক মার্শাল (ঘ) এল রবিন্স

২০. খামার স্থাপনের মাধ্যমে—
i. জিডিপি বৃদ্ধি পাবে ii. মূলধন গঠন হবে iii. ভোগ বৃদ্ধি পাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২১. VAT-এর পূর্ণরূপ কী?
(ক) Value Advance Tax (খ) Value Added Tax
(গ) Vocational Added Tax (ঘ) Varieties Added Tax

২২. নিচের কোনটি কর বহির্ভূত রাজস্ব আয়ের উৎস?
(ক) ভূমি উন্নয়ন কর (খ) যানবাহন কর
(গ) টোল ও লেভি (ঘ) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প

২৩. আয়-ব্যয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী বাজেটকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) দুই (খ) তিন (গ) চার (ঘ) পাঁচ

২৪. 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থের লেখক কে?
(ক) অ্যাডাম স্মিথ (খ) এল রবিনস্ (গ) স্যামুয়েলসন (ঘ) কৌটিল্য

২৫. মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে অর্থের মূল্যের কী পরিবর্তন হয়?
(ক) বাড়ে (খ) কমে
(গ) ঋণাত্মক হারে বাড়ে (ঘ) অপরিবর্তিত থাকে

২৬. ধনতন্ত্রে অদৃশ্য শক্তিকে কী বলা হয়?
(ক) সামাজিক কল্যাণ (খ) সরকারি পরিকল্পনা
(গ) দাম ব্যবস্থা (ঘ) জনশক্তি

২৭. বিদ্যালয় কোন ধরনের সম্পদ?
(ক) প্রাকৃতিক (খ) সেবাগত (গ) মানবিক (ঘ) উৎপাদিত

☐ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রিমি সিলেট অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে দেখল একটি কূপ থেকে আগুনের ফুলকি বের হচ্ছে। তার বাবা তাকে বলেন যে, এটি বাংলাদেশের একটি প্রধান খনিজ সম্পদ।

২৮. রিমির দেখা সম্পদটির নাম কী?
(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস (খ) খনিজ তেল (গ) চুনাপাথর (ঘ) কয়লা

২৯. উক্ত সম্পদটি ব্যবহৃত হয়—
i. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ii. জ্বালানি হিসেবে iii. রাসায়নিক সার তৈরিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. প্রান্তিক উপযোগ যখন শূন্য তখন মোট উপযোগ কত?
(ক) সর্বোচ্চ (খ) সর্বনিম্ন (গ) বাড়বে (ঘ) কমবে

■ খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড–২০২৪

অর্থনীতি (সৃজনশীল)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট **পূর্ণমান : ৭০**

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো সাতটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। মিসেস আমিনা একটি বেসরকারি কোম্পানিতে ভালো বেতনে চাকরি করেন। বাসায় এসে সন্তানদের লেখাপড়ায় সাহায্য করেন। পাশাপাশি সংসারের অন্যান্য কাজও করেন। অন্যদিকে, তার বোন রোজিনা কোনো চাকরি করেন না। তিনি বাচ্চাদের দেখাশুনা ও ঘরের অন্যান্য কাজ করেন।

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১
(খ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত আমিনার কাজগুলো কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত রোজিনার কাজকে অর্থনৈতিক কাজ বলা যাবে কি? মতামত দাও। ৪

২। 'A' দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। 'B' দেশে সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরনের শিল্প কারখানা আছে। 'B' দেশে উদ্যোক্তা মুনাফা অর্জন করতে পারে, তবে তা একচেটিয়া মুনাফা নয়।

(ক) ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
(খ) 'সুযোগ ব্যয়' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' দেশের অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলা যাবে কি? মতামত দাও। ৪

৩।

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (একক)
৩০.০০	১০ কুইন্টাল
৩৫.০০	১৫ কুইন্টাল
৪০.০০	২০ কুইন্টাল
৪৫.০০	২৫ কুইন্টাল

(ক) চাহিদা কাকে বলে? ১
(খ) 'উপযোগ একটি মানসিক ধারণা'– ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) উপকরণের দাম ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচির বিধিটি কার্যকর হবে কি? মতামত দাও। ৪

৪। রহমত আলীর একটি কাপড়ের দোকান আছে। উক্ত দোকানে শাড়ি, থ্রিপিছসহ আরো নানা ধরনের কাপড় বিক্রয় হয়। তার কাজে সাহায্য করার জন্য চারজন বিক্রয়কর্মী রয়েছে। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকারি দামে কাপড় কিনে এনে বিক্রয় করেন। দোকানের লাভ থেকে এ বছর তিনি আরেকটি দোকান ক্রয় করেছেন।

(ক) ভূমি কাকে বলে? ১
(খ) সময়ের ব্যবধানে কীভাবে দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি পায়? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমত আলীকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোন উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহমত আলীর কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নিচের ছকটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভূমির পরিমাণ (স্থির) ১ হেক্টর	শ্রম উপকরণ	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ হেক্টর	১	A	২০	২০
১ "	২	B	৪৬	২৬
১ "	৩	C	৬০	১৪
১ "	৪	D	৭২	১২

(ক) উৎপাদন কাকে বলে? ১
(খ) প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের দুটি পার্থক্য লেখ। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচি থেকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকের আলোকে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। পলাশ তার খামারে ধান, পাট ও নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করেন। পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে অবশিষ্ট ফসল বাজারে বিক্রয় করেন। পলাশের বন্ধু শিমুল কৃষকদের কাছ থেকে পাট কিনে এনে তার কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করেন। শিমুলের কারখানায় চট, বস্তা, কার্পেট, ব্যাগ ও সুতা তৈরি হয়।

(ক) সেবা কাকে বলে? ১
(খ) বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি বিরাজমান কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত পলাশ অর্থনীতির কোন খাতে কর্মরত? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) "পলাশ ও শিমুলের কর্মরত খাত দুটি পরস্পর নির্ভরশীল"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। উদ্দীপক-১ : রহমান সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি নিয়মিত কর পরিশোধ করেন।

উদ্দীপক-২ : মমতা একটি খ্যাতনামা দোকানে গিয়ে একসেট জামা কিনলেন। মূল্য পরিশোধের সময় তাকে নির্ধারিত মূল্যের একটু বেশি অর্থ প্রদান করতে হয় এর কারণ জানতে চাইলে ম্যানেজার তাকে বললেন, অতিরিক্ত অর্থ এক ধরনের কর।

(ক) বাজেট কাকে বলে? ১
(খ) উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঘাটতি বাজেট বেশি গ্রহণযোগ্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপক-১ এর রহমান সাহেবের প্রদত্ত করের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) মমতা যে কর দিয়েছেন তা 'সরকারের আয়ের একটি বড় অংশ'– বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। 'X' দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উচ্চ পর্যায়ের। দেশটির কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক খাত প্রযুক্তি নির্ভর। 'Y' দেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যা বিদ্যমান। বিগত কয়েক বছর চেষ্টা করেও দেশটি তেমন উন্নতি করতে পারছে না।

(ক) বেকারত্ব কাকে বলে? ১
(খ) "শিক্ষা ব্যক্তিজীবন ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য"– ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে 'X' দেশ কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) 'X' দেশকে 'Y' দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৯। উদ্দীপক-১ : ২০২০–২০২১ অর্থবছরে 'ক' দেশের ভোগ ব্যয় (C) ১২০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ৮০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় (G) ৭০ কোটি টাকা, আমদানি ব্যয় (M) ৫০ কোটি টাকা, রপ্তানি আয় (X) ৪০ কোটি টাকা।

উদ্দীপক-২ : জনাব আসলামের একটি কারখানা আছে। উক্ত কারখানায় প্রথমে তিনি সুতা ক্রয় করে এনে কাপড় তৈরি করেন। তারপর সেই কাপড় দিয়ে পোশাক তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করেন। গত বছর তার কারখানার বাৎসরিক ব্যয় হিসাব করার সময় তিনি সুতার দাম ও কাপড়ের দাম দুটোই হিসাব করেন।

(ক) মোট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১
(খ) প্রযুক্তি কীভাবে জিডিপি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপক-১ এ জিডিপি পরিমাপের কোন পদ্ধতি নির্দেশ করে? সূত্রের সাহায্যে 'ক' দেশের জিডিপি নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপক-২ এ জনাব আসলামের কারখানার হিসাব সঠিক হয়েছে কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। উদ্দীপক-১ : কৌশিক সাহেব বাজারে মাছ কিনতে গিয়ে দেখলেন মাছের সরবরাহ খুব কম। ক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় সব ক্রেতা মাছ কিনতে পারলেন না। কয়েকজন মাছ না কিনেই বাড়ি ফিরলেন।

উদ্দীপক-২ : মিসেস মাইশা গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে গিয়ে দেখলেন, গত মাসের তুলনায় এই মাসে ২০০ টাকা দাম বেড়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বেশি দামেই তাকে সিলিন্ডার কিনতে হলো।

(ক) বাজার কাকে বলে? ১
(খ) অলিগোপলি বাজারে 'একজন বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন'– ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপক-১ এ সময়ের ভিত্তিতে কোন বাজারের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত বাজারে ক্রেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। উদ্দীপক-১ : আনিস সাহেবের কর্মরত ব্যাংকে জনগণের কোনো হিসাব খোলা হয় না। উক্ত ব্যাংক সকল ব্যাংকের কাজ তদারকি করে। তাই এটি ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে।

উদ্দীপক-২ : আসিফ সাহেব একটি বিশেষ ব্যাংকে কাজ করেন। ব্যাংকটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকটি জনগণকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ বিশ বছর।

(ক) বিহিত অর্থ কাকে বলে? ১
(খ) ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) আনিস সাহেব কোন ব্যাংকে কর্মরত আছেন? উক্ত ব্যাংকের কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসনে উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত ব্যাংকটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	L	২	L	৩	M	৪	M	৫	N	৬	L	৭	N	৮	M	৯	K	১০	N	১১	L	১২	L	১৩	M	১৪	M	১৫	M
	১৬	K	১৭	K	১৮	N	১৯	K	২০	K	২১	L	২২	M	২৩	K	২৪	N	২৫	L	২৬	L	২৭	L	২৮	K	২৯	N	৩০	K

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ মিসেস আমিনা একটি বেসরকারি কোম্পানিতে ভালো বেতনে চাকরি করেন। বাসায় এসে সন্তানদের লেখাপড়ায় সাহায্য করেন। পাশাপাশি সংসারের অন্যান্য কাজও করেন। অন্যদিকে, তার বোন রোজিনা কোনো চাকরি করেন না। তিনি বাচ্চাদের দেখাশুনা ও ঘরের অন্যান্য কাজ করেন।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আমিনার কাজগুলো কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রোজিনার কাজকে অর্থনৈতিক কাজ বলা যাবে কি? মতামত দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া যেসব দ্রব্য মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। যেমন– ভূমি, বনভূমি, খনিজ সম্পদ, নদ-নদী ইত্যাদি।

খ সঞ্চয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির ওপর বিনিয়োগের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভরশীল বলে উভয়ের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

মানুষ তার আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতে ভোগের জন্য জমা রাখে তাকে সঞ্চয় বলে। যেমন : কোনো ব্যক্তি ২০০০ টাকা আয় করল, তার ভোগ ব্যয় ১৬০০ টাকা। তাহলে তার সঞ্চয় (২০০০ – ১৬০০) = ৪০০ টাকা। আবার, সঞ্চিত অর্থ উৎপাদনে খাটিয়ে নতুন মূলধন সৃষ্টি করা হলে তাকে বিনিয়োগ বলে। সঞ্চয় বিনিয়োগের ভিত্তি। সঞ্চয় বাড়লেই বিনিয়োগ বাড়ে। এজন্যই বলা হয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক সমমুখী।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথম কাজটি অর্থনৈতিক কাজ এবং দ্বিতীয় কাজটি অ-অর্থনৈতিক কাজ।

মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যেসব কাজ করে থাকে তাদেরকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। অন্যদিকে, যেসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না তাদেরকে অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।

উদ্দীপকে মিসেস আমিনা একটি বেসরকারি কোম্পানিতে ভালো বেতনে চাকরি করেন। এটি তার পেশা। এর বিনিময়ে সে অর্থ পায়। এই অর্থ জীবনধারণের জন্য ব্যয় করেন। আবার তিনি বাসায় এসে সন্তানদের লেখাপড়ায় সাহায্য করেন। পাশাপাশি সংসারের অন্যান্য কাজও করেন। তার এই কাজগুলো অ-অর্থনৈতিক কাজ। কারণ তার এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না। কিন্তু এর অনেক সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, আমিনার কাজগুলো অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত রোজিনার কাজকে অর্থনৈতিক কাজ বলা যাবে না। তার কাজটি অ-অর্থনৈতিক কাজ।

যেসব কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না তাই অ-অর্থনৈতিক কাজ। অ-অর্থনৈতিক কাজ মানুষের অভাব পূরণ করলেও অর্থ উপার্জনে কোনো ভূমিকা রাখে না। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে, পিতা-মাতার সন্তান লালন-পালন, শখ করে বাগান করা, ধার্মিক লোকের ধর্মচর্চা ইত্যাদি। এছাড়াও যেসব কাজে সমাজে বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত বা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাও অ-অর্থনৈতিক কাজ। যেমন : চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান ইত্যাদি।

উদ্দীপকে রোজিনা কোনো চাকরি করেন না। তিনি বাচ্চাদের দেখাশুনা ও ঘরের অন্যান্য কাজ করেন। তার এই কাজগুলো পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজন বা অভাব পূরণ করে। তবে এ কাজের বিনিময়ে কোনো অর্থ উপার্জিত হয় না। অর্থাৎ তার এ কাজগুলো অর্থ উপার্জনে কোনো ভূমিকা রাখে না। তাই একাজগুলো অ-অর্থনৈতিক কাজ।

সুতরাং বলা যায়, রোজিনার কাজটি অর্থনৈতিক কাজ নয় বরং অ-অর্থনৈতিক কাজ।

প্রশ্ন ▶ ০২ 'A' দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। 'B' দেশে সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরনের শিল্প কারখানা আছে। 'B' দেশে উদ্যোক্তা মুনাফা অর্জন করতে পারে, তবে তা একচেটিয়া মুনাফা নয়।

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি কাকে বলে? ১
খ. 'সুযোগ ব্যয়' বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' দেশের অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলা যাবে কি? মতামত দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতির যে শাখায় একক বা স্বতন্ত্র ব্যক্তি (individual), একটি পরিবার (a household), একটি খামার (a firm), এর আচরণ বা কোনো একটি দ্রব্যের (a commodity) বাজার বিশ্লেষণ করা হয় তা হচ্ছে ব্যষ্টিক অর্থনীতি।

খ কোনো একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্যটিকে ত্যাগ করতে হয়, এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়।

পণ্য নির্বাচন সমস্যা থেকেই সুযোগ ব্যয় ধারণার উদ্ভব। সুযোগ ব্যয়কে দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক বিনিময়ও বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করলে দশ কুইন্টাল ধান উৎপাদন করা যায়। আবার পাট চাষ করলে পাঁচ কুইন্টাল পাট উৎপাদন করা যায়। এক্ষেত্রে দশ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হলো পাঁচ কুইন্টাল পাট।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে এবং সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যই হলো মুনাফা অর্জন। এখানে ভোক্তা তার নিজস্ব সামর্থ্য, রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে উৎপাদনকারী উৎপাদনের পরিমাণ এবং যোগান নির্ধারণ করে। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে। ফলে কী, কোথায়, কীভাবে উৎপাদন করা হবে সেই সিদ্ধান্ত ব্যক্তি নিজে গ্রহণ করে। এসব বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ করে না।

উদ্দীপকে 'A' দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। যা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, 'A' দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপকে উল্লিখিত 'B' দেশের অর্থব্যবস্থাকে তথা মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে একটি উন্নত অর্থব্যবস্থা বলা যাবে।

মিশ্র অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, সম্পদের মালিকানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের উপস্থিতি স্বীকৃত। এ অর্থব্যবস্থায় ভোক্তার পছন্দকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাজারে ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয় এবং তারা পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য ভোগ করতে পারে। অপরদিকে সরকার জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ফলে জীবনযাত্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

উদ্দীপকে 'B' দেশে সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরনের শিল্প কারখানা আছে। এ দেশে উদ্যোক্তা মুনাফা অর্জন করতে পারে তবে তা একচেটিয়া নয়। যা মিশ্র অর্থব্যবস্থার সাথে মিল রয়েছে।

অর্থাৎ এই অর্থব্যবস্থা তথা মিশ্র অর্থব্যবস্থা দেশের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংমিশ্রণ মিশ্র অর্থব্যবস্থা। কাজেই এখানে উভয় অর্থব্যবস্থার ত্রুটিগুলো পরিহার করে এবং গুণগুলো গ্রহণ করে উন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। আমরা জানি, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বণ্টন ক্ষেত্রেও সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায়। এখানে বেসরকারি উদ্যোগে যে কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয় তা মুনাফাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। আবার সরকারি উদ্যোগে যে বণ্টন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য থাকে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান সংরক্ষণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ তথা টেকসই সামাজিক উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি।

সুতরাং সার্বিক এসব দিক বিবেচনা করলে একমাত্র। মিশ্র অর্থব্যবস্থাই একটি দেশের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

প্রশ্ন ▸ ০৩

দ্রব্যের দাম (টাকায়)	যোগানের পরিমাণ (একক)
৩০.০০	১০ কুইন্টাল
৩৫.০০	১৫ কুইন্টাল
৪০.০০	২০ কুইন্টাল
৪৫.০০	২৫ কুইন্টাল

ক. চাহিদা কাকে বলে? ১

খ. 'উপযোগ একটি মানসিক ধারণা'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উপকরণের দাম ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচির বিধিটি কার্যকর হবে কি? মতামত দাও। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি পণ্য নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার কেনার আকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য এবং নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্যটি ক্রয় করার ইচ্ছা থাকলে তাকে চাহিদা বলে।

খ একটি দ্রব্যের উপযোগ বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন রকম হয় বলে উপযোগকে একটি মানসিক ধারণা বলা হয়।

একেকরকম দ্রব্যের উপযোগ একেকরকম। আবার একই দ্রব্যের উপযোগ মানুষভেদে ভিন্ন হয়। যেমন– যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে চা খেতে পছন্দ করে, তার কাছে চায়ের উপযোগ অনেক। অন্যদের কাছে চায়ের তত উপযোগ না-ও থাকতে পারে। তাই উপযোগ একটি মানসিক ধারণা।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি থেকে যোগান রেখা অঙ্কন করা হলো–

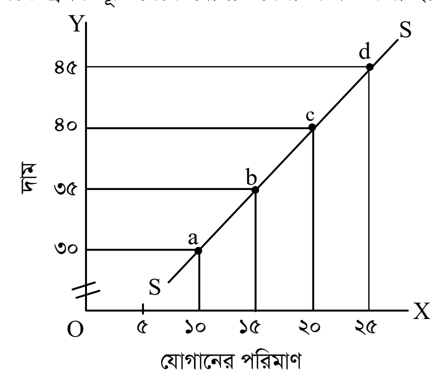

চিত্রে OX অক্ষে যোগানের পরিমাণ এবং OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে দেখা যায়, ৩০ টাকা দামে যোগানের পরিমাণ ১০ কুইন্টাল। যার সমন্বয় সূচক বিন্দু a। দাম বৃদ্ধি পেয়ে ৩৫, ৪০ ও ৪৫ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১৫, ২০ ও ২৫ কুইন্টাল হয়। যাদের সমন্বয় সূচক বিন্দু b, c ও d। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে SS যোগান রেখা পাওয়া যায়। এ রেখাই উদ্দীপকের সূচি থেকে অঙ্কিত যোগান রেখা।

ঘ উপকরণের দাম ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলে উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচির বিধিটি তথা যোগান বিধিটি কার্যকর হবে না।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে দাম বৃদ্ধি পেলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দাম হ্রাস পেলে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পায়। অর্থাৎ দামের সঙ্গে যোগানের এরূপ প্রত্যক্ষ সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে। অন্যান্য বিধির মতো যোগান বিধিরও ব্যতিক্রম রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বিধিটি কার্যকর হয় না। যেমন– যোগান স্থির থাকলে, উপকরণ দাম পরিবর্তিত হলে, প্রযুক্তি স্থির না থাকলে, স্বাভাবিক সময় পরিবর্তন হলে ইত্যাদি।

উদ্দীপকের সূচিতে দেখা যায় দ্রব্যের দাম ৩০ টাকা হলে যোগানের পরিমাণ ১০ কুইন্টাল। দাম বেড়ে ৩৫, ৪০ ও ৪৫ টাকা হলে যোগান বেড়ে ১৫, ২০ ও ২৫ কুইন্টাল হয়। এখানে যোগান বিধি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে উদ্দীপকের বিধিটি কার্যকর হয় না। যেমন– যেসব দ্রব্যের যোগান একবারেই স্থির তার দাম পরিবর্তনের ফলেও যোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না। জমির দাম যতই বাড়ুক না কেন তার যোগানের পরিমাণ বাড়ানো যায় না। ভবিষ্যতে দাম আরও বাড়ার সম্ভাবনা থাকলে বর্তমানে বেশি দামেও যোগানের পরিমাণ বাড়ে না। আবার ভবিষ্যতে দাম কমার আশঙ্কা থাকলে কম দামেও বর্তমান যোগানের পরিমাণ বাড়ে। কৃষিপণ্যের যোগান প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বলে এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে যোগান বিধি কার্যকর হয় না। যেমন শীতকালে পাটের দাম বাড়লেও পাটের যোগান বাড়ানো যাবে না। কারণ শীতকালে পাট উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৪ রহমত আলীর একটি কাপড়ের দোকান আছে। উক্ত দোকানে শাড়ি, থ্রিপিছসহ আরো নানা ধরনের কাপড় বিক্রয় হয়। তার কাজে সাহায্য করার জন্য চারজন বিক্রয়কর্মী রয়েছে। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকারি দামে কাপড় কিনে এনে বিক্রয় করেন। দোকানের লাভ থেকে এ বছর তিনি আরেকটি দোকান ক্রয় করেছেন।

ক. ভূমি কাকে বলে? ১

খ. সময়ের ব্যবধানে কীভাবে দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি পায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমত আলীকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোন উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহমত আলীর কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদই ভূমি।

খ সময়ের ব্যবধানে অনেক জিনিসের উৎপাদন না বাড়লেও উপযোগ বাড়ে। এদেরকে সময়গত উপযোগ সৃষ্টি বলে। যেমন- পৌষ-মাঘ মাসের ধান মজুত করে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত রহমত আলীকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সংগঠন উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

উৎপাদন ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। উৎপাদন কর্মকাণ্ডে ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। এ দায়িত্ব সংগঠক দক্ষতার সাথে যোগ্যতানুযায়ী ভাগ করে দেন। এভাবে কর্মীদের সহায়তায় উৎপাদন ও ব্যবসায়ের বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। আর এ কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে কর্মীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক এই অধিকার ও দায়িত্ব কাঠামোই সংগঠন।

উদ্দীপকে রহমত আলীর একটি কাপড়ের দোকান আছে। উক্ত দোকান শাড়ি, থ্রিপিছসহ আরও নানা ধরনের কাপড় বিক্রিয় হয়। তার কাজে সাহায্য করার জন্য চারজন বিক্রয়কর্মী রয়েছে। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকারি দামে কাপড় কিনে এনে বিক্রয় করেন। একজন দক্ষ সংগঠকের সাথে আমরা রহমত আলীর এ কাজগুলো তুলনা করতে পারি। কারণ তিনি তার ফ্যাক্টরিতে ভূমি, শ্রম ও মূলধন ইত্যাদি উপকরণের উপযুক্ত সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করছেন। তিনি ব্যবসায়ে সফলতা পাচ্ছেন এবং শ্রমিকরাও লাভবান হচ্ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের রহমত আলীর কার্যক্রম উৎপাদনের সংগঠনের অন্তর্গত।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রহমত আলীর গুরুত্ব অপরিসীম। সংগঠক বা উদ্যোক্তা নিজের কর্মসংস্থানের জন্য অন্যের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। মূলত সংগঠকগণ কঠোর পরিশ্রম, সততা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্য তথা তাদের সংগঠনের পরিধি বৃদ্ধি করে। ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হন।

উদ্দীপকের রহমত আলী একজন সফল উদ্যোক্তা। তার প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন লোকের নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে পাইকারি দামে কাপড় কিনে এনে বিক্রয় করেন। দোকানের লাভ থেকে আরেকটি দোকান ক্রয় করেছেন। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে রহমত আলীর মতো উদ্যোক্তাগণ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।

তার এই উদ্যোগে তিনি নিজে সফলতার পাশাপাশি অন্যদেরকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার প্রতিষ্ঠান থেকে উপার্জিত অর্থ দেশের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

তাই বলা যায়, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে রবিনের মতো উদ্যোক্তাগণকে প্রণোদনা দেওয়া উচিত। যাতে তারা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ নিচের ছকটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভূমির পরিমাণ (স্থির) ১ হেক্টর	শ্রম উপকরণ	উপকরণ সংমিশ্রণ	মোট উৎপাদন (কুইন্টাল)	প্রান্তিক উৎপাদন (কুইন্টাল)
১ হেক্টর	১	A	২০	২০
১ ”	২	B	৪৬	২৬
১ ”	৩	C	৬০	১৪
১ ”	৪	D	৭২	১২

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের দুটি পার্থক্য লেখ। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচি থেকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকের আলোকে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাই হলো উৎপাদন।

খ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যয়ের দুটি পার্থক্য হলো−

প্রকাশ্য	অপ্রকাশ্য
১. কোনো উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান ভাড়া বা উপকরণ বা শ্রমশক্তি ক্রয়ের জন্যে দৃশ্যমান যে ব্যয় করেন, এদের সমষ্টিকে প্রকাশ্য ব্যয় বলে।	উদ্যোক্তার নিজের শ্রমের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয়, স্বনিয়োজিত সম্পদের খরচ প্রভৃতির সমষ্টিকে অপ্রকাশ্য ব্যয় বলে।
২. উদাহরণ− ফার্মে কর্মরত শ্রমিকের বেতন ও ভাতাদি, কাঁচামাল, বাড়ি ভাড়া, মূলধনের সুদ ইত্যাদি।	নিজের বাড়িতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা স্থাপন, অফিস বানানোর খরচ ইত্যাদি।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো−

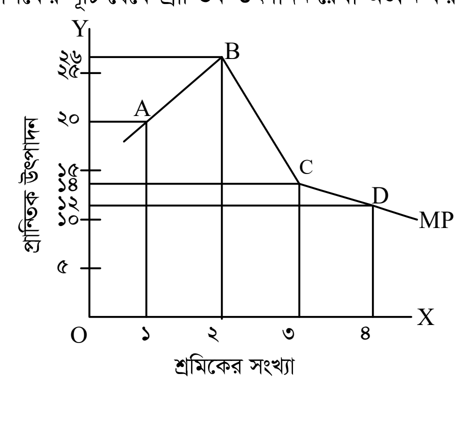

চিত্রে ভূমি (OX) অক্ষে শ্রমিকের সংখ্যা এবং লম্ব (OY) অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশিত হয়েছে। চিত্রে শ্রমিকের সংখ্যার ধাপসমূহ হলো ১, ২, ৩ ও ৪। এদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ২০ একক (A বিন্দু), ২৬ একক (B বিন্দু), ১৪ একক (C বিন্দু) ও ১২ একক (D বিন্দু)। এখন প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশক সূচক A, B, C ও D বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা (MP) পাওয়া যায়। MP রেখা সর্বোচ্চ উৎপাদনের পর ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে।

ঘ উৎপাদন ব্যবস্থায় মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

বিভিন্ন উপকরণ নিয়োগের দ্বারা যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন বলে। অপরদিকে, অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের উপকরণ পরিবর্তনের (শ্রম বা মূলধন) ফলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে। উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকের আলোকে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো−

১. মোট উৎপাদন (TP) ক্রমবর্ধমান হারে বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে ২য় একক শ্রম নিয়োগে মোট উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে ২০ থেকে ৪৬ হলে প্রান্তিক উৎপাদন ২০ থেকে বেড়ে ২৬ হয়।
২. মোট উৎপাদন (TP) ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) কমতে শুরু করে। এক্ষেত্রে ৩য় ও ৪র্থ একক শ্রম নিয়োগে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বেড়ে ৬০ ও ৭২ হয় তখন প্রান্তিক উৎপাদন (MP) কমে যথাক্রমে ১৪ ও ১২ হয়।
৩. মোট উৎপাদন হ্রাস পেলে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) হ্রাস পায়।
৪. মোট উৎপাদন (TP) যখন সর্বোচ্চ ৭২ হয় প্রান্তিক উৎপাদন তখন ১২ হয়।

এভাবে উদ্দীপকে উল্লিখিত ছকের আলোকে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ০৬ পলাশ তার খামারে ধান, পাট ও নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করেন। পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে অবশিষ্ট ফসল বাজারে বিক্রয় করেন। পলাশের বন্ধু শিমুল কৃষকদের কাছ থেকে পাট কিনে এনে তার কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করেন। শিমুলের কারখানায় চট, বস্তা, কার্পেট, ব্যাগ ও সুতা তৈরি হয়।

ক. সেবা কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি বিরাজমান কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পলাশ অর্থনীতির কোন খাতে কর্মরত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "পলাশ ও শিমুলের কর্মরত খাত দুটি পরস্পর নির্ভরশীল"− বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় অর্থাৎ যা রূপান্তরিত কাঁচামাল হিসেবে দৃশ্যমান নয়; কিন্তু মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য আছে, তাকে সেবা বলে।

খ বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয় অপেক্ষা বেশি। এ কারণে বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বিরাজমান।
একটি দেশে সাধারণ জনগোষ্ঠীর বহুমুখী চাহিদা পূরণ এবং উন্নয়নের জন্য ভোগ্য পণ্য ও মূলধনী দ্রব্য আমদানি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। ফলে আমদানি ব্যয় সাধারণত রপ্তানি আয়ের তুলনায় বেশি হয়। এজন্য বাণিজ্যের ভারসাম্যে ঘাটতি দেখা যায়। এটাই বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতি।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পলাশ অর্থনীতির কৃষি খাতে কর্মরত।
কৃষিকাজ হচ্ছে ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত কাজ। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। যে-কোনো দেশে খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতের অবদান অনেক। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যশস্য যেমন ধান, গম, যব, তৈলবীজ, আলু, ফলমূল ইত্যাদি জনগণের খাদ্য চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করে। আবার শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান মূলত কৃষি থেকেই আসে। আখ, পাট, চা ইত্যাদি কাঁচামালের ওপর নির্ভর করে পাট, চিনি, চা, কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে। শস্য উৎপাদন ছাড়া কৃষির অন্যান্য উপখাত হলো পশুপালন, মৎস্য চাষ ও বনায়ন।
উদ্দীপকে পলাশ তার খামারে ধান, পাট ও নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করেন। পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়ে অবশিষ্ট ফসল বাজারে বিক্রি করেন। এসব পণ্য কৃষি খাতে উৎপাদিত হয়।
সুতরাং বলা যায়, পালাশ অর্থনীতির কৃষি খাতে কর্মরত।

ঘ "পলাশ ও শিমুলের কর্মরত খাত দুটি পরস্পর নির্ভরশীল"− উক্তিটি যথার্থ। পলাশের কর্মরত খাতটি হলো কৃষি খাত এবং শিমুলের কর্মরত খাতটি হলো শিল্প খাত।
কৃষি ও শিল্প খাত পরস্পর নির্ভরশীল। কৃষি খাতের উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম এবং সারের যোগান দেয় শিল্প খাত। তেমনি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে কৃষি খাত।
উদ্দীপকে পলাশ তার খামারে ধান, পাট ও নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করে। যা কৃষিখাতকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে শিমুলের কারখানায় চট, বস্তা, কার্পেট, ব্যাগ ও সুতা তৈরি হয়। যা শিল্প খাতকে নির্দেশ করে। কৃষি ও শিল্প খাতের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক। কৃষি খাত শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে শিল্প উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, শিল্প খাতের প্রসার ঘটলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। ফলে কৃষকদের আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে।
সুতরাং বলা যায়, পলাশ ও শিমুলের খাত দুটি পরস্পর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ▶ ০৭ **উদ্দীপক-১ :** রহমান সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি নিয়মিত কর পরিশোধ করেন।
উদ্দীপক-২ : মমতা একটি খ্যাতনামা দোকানে গিয়ে একসেট জামা কিনলেন। মূল্য পরিশোধের সময় তাকে নির্ধারিত মূল্যের একটু বেশি অর্থ প্রদান করতে হয় এর কারণ জানতে চাইলে ম্যানেজার তাকে বললেন, অতিরিক্ত অর্থ এক ধরনের কর।

ক. বাজেট কাকে বলে? ১
খ. উন্নয়নশীল দেশের জন্য ঘাটতি বাজেট বেশি গ্রহণযোগ্য কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক-১ এর রহমান সাহেবের প্রদত্ত করের স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মমতা যে কর দিয়েছেন তা 'সরকারের আয়ের একটি বড় অংশ'− বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক অর্থবছরে) একটি দেশের প্রত্যাশিত আয় এবং সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি সুবিন্যস্ত হিসাবই হলো বাজেট।

খ কোনো আর্থিক বছরে সরকারের প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হলে তাকে ঘাটতি বাজেট বলে।

উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করতে ঘাটতি বাজেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

গ উদ্দীপকের-১ এ রহমান সাহেব যে কর দেন তা হলো আয়কর।
কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানির আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তাকে আয়কর বলে। এটি বাংলাদেশ সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস। বাংলাদেশে যাদের আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার উর্ধ্বে তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত হারে আয়কর আদায় করা হয়। আয়কর থেকে প্রতিবছর সরকার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় করে থাকে।
উদ্দীপক-১ এ রহমান সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি নিয়মিত কর পরিশোধ করেন। চাকরির আয়ের ওপর প্রতিবছর তিনি সরকারকে নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করেন। মূলত আয়ের ওপর এই কর ধার্য হয়। রহমান সাহেবের করের সাথে আয়করের মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, রহমান সাহেব আয়কর প্রদান করেন।

ঘ মমতা যে কর দিয়েছেন তা 'সরকারের আয়ের একটি বড়ো অংশ'– মন্তব্যটি যথার্থ। মমতা যে কর দিয়েছেন তা হলো মূল্য সংযোজন কর।
উৎপাদন ক্ষেত্রে কাঁচামাল থেকে শুরু করে চূড়ান্ত দ্রব্য উৎপাদন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি স্তর বা ধাপ অতিক্রম করতে হয়। উৎপাদনের এরূপ বিভিন্ন স্তরে যে মূল্য সংযোজিত হয় তার ওপর একটি নির্দিষ্ট হারে যে কর আরোপ করা হয় মূল্য সংযোজন কর (Value Added Tax- VAT) বলে। এটি একটি পরোক্ষ কর। আমদানিকৃত দ্রব্য ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত দ্রব্য এবং বিভিন্ন সেবা খাতের উপর ভ্যাট আরোপ করা হয়।
উদ্দীপক-২ এ মমতা একটি খ্যাতনামা দোকানে গিয়ে একসেট জামা কিনলেন। মূল্য পরিশোধের সময় তাকে নির্ধারিত মূল্যের একটু বেশি অর্থ প্রদান করতে হয়। এর কারণ জানতে চাইলে ম্যানেজার তাকে বললেন, অতিরিক্ত অর্থ এক ধরনের কর। এই অতিরিক্ত মূল্যই হলো মূল্য সংযোজন কর। যা সে চাইলেই ফাঁকি দিতে পারে না। আইনগতভাবে সে অতিরিক্ত মূল্য দিতে বাধ্য।
সুতরাং বলা যায়, মূল্য সংযোজন কর সরকারের আয়ের একটি বড়ো অংশ।

প্রশ্ন ▸ ০৮ 'X' দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উচ্চ পর্যায়ের। দেশটির কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক খাত প্রযুক্তি নির্ভর। 'Y' দেশের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যা বিদ্যমান। বিগত কয়েক বছর চেষ্টা করেও দেশটি তেমন উন্নতি করতে পারছে না।

ক. বেকারত্ব কাকে বলে? ১
খ. "শিক্ষা ব্যক্তিজীবন ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে 'X' দেশ কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'X' দেশকে 'Y' দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক একজন কর্মক্ষম ব্যক্তির প্রচলিত মজুরিতে কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়ার অবস্থাটিকেই বেকারত্ব বলা হয়।

খ শিক্ষা ব্যক্তিজীবন এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করে সকলের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। একজন মানুষ নিরক্ষর থাকতে পারে কিন্তু তাকে কর্মমুখী শিক্ষাদান করলে তার মানব শক্তির উন্নয়ন হয়। একজন নিরক্ষর মানুষ ভালো ও দক্ষ চাষি হয়ে উৎপাদন কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে।

গ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে 'X' দেশটি উন্নত দেশ।
উন্নত অর্থনীতির দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও যথেষ্ট বাড়ে। উন্নত দেশগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে থাকে। এসব দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।
উদ্দীপকে 'X' দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উচ্চপর্যায়ের। দেশটির কৃষি, শিল্প এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক খাত প্রযুক্তি নির্ভর। যা উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে 'X' দেশটি উন্নত দেশ।

ঘ 'Y' দেশকে তথা অনুন্নত দেশকে 'X' দেশের তথা উন্নত দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলে আমি মনে করি।
অনুন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি সাধারণত স্থবির হয়। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখলে এসব দেশের অর্থনীতি গতিশীল হবে। এতে সেখানে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন বাড়বে। ফলে দেশটি এক সময় উন্নত দেশের সমপর্যায়ে উন্নীত হবে।
'Y' দেশটিকে এ অবস্থায় সম্পদ ও মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য সুপরিকল্পিত কর্মসূচি নিতে হবে। শিল্পোন্নয়নের জন্য অভ্যন্তরীণ মূলধন সংগ্রহের পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। শিল্পের ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া জনসংখ্যাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। আর এভাবেই উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে 'Y' দেশটি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।
অতএব বলা যায়, উপরের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করলে 'Y' দেশটি এর বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে 'X' দেশের পর্যায়ে উন্নীত হতে সক্ষম হবে।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **উদ্দীপক-১ :** ২০২০–২০২১ অর্থবছরে 'ক' দেশের ভোগ ব্যয় (C) ১২০ কোটি টাকা, বিনিয়োগ ব্যয় (I) ৮০ কোটি টাকা, সরকারি ব্যয় (G) ৭০ কোটি টাকা, আমদানি ব্যয় (M) ৫০ কোটি টাকা, রপ্তানি আয় (X) ৪০ কোটি টাকা।
উদ্দীপক-২ : জনাব আসলামের একটি কারখানা আছে। উক্ত কারখানায় প্রথমে তিনি সুতা ক্রয় করে এনে কাপড় তৈরি করেন। তারপর সেই কাপড় দিয়ে পোশাক তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করেন। গত বছর তার কারখানার বাৎসরিক ব্যয় হিসাব করার সময় তিনি সুতার দাম ও কাপড়ের দাম দুটোই হিসাব করেন।

ক. মোট জাতীয় আয় কাকে বলে? ১

খ. প্রযুক্তি কীভাবে জিডিপি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ জিডিপি পরিমাপের কোন পদ্ধতি নির্দেশ করে? সূত্রের সাহায্যে 'ক' দেশের জিডিপি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ জনাব আসলামের কারখানার হিসাব সঠিক হয়েছে কি? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মূল্যের সমষ্টিই হলো মোট জাতীয় আয়।

খ প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষি খাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে। প্রযুক্তি মূলত উৎপাদন উপকরণের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে একই সমান উৎপাদন উপকরণ দিয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়।

গ উদ্দীপক-১ এ জিডিপি পরিমাপের ব্যয় পদ্ধতি নির্দেশ করে। সূত্রের সাহায্যে 'ক' দেশের জিডিপি নির্ণয় করা হলো−

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।

উদ্দীপক-১ 'ক' দেশের ভোগ ব্যয় (C) = ১২০ কোটি টাকা
বিনিয়োগ ব্যয় (I) = ৮০ " "
সরকারি ব্যয় (G) = ৭০ " "
আমদানি ব্যয় (M) = ৫০ " "
রপ্তানি আয় (X) = ৪০ " "

ব্যয় পদ্ধতিতে 'ক' দেশের

GDP = C + I + G + (X – M)
= ১২০ + ৮০ + ৭০ + (৪০ - ৫০)
= ১২০ + ৮০ + ৭০ - ১০
= ১২০ + ৮০ + ৬০
= ২৬০ কোটি টাকা

∴ 'ক' দেশের জিডিপি = ২৬০ কোটি টাকা।

ঘ উদ্দীপক-২ এ জনাব আসলামের কারখানার হিসাব সঠিক হয়নি। জাতীয় আয় গণনায় শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়। চূড়ান্ত দ্রব্যের পরে আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে দ্বৈত গণনা (Double Counting) সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাকে জিডিপি গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।

উদ্দীপক-২ এ জনাব আসলামের একটি কারখানা আছে। উক্ত কারখানায় প্রথমে তিনি সুতা ক্রয় করে এনে কাপড় তৈরি করেন। তারপর সেই কাপড় দিয়ে পোশাক তৈরি করে বাজারে বিক্রয় করেন। গত বছর তার কারখানার বাৎসরিক ব্যয় হিসাব করার সময় তিনি সুতার দাম ও কাপড়ের দাম দুটোই হিসাব করেন। তিনি মাধ্যমিক দ্রব্য জাতীয় আয় হিসাবের সময় অন্তর্ভুক্ত করেন। যা জাতীয় আয়ে দ্বৈত গণনার সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

সুতরাং বলা যায়, জনাব আসলামের কারখানার হিসাব সঠিক হয়নি।

প্রশ্ন ▶ ১০ **উদ্দীপক-১ :** কৌশিক সাহেব বাজারে মাছ কিনতে গিয়ে দেখলেন মাছের সরবরাহ খুব কম। ক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় সব ক্রেতা মাছ কিনতে পারলেন না। কয়েকজন মাছ না কিনেই বাড়ি ফিরলেন।

উদ্দীপক-২ : মিসেস মাইশা গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে গিয়ে দেখলেন, গত মাসের তুলনায় এই মাসে ২০০ টাকা দাম বেড়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বেশি দামেই তাকে সিলিন্ডার কিনতে হলো।

ক. বাজার কাকে বলে? ১

খ. অলিগোপলি বাজারে 'একজন বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন'− ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক-১ এ সময়ের ভিত্তিতে কোন বাজারের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত বাজারে ক্রেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে বাজার বলতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে একটি নির্ধারিত দামে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করাকে বোঝায়।

খ অলিগোপলি এমন এক বাজার ব্যবস্থা যেখানে কতিপয় বিক্রেতা ও অনেক ক্রেতা সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করেন। এ ধরনের বাজারে একজন বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

গ উদ্দীপক-১ এ সময়ের ভিত্তিতে অতি স্বল্পকালীন বাজারের ইঙ্গিত রয়েছে। যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে। কারণ ঐ অতি অল্পসময়ে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। ফলে চাহিদার বৃদ্ধি-হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সকালের কাঁচা বাজার। এ ধরনের বাজারে সকালে স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি হলেও এই অল্প সময়ে যোগানের পরিবর্তন করা যায় না।

উদ্দপক-১ এ দেখা যায়, কৌশিক সাহেব বাজারে মাছ কিনতে গিয়ে দেখলেন মাছের সরবরাহ খুব কম। ক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় সব ক্রেতা মাছ কিনতে পারলেন না। কয়েকজন মাছ না কিনেই বাড়ি ফিরলেন। এ বাজারে দ্রব্যের যোগান বাড়ানো সম্ভব হয় না যা অতি স্বল্পকালীন বাজারে বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপক-১ এ সময়ের ভিত্তিতে অতি স্বল্পকালীন বাজারের ইঙ্গিত রয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত একচেটিয়া বাজারে ক্রেতাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

একচেটিয়া বাজারে কোনো একটি ফার্ম কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদন করে অসংখ্য ক্রেতাকে যোগান দেয়। উৎপাদক বা বিক্রেতাই পণ্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো নতুন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করতে পারে না।

উদ্দীপক-২ এ মিসেস মাইশা গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে গিয়ে দেখলেন, গত মাসের তুলনায় এই মাসে ২০০ টাকা দাম বেড়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় বেশি দামেই তাকে সিলিন্ডার কিনতে হলো।

যা একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যে দেখা যায়। এ বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকলেও অসংখ্য ক্রেতা থাকে। এখানে নতুন নতুন ফার্ম না থাকায় যেকোনো একটি দ্রব্যের নিকট বিকল্প দ্রব্য থাকে না। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসায়ী তার পণ্যের দাম ইচ্ছামতো নির্ধারণ করে। এক্ষেত্রে সমজাতীয় বা বিকল্প দ্রব্য না পাওয়ায় ক্রেতা বাধ্য হয়ে নির্ধারিত দামেই দ্রব্য কিনে থাকে।

একচেটিয়া বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশের সুযোগ নেই। নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে গেলে একচেটিয়া ফার্ম-পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দাম কমিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে নতুন ফার্ম সম্ভাব্য লোকসানের আশঙ্কায় বাজারে প্রবেশ করে না। এর ফলে ক্রেতাসাধারণ ইচ্ছা করলেও অন্য কোনো দ্রব্য ব্যবহার বা ভোগের সুযোগ পায় না। তাই একচেটিয়া বাজার অন্য কোনো ফার্মের সাথে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন না হয়েই বেশি মুনাফা অর্জন করে। এ কারণে অতি স্বল্পকালীন বাজারে ভোক্তার বা ক্রেতার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ১১ **উদ্দীপক-১ :** আনিস সাহেবের কর্মরত ব্যাংকে জনগণের কোনো হিসাব খোলা হয় না। উক্ত ব্যাংক সকল ব্যাংকের কাজ তদারকি করে। তাই এটি ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে।

উদ্দীপক-২ : আসিফ সাহেব একটি বিশেষ ব্যাংকে কাজ করেন। ব্যাংকটি **১৯৭৩** সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকটি জনগণকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ বিশ বছর।

ক. বিহিত অর্থ কাকে বলে? ১

খ. ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আনিস সাহেব কোন ব্যাংকে কর্মরত আছেন? উক্ত ব্যাংকের কাজ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসনে উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত ব্যাংকটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা পরিচালিত তাই বিহিত অর্থ।

খ বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা-পাওনা পরিশোধ করতে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে। তবে তা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে বা ঋণ প্রদান করে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাংকসৃষ্ট আমানত বা ওভার ড্রাফটের বিপরীতে চেক কেটে লেনদেন করা যায়। ব্যাংকসৃষ্ট আমানত বা হিসাবকে অর্থ হিসেবে গণ্য করা চলে।

গ আনিস সাহেব কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কর্মরত আছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারে অভিভাবক হিসেবে এ ব্যাংক নোট ও ধাতব মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, আন্তঃব্যাংকের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি, অর্থের অভ্যন্তরীণ ও বহির্মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপক-১ এ দেখা যায় আনিস সাহেবের কর্মরত ব্যাংকে জনগণের কোন হিসাব খোলা হয় না। উক্ত ব্যাংক সকল ব্যাংকের কাজ তদারকি করে। তাই এটি ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে। এটি অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের ঋণ তদারকি করে। অন্যান্য ব্যাংকগুলো তারল্য সংকটে পড়লে এ ব্যাংক ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে। এসব কার্যক্রমের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মিল আছে।

সুতরাং আনিস সাহেব কেন্দ্রীয় ব্যাংকে কর্মরত আছেন।

ঘ বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসনে উদ্দীপক-২ এ উল্লিখিত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকটির ভূমিকা অপরিসীম।

বাংলাদেশের কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাধীনতার পর পর রাষ্ট্রপতির আদেশ বলে কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের কৃষক ও কৃষির উন্নতি এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য। পূর্বে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্র কৃষকরা ঋণের সুবিধা পেতেন না। বর্তমানেও সাধারণ ব্যাংক ব্যবস্থায় কৃষিঋণের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। কৃষি ব্যাংক ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকদের ঋণ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশেষায়িত ব্যাংক।

উদ্দীপক-২ এ দেখা যায় আসিফ সাহেব একটি বিশেষ ব্যাংকে কাজ করেন। ব্যাংকটি **১৯৭৩** সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাংকটি জনগণকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধের সময়সীমা সর্বোচ্চ বিশ বছর। যা বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সাথে মিল রয়েছে।

কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষি ও কৃষির সাথে জড়িত খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করে থাকে। এ ব্যাংক কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দেয়। এছাড়া হাঁস-মুরগি, পশুপালন, মৌমাছি ও গুটিপোকার চাষ, মৎস্য খামার স্থাপন ইত্যাদির জন্য ঋণ দেয়, যা বেকার সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৪

অর্থনীতি (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 4 1**

[২০২৪ সালের সিলেবাস অনুযায়ী]

সময় : ৩০ মিনিট পূর্ণমান : ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১।]

প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. ভোগের সময় ভোক্তার আয় কীরূপ হলে প্রান্তিক উপযোগ না কমে বরং বাড়ে?
ⓚ কমলে ⓚ অপরিবর্তিত থাকলে ⓖ বাড়লে ⓖ শূন্য হলে

☐ **নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

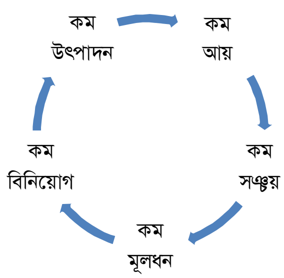

২. উদ্দীপকে উল্লিখিত চক্রটির প্রবর্তক কে?
ⓚ অধ্যাপক মার্শাল ⓛ অ্যাডাম স্মিথ ⓖ অধ্যাপক নার্কস ⓘ এল রবিন্স

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত চক্র থেকে বের হবার উপায়—
i. মূলধন বৃদ্ধি করা ii. চাহিদা হ্রাস করা iii. কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৪. উৎপাদন ব্যয় কত প্রকার?
ⓚ ২ ⓛ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

৫. কোন কাজটি সংগঠকের?
ⓚ ঝুঁকি গ্রহণ ⓛ বাজার নিয়ন্ত্রণ ⓖ বিক্রয়করণ ⓘ বাজারজাতকরণ

৬. পণ্যের দাম নির্ধারণে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে?
ⓚ অভাব ও উপযোগ ⓛ চাহিদা ও যোগান ⓖ উপযোগ ও ভোগ ⓘ উৎপাদন ও বণ্টন

৭. NNI এর পূর্ণরূপ কী?
ⓚ Net National Investment ⓛ Net National Income
ⓖ Net Nation Investment ⓘ Net Nationalization Income

৮. গড় উৎপাদনের সর্বোচ্চ বিন্দুতে সমান হয়—
i. গড় উৎপাদন ii. প্রান্তিক উৎপাদন iii. মোট উৎপাদন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৯. কোন বাজারে একজন বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন?
ⓚ পূর্ণ প্রতিযোগিতা ⓛ একচেটিয়া ⓖ অলিগোপলি ⓘ ডুয়োপলি

☐ **উদ্দীপকটি পড় এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
পদ্মা সেতু বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের সেতু। মি. M যশোর থেকে ঢাকা যাওয়ার সময় দেখলো যে গাড়ির চালক পদ্মাসেতু পার হবার পূর্বে টাকা দিয়ে রসিদ সংগ্রহ করলো।

১০. মি. M এর দেখা গাড়ির ড্রাইভারের রসিদ সংগ্রহ হলো —
ⓚ যানবাহন কর ⓛ টোল ও লেভি ⓖ রেজিস্ট্রেশন ফ্রি ⓘ ভাড়া ও ইজারা

১১. উদ্দীপকে বর্ণিত কর আদায় করলে দেশের —
i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে ii. যোগাযোগের সময় কম লাগবে
iii. জীবনযাত্রার মান বাড়বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১২. অর্থ কীসের পরিমাপক?
ⓚ দ্রব্যের ⓛ মূল্যের ⓖ মর্যাদার ⓘ সেবার

১৩. বাংলাদেশে কয়টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে?
ⓚ ৫টি ⓛ ৭টি ⓖ ৮টি ⓘ ৯টি

১৪. ব্র্যাক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ⓚ ১৯৭২ ⓛ ১৯৭৫ ⓖ ১৯৮০ ⓘ ১৯৯২

১৫. নিচের কোনটি বেশি উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক?
ⓚ দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রমিক ⓛ ট্রেড ইউনিয়ন
ⓖ বেকার শ্রমিক ⓘ কর্মবিমুখ শ্রমিক

১৬. কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির ওপর নির্ভরশীল?
ⓚ অর্থের যোগান ⓛ ঋণ দান ⓖ ডলার আমদানি ⓘ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

১৭. VAT-অর্থ কী?
ⓚ আবগারি শুল্ক ⓛ রপ্তানি শুল্ক ⓖ আমদানি শুল্ক ⓘ মূল্য সংযোজন কর

১৮. বাংলাদেশে পুঁজি গঠনের হার কম হওয়ার কারণ—
i. সঞ্চয় কম ii. আয় কম iii. বিনিয়োগ কম
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯. রহিম NGO চাকরি ছেড়ে একমাস পর ব্যাংকে চাকরি পেল। রহিম একমাস কোন ধরনের বেকার ছিল?
ⓚ মৌসুমি ⓛ ছদ্মবেশী ⓖ প্রচ্ছন্ন ⓘ সাময়িক

☐ **নিচের চিত্রটি দেখ এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

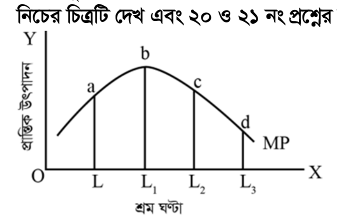

২০. কোন নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বোচ্চ?
ⓚ OL ⓛ OL_1 ⓖ OL_2 ⓘ OL_3

২১. MP রেখা দ্বারা প্রকাশ পায়—
i. উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে ii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে
iii. উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২২. জামেলা বেগম ঘরে বসে বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে বিক্রি করেন। তার কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?
ⓚ ক্ষুদ্রশিল্প ⓛ মৃৎশিল্প ⓖ কুটির শিল্প ⓘ বৃহৎ শিল্প

২৩. উপযোগ বিষয়টি কী ধরনের ধারণা?
ⓚ বাস্তব ⓛ জটিল ⓖ মানবিক ⓘ প্রাকৃতিক

২৪. নিচের কোনটি ভূমি?
ⓚ কাঁচামাল ⓛ সূর্যকিরণ ⓖ কারখানা ⓘ মানসিক শ্রম

২৫. অধ্যাপক মার্শাল কীসের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেন?
ⓚ সম্পদ ⓛ চাহিদা ⓖ উৎপাদন ⓘ মানবকল্যাণ

২৬. আদিম সমাজের উৎপাদনের মূল উপকরণ কী ছিল?
ⓚ অর্থ ⓛ ভূমি ⓖ সংগঠন ⓘ মানসিক শ্রম

২৭. দিয়াশলাই কারখানায় কোনটি ব্যবহৃত হয়।
ⓚ খনিজ তেল ⓛ সিলিকা বালু ⓖ গন্ধক ⓘ চুনাপাথর

২৮. চাহিদার সাথে দামের কী ধরনের সম্পর্ক রয়েছে?
ⓚ বনমুখী ⓛ উর্ধ্বমুখী ⓖ বিপরীতমুখী ⓘ পরিপূরক

২৯. ইসলামি অর্থব্যবস্থায় নির্দেশ করে—
i. সুদমুক্ত আমানত ব্যবস্থা ii. অবাধ প্রতিযোগিতার অভাব iii. সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

৩০. শ্রমিকদের কলকারখানায় কাজ কোন কাজের অন্তর্গত?
ⓚ স্বল্প শ্রমের ⓛ অর্থনৈতিক ⓖ অ-অর্থনৈতিক ⓘ গুরুত্বপূর্ণ

■ **খালি ঘরগুলোতে পেনসিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখো। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখো তোমার উত্তরগুলো সঠিক কি না।**

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড–২০২৪

অর্থনীতি (সৃজনশীল)

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট | পূর্ণমান : ৭০

[**দ্রষ্টব্য :** ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর দাও। যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। মি. জামিলের দেশে উৎপাদন ও ভোগ কার্যক্রম সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে মি. জামিলের বন্ধু মি. হাবিবের দেশের জনগণ উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

(ক) অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১
(খ) সমাজে মানুষ সর্বদা একটি দেওয়া-নেওয়ার (Trade offs) নীতি মেনে চলেন– ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. জামিলের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) মি. হাবিবের দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার নাম উল্লেখপূর্বক চারটি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২। মি. 'M' একটি স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে বেশ ভালোভাবেই তার জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। অন্যদিকে মিসেস 'N' একজন গৃহিণী। তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের পাশাপাশি তার বাচ্চাদের পড়াশোনায় সাহায্য করেন।

(ক) উৎপাদিত সম্পদ কাকে বলে? ১
(খ) কোনো দ্রব্যের শুধু উপযোগ থাকলে তাকে সম্পদ বলা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) মি. 'M' এর কাজ/পেশা অর্থনীতির কোন ধরনের কার্যাবলি হিসেবে বিবেচিত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) মি. 'M' এর কাজ এবং সিসেস 'N' এর কাজ কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একই ধরনের? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। নিম্নের সূচিটি লক্ষ কর :

কমলালেবুর একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	২০	২০
২য়	৩৫	১৫
৩য়	?	১০
৪র্থ	?	৫
৫ম	?	০
৬ষ্ঠ	?	− ৫

(ক) ভোগ কী? ১
(খ) প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হয় কেন? ২
(গ) সূচিতে '?' চিহ্নিত স্থানসমূহে মোট উপযোগের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩
(ঘ) সূচিতে যে বিধি প্রকাশ পেয়েছে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। নিম্নে সূচিটি লক্ষ কর :

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
১০	০৪
০৮	০৬
০৬	০৮
০৪	১০

(ক) যোগান কী? ১
(খ) চাহিদা রেখা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয় কেন? ২
(গ) উদ্দীপকের আলোকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে যে বিধিটি প্রকাশ পেয়েছে তার নাম উল্লেখপূর্বক সূচির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। মি. রবিউল পড়াশোনা শেষ করে চাকুরি না পেয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। গ্রামে এসে তিনি গরুর খামার ও মাছ চাষ শুরু করেন। গরুর দুধ ও মাছ বিক্রি করে তার বেশ মুনাফা হয়। মুনাফার টাকা দিয়ে সংসার খরচ চালানোর পাশাপাশি তিনি নতুন নতুন পুকুর মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসেন। গরুর খামারেও গরুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। তার একার পক্ষে সবকিছু দেখাশোনা সম্ভব হয় না বিধায় তিনি খামারে বেশ কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল।

(ক) উৎপাদন কাকে বলে? ১
(খ) রূপগত উপযোগ বলতে কী বুঝ? ২
(গ) মি. রবিউলকে কি সফল সংগঠক বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) মি. রবিউল সাহেবের মতো লোকেরাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। রাহয়ান সাহেব বাজারে আম কিনতে গিয়ে দেখেন যে, অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা আম ক্রয়-বিক্রয় করছেন। তিনি আমের সাথে কিছু জাম ক্রয় করতে গিয়ে দেখলেন যে, একজন মাত্র বিক্রেতা থাকায় তিনি ইচ্ছামতো দামে জাম বিক্রি করছেন।

(ক) জাতীয় বাজার কাকে বলে? ১
(খ) সকালের কাঁচাবাজারে যোগানের পরিবর্তন করা যায় না কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে আমের বাজারটি কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত আম ও জামের বাজার কি একই ধরনের? যুক্তি সহকারে তোমার মতামত উল্লেখ কর। ৪

৭। মোট দেশজ উৎপাদন $= \Sigma$খাজনা $+ \Sigma$মজুরি $+ \Sigma$সুদ $+ \Sigma$মুনাফা। এখানে, $\Sigma =$ সমষ্টি।

(ক) মাথাপিছু জিডিপি কাকে বলে? ১
(খ) জাতীয় আয় পরিমাপের সময় চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করা হয় কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে জাতীয় আয় পরিমাপের কোন পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া আর কোন কোন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায় বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। ফারিহা ও সামিয়া দুই বান্ধবী। তারা দুটি ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। ফারিহার প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রত্যেক ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রাবাজারের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে সামিয়ার প্রতিষ্ঠানটি দেশের সার্বিক কৃষি উন্নয়নে ঋণ প্রদান করে।

(ক) ধাতব মুদ্রা কাকে বলে? ১
(খ) অর্থকে মূল্যের পরিমাপক বলা হয় কেন? ২
(গ) ফারিহার প্রতিষ্ঠানের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) ফারিহা ও সামিয়ার আর্থিক প্রতিষ্ঠান দুটির তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৯।

X খাত	Y খাত
পাট, ডাল, আখ, হাঁস-মুরগি, সেগুন, গামারি।	দিয়াশলাই, সেতু নির্মাণ, চিনি, সার, প্লাস্টিক, তাঁত ও মৃৎ শিল্প।

(ক) শিল্প কাকে বলে? ১
(খ) বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যায় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) উদ্দীপকে 'X' খাত দ্বারা অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'Y' খাত-এর অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। 'X' দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কম। ফলে মাথাপিছু আয় ও ভোগ কম। এভাবে 'X' দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ায় দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অন্যদিকে 'Y' দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বেশি। ফলে দেশটিতে উন্নত জীবনযাত্রার মান বিরাজমান।

(ক) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১
(খ) পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা কীভাবে বেকারত্ব নিরসনে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা কর। ২
(গ) 'X' দেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উক্ত দেশের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' দেশের চারটি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১১। 'Z' দেশে এবছরের বাজেটে যোগাযোগ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। তাই দেশটিতে সরকার নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নেয়। উক্ত বাজেটটি বাস্তবায়ন করার জন্য দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে অর্থসংস্থান করা হয়।

(ক) VAT-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
(খ) শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সরকারের পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন কেন? ২
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজেটের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
(ঘ) উক্ত বাজেটের আয়ের খাতগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	M	২	M	৩	L	৪	K	৫	K	৬	L	৭	L	৮	K	৯	M	১০	L	১১	L	১২	L	১৩	K	১৪	K	১৫	K
	১৬	K	১৭	N	১৮	N	১৯	N	২০	L	২১	N	২২	M	২৩	M	২৪	L	২৫	N	২৬	N	২৭	M	২৮	M	২৯	L	৩০	L

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ মি. জামিলের দেশে উৎপাদন ও ভোগ কার্যক্রম সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে মি. জামিলের বন্ধু মি. হাবিবের দেশের জনগণ উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

ক. অধ্যাপক আলফ্রেড মার্শাল কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ১

খ. সমাজে মানুষ সর্বদা একটি দেওয়া-নেওয়ার (Trade offs) নীতি মেনে চলেন– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. জামিলের দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. হাবিবের দেশে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার নাম উল্লেখপূর্বক চারটি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক মার্শাল প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি হলো– "অর্থনীতি মানবজীবনের সাধারণ কার্যাবলি আলোচনা করে।"

খ আমাদের সমাজে সম্পদ স্বল্পতার পরিপ্রেক্ষিতে অসীম অভাব মোকাবিলা করতে হয়। অর্থনীতিবিদ গ্রেগরি ম্যানকিউয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তকে অর্থনীতির দশটি মৌলিক নীতির কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো মানুষের দেওয়া-নেওয়া করার নীতি। পছন্দমতো কোনো কিছু পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই পছন্দের অপর একটি জিনিস ত্যাগ করতে হয়। এ কারণেই সমাজে মানুষ একটি দেওয়া-নেওয়ার বিকল্প অবস্থা বেছে নেয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. জামিলের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদানের ওপর রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। যেখানে প্রায় সব শিল্প-কারখানা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক সরকার এবং সেগুলো সরকারি বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়। তাছাড়া সমাজতন্ত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভোক্তারা সরকার নির্ধারিত দামে দ্রব্যাদি ভোগ করে। কোনো ভোক্তা চাইলেই নিজের খুশিমতো অর্থ ব্যয় করে কোনো কিছু ভোগ করতে পারে না।

উদ্দীপকে মি. জামিলের দেশে উৎপাদন ও ভোগ কার্যক্রম সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়। যা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কারণ সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি উদ্যোগে কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে না বরং সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অনুসারে দেশের উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়।

তাই বলা যায়, মি. জামিলের দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

ঘ মি. হাবিবের দেশে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। এক্ষেত্রে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুনাফা অর্জন। এখানে ভোক্তা তার নিজস্ব পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী যেকোনো দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদা ও মুনাফার সুযোগ অনুযায়ী উৎপাদনকারী দ্রব্য সরবরাহ করে।

উদ্দীপকে মি. হাবিবের দেশের জনগণ উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, যা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে মিল রয়েছে। এ অর্থব্যবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হলো–

১. সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা : ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সমাজের অধিকাংশ সম্পদ বা উৎপাদনের উপকরণগুলো ব্যক্তিমালিকানায় থাকে। ব্যক্তি এগুলো হস্তান্তর ও ভোগ করে থাকে।

২. ব্যক্তিগত উদ্যোগ : ধনতন্ত্রে অধিকাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন: উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। এসব উদ্যোগে সরকারের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়।

৩. অবাধ প্রতিযোগিতা : এ ব্যবস্থায় দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে প্রথমে অনেক ফার্ম অবাধে প্রতিযোগিতা করে। ফলে তখন দ্রব্যের দাম কম থাকে এবং নতুন নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়।

৪. স্বয়ংক্রিয় দামব্যবস্থা : বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার দরকষাকষির মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় লক্ষ করা যায়।

প্রশ্ন ▸ ০২ মি. 'M' একটি স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করে বেশ ভালোভাবেই তার জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন। অন্যদিকে মিসেস 'N' একজন গৃহিণী। তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের পাশাপাশি তার বাচ্চাদের পড়াশোনায় সাহায্য করেন।

ক. উৎপাদিত সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. কোনো দ্রব্যের শুধু উপযোগ থাকলে তাকে সম্পদ বলা যায় না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মি. 'M' এর কাজ/পেশা অর্থনীতির কোন ধরনের কার্যাবলি হিসেবে বিবেচিত হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'M' এর কাজ এবং সিসেস 'N' এর কাজ কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একই ধরনের? বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় তাকে উৎপাদিত সম্পদ বলা হয়।

খ কোনো দ্রব্যের শুধু উপযোগ থাকলে তাকে সম্পদ বলা যায় না কেননা অর্থনীতিতে কোনো দ্রব্যকে সম্পদ হতে হলে তার চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যথা- উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, হস্তান্তরযোগ্যতা ও বাহ্যিকতা। তাই বলা যায়, কোনো দ্রব্যের শুধু উপযোগ থাকলে তাকে সম্পদ বলা যাবে না।

গ মি. 'M' এর কাজ/পেশা অর্থনীতির অর্থনৈতিক কার্যাবলি হিসেবে বিবেচিত হবে।

মানুষ জীবিকা অর্জনের জন্য যে কাজ করে তাই অর্থনৈতিক কাজ। অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং জীবন

ধারণের জন্য তা ব্যয় করে। যেমন– শ্রমিকরা কলকারখানায় কাজ করে, কৃষকরা জমিতে কাজ করে, ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করে, শিল্পপতিরা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে। এগুলো সবই অর্থনৈতিক কাজ। তবে কোনো অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হলে তা অর্থনৈতিক কাজ বলে বিবেচিত হবে না। যেমন– চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চোরাচালান ইত্যাদি।

উদ্দীপকে মি. 'M' একটি স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে বেশ ভালোভাবেই তার জীবনজীবিকা নির্বাহ করেন, যা অর্থনৈতিক কার্যাবলিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মি 'M' এর কাজ/পেশা অর্থনৈতিক কার্যাবলি হিসেবে বিবেচিত।

ঘ মি. 'M' এর কাজ অর্থনৈতিক কাজ এবং মিসেস 'N' এর কাজ অ-অর্থনৈতিক কাজ। এ দুটি কাজ একই ধরনের নয়।

মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য যেসব কাজ করে থাকে তাদেরকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অর্থের বিনিময়ে যে কাজ করে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। অন্যদিকে, যেসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না তাদেরকে অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।

মি. 'M' একটি স্বনামধন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে বেশ ভালোভাবেই তার জীবনজীবিকা নির্বাহ করেন, এটি তার পেশা। এর বিনিময়ে সে অর্থ পায়। এই অর্থ জীবনধারনের জন্য ব্যয় করেন। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে। অন্যদিকে মিসেস 'N' একজন গৃহিণী। তিনি সংসারের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের পাশাপাশি তার বাচ্চাদের পড়াশোনায় সাহায্য করেন। এর মাধ্যমে কোনো অর্থ উপার্জন হয় না। তার এই কাজগুলো অ-অর্থনৈতিক কাজ। কারণ তার এ সমস্ত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারণের জন্য ব্যয় করা যায় না। কিন্তু এর অনেক সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, মি. 'M' এর কাজ এবং মিসেস 'N' এর কাজ যথাক্রমে অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্গত।

প্রশ্ন ▸ ০৩ নিম্নের সূচিটি লক্ষ কর :

কমলালেবুর একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	২০	২০
২য়	৩৫	১৫
৩য়	?	১০
৪র্থ	?	৫
৫ম	?	০
৬ষ্ঠ	?	− ৫

ক. ভোগ কী? ১

খ. প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হয় কেন? ২

গ. সূচিতে '?' চিহ্নিত স্থানসমূহে মোট উপযোগের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সূচিতে যে বিধি প্রকাশ পেয়েছে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে মানুষের অভাব পূরণের জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাই হলো ভোগ।

খ মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধির কারণে প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হয়। ভোগকৃত দ্রব্যের এককগুলো থেকে প্রাপ্ত উপযোগের সমষ্টি হলো মোট উপযোগ এবং অতিরিক্ত এক এককের উপযোগ হলো প্রান্তিক উপযোগ। দ্রব্যটির ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় এবং প্রান্তিক উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

গ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তির সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। প্রান্তিক উপযোগসমূহ যোগ করলে মোট উপযোগ পাওয়া যায়। সূচিতে '?' চিহ্নিত স্থানসমূহে মোট উপযোগের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–

কমলা লেবুর একক	মোট উপযোগ (টাকায়)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকায়)
১ম	২০	২০
২য়	৩৫	১৫
৩য়	৩৫ + ১০ = ৪৫	১০
৪র্থ	৪৫+ ৫ = ৫০	৫
৫ম	৫০ + ০ = ৫০	০
৬ষ্ঠ	৫০ - ৫ = ৪৫	-৫

ঘ সূচিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ প্রকাশ পেয়েছে। এ বিধিটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো–

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলতে আমরা বুঝি, ভোক্তা কোনো একটি দ্রব্য যত বেশি ভোগ করে তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তত হ্রাস পায়। ভোগ ক্রমে বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাসের এ প্রবণতাকেই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলে।

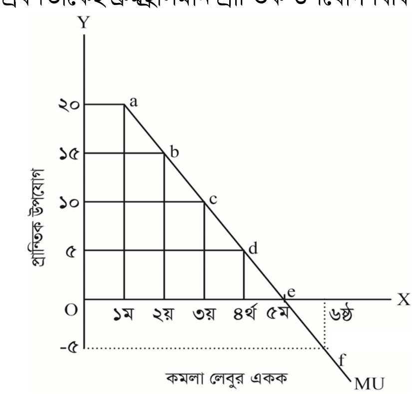

চিত্রে ভূমি অক্ষে কমলা লেবুর একক এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করা হয়েছে। ১ম একক কমলা লেবু ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ ২০ টাকা। যার সমন্বয় বিন্দু a। ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ একক কমলা লেবু ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রন্তিক উপযোগ যথাক্রমে ১৫, ১০, ৫, ০, ও -৫। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও f। এখন a, b, c, d ও f বিন্দুগুলো যোগ করে MU রেখা পাওয়া। এই প্রান্তিক উপযোগ MU রেখা বাম দিকে নিম্নগামী। আর এই MU রেখার নিম্নগামিতাই প্রকাশ করে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। MU রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ▸ ০৪ নিম্নে সূচিটি লক্ষ কর :

প্রতি একক দ্রব্যের দাম (টাকায়)	চাহিদার পরিমাণ (একক)
১০	০৪
০৮	০৬
০৬	০৮
০৪	১০

ক. যোগান কী? ১

খ. চাহিদা রেখা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে বিধিটি প্রকাশ পেয়েছে তার নাম উল্লেখপূর্বক সূচির আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা একটি পণ্যের যে পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত থাকে তাকে যোগান বলে।

খ দাম ও চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্কের কারণে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

চাহিদা বিধির মূলবক্তব্য হলো অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি দ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে দ্রব্যটির চাহিদা কমে যায় এবং দাম কমে গেলে চাহিদা বেড়ে যায়। অর্থাৎ দাম ও চাহিদার মধ্যে সম্পর্কটা ঋণাত্মক বা বিপরীত যার ফলে চাহিদা রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো–

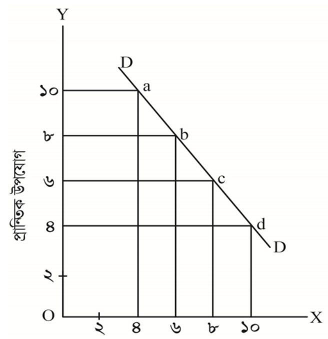

চাহিদার পরিমাণ

চিত্রে ভূমি OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং লম্ব OY অক্ষে দাম নির্দেশ করা হয়েছে। দ্রব্যের দাম যখন ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৪ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। দ্রব্যের দাম কমে ৮, ৬ ও ৪ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ৬, ৮ ও ১০ একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c ও d। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে DD রেখা পাওয়া যায়। এই DD রেখাই উদ্দীপকের সূচির আলোকে অঙ্কিত চাহিদা রেখা।

ঘ উদ্দীপকে চাহিদা বিধিটি প্রকাশ পেয়েছে। এ বিধিটি সূচির আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো–

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পণ্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে। অর্থাৎ দামের সাথে চাহিদার এরূপ বিপরীত সম্পর্ককে চাহিদা বিধি বলে।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস ও পছন্দের কোনো পরিবর্তন হবে না এবং ক্রেতার আয় ও বিকল্প দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে।

সূচিতে দেখা যায়, দাম যখন ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৪ একক। দাম কমে যখন ৮ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ ৬ একক। এভাবে দামে কমে ৬ ও ৪ টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ যথাক্রমে ৮ ও ১০ একক। সূচিতে লক্ষণীয় যে দাম কমার সাথে সাথে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা চাহিদা বিধিকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ছকে চাহিদা বিধি প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ০৫ মি. রবিউল পড়াশোনা শেষ করে চাকুরি না পেয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। গ্রামে এসে তিনি গরুর খামার ও মাছ চাষ শুরু করেন। গরুর দুধ ও মাছ বিক্রি করে তার বেশ মুনাফা হয়। মুনাফার টাকা দিয়ে সংসার খরচ চালানোর পাশাপাশি তিনি নতুন নতুন পুকুর মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসেন। গরুর খামারেও গরুর সংখ্যা বাড়তে থাকে। তার একার পক্ষে সবকিছু দেখাশোনা সম্ভব হয় না বিধায় তিনি খামারে বেশ কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার ভাগ্যের পরিবর্তন হয়ে গেল।

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. রূপগত উপযোগ বলতে কী বুঝ? ২
গ. মি. রবিউলকে কি সফল সংগঠক বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. রবিউল সাহেবের মতো লোকেরাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাই হলো উৎপাদন।

খ দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দ্রব্য উৎপাদন করাকে রূপগত উপযোগ বলে। যেমন- কাঠকে সুবিধামতো পরিবর্তন করে খাট, চেয়ার, টেবিল বানানো হয়। খাট, চেয়ার, টেবিল হলো রূপগত উপযোগ।

গ হ্যাঁ, মি. রবিউলকে সফল সংগঠক বলা যায়।

সংগঠককে সমন্বয়কারী বলা হয়। উৎপাদন ক্ষেত্রে ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা করাই হলো সংগঠন। এ কাজটি যে ব্যক্তি সম্পাদন করে থাকেন তাকে সংগঠক বলে। একজন সফল সংগঠক নিজে উৎপাদনের সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ঝুঁকি বহন করেন। অতঃপর তিনি সে অনুযায়ী ব্যবসায় পরিচালনা করেন।

উদ্দীপকে মি. রবিউল গোরুর খামার ও মাছ চাষ করেন। গোরুর দুধ ও মাছ বিক্রি করে তার বেশ মুনাফা হয়। মুনাফার টাকা দিয়ে সংসার খরচ চালানোর পাশাপাশি তিনি নতুন নতুন পুকুর মাছ চাষের আওতায় নিয়ে আসেন। গোরুর খামারেও গোরুর সংখ্যা বাড়াতে থাকে। তার একার পক্ষে সবকিছু দেখাশোনা সম্ভব হয় না বিধায় তিনি খামারে বেশ কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ দিলেন। তাই মি. রবিউরকে সফল সংগঠক বলা যায়।

ঘ মি. রবিউল সাহেবের মতো লোকেরাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– মন্তব্যটি যথার্থ।

সংগঠক বা উদ্যোক্তা নিজের কর্মসংস্থানের জন্য কারোর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। মূলত সংগঠকগণ কঠোর পরিশ্রম, সততা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যের তথা তাদের সংগঠনের পরিধি বৃদ্ধি করে থাকেন। ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদ্যোক্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যের দ্বারা দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হন। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে একজন সফল উদ্যোক্তা বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

উদ্দীপকের মি. রবিউল একজন সফল উদ্যোক্তা। তার প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র ও বেকারের বোঝায় পিষ্ট একটি দেশে রবিউলের মতো উদ্যোক্তাগণ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও বেকারত্ব হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন। রবিউল তার উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বাণিজ্য ঘাটতি দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছেন।

প্রশ্ন ▶ ০৬ রাহয়ান সাহেব বাজারে আম কিনতে গিয়ে দেখেন যে, অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা আম ক্রয়-বিক্রয় করছেন। তিনি আমের সাথে কিছু জাম ক্রয় করতে গিয়ে দেখলেন যে, একজন মাত্র বিক্রেতা থাকায় তিনি ইচ্ছামতো দামে জাম বিক্রি করছেন।

ক. জাতীয় বাজার কাকে বলে? ১
খ. সকালের কাঁচাবাজারে যোগানের পরিবর্তন করা যায় না কেন? ২
গ. উদ্দীপকে আমের বাজারটি কোন ধরনের বাজার? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আম ও জামের বাজার কি একই ধরনের? যুক্তি সহকারে তোমার মতামত উল্লেখ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতীয় বাজার বলতে এমন বাজারকে বোঝায়, যার ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

খ যেখানে নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে তাকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে।

অতি স্বল্পকালীন বাজারে চাহিদার বৃদ্ধি হ্রাস হলেও পণ্যের যোগান পরিবর্তন করা যায় না। যেমন- সকালের কাঁচা বাজার। এ ধরনের বাজারে সকালে স্বল্প সময়ের মধ্যে পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি হলেও এই অল্প সময়ে যোগানের পরিবর্তন করা যায় না।

গ উদ্দীপকে আমের বাজারটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এমন এক বাজাব্যবস্থা যেখানে অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বেচা-কেনা করেন। বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। এখানে একজন ক্রেতার চাহিদা বা একজন বিক্রেতার যোগান বাজারের একটা নগণ্য অংশ মাত্র। একজন বা অল্প কয়েকজন ক্রেতা-বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্যের বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একবার দাম নির্ধারিত হলে ক্রেতা বা বিক্রেতাকে তা মেনে নিয়ে সে দামে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতে হয়।

উদ্দীপকের রাহয়ান সাহেব বাজারে আম কিনতে গিয়ে দেখেন যে, অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা আম ক্রয়-বিক্রয় করছেন। যা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, আমের বাজারটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আমের বাজারটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক এবং জামের বাজারটি একচেটিয়া বাজার। এর মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারটি আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এমন এক বাজারব্যবস্থা যেখানে অসংখ্য ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বেচা-কেনা করেন। বাজারে চাহিদা ও যোগান দ্বারা পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। অন্যদিকে একচেটিয়া বাজারে একজন বিক্রেতা বা একটিমাত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কোনো একটি দ্রব্যের সম্পূর্ণ যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। একচেটিয়া বাজারে যে দ্রব্যটি বিক্রি হয়, সে দ্রব্যের তেমন কোনো পরিবর্তক দ্রব্য নেই। অর্থাৎ দ্রব্যটির সমজাতীয় বা প্রায় সমজাতীয় কোনো দ্রব্য পাওয়া যায় না।

উদ্দীপকে রায়হান সাহেব বাজারে আম কিনতে গিয়ে দেখেন, অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা আম ক্রয়-বিক্রয় করছেন। তিনি আমের সাথে কিছু জাম ক্রয় করতে গিয়ে দেখলেন যে, একজন মাত্র বিক্রেতা থাকায় তিনি ইচ্ছামতো দামে জাম বিক্রি করছেন।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম যা নির্ধারিত হয় সেটি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই মেনে নেয়। অন্যদিকে একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা ইচ্ছা অনুযায়ী দ্রব্যের দাম অথবা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে ক্রেতার পছন্দীয়তা নষ্ট হয়।

সুতরাং উল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় বলা যায়, একচেটিয়া ও পূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারই আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ মোট দেশজ উৎপাদন = ∑খাজনা + ∑মজুরি + ∑সুদ + ∑মুনাফা। এখানে, ∑ = সমষ্টি।

ক. মাথাপিছু জিডিপি কাকে বলে? ১
খ. জাতীয় আয় পরিমাপের সময় চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করা হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে জাতীয় আয় পরিমাপের কোন পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদ্ধতি ছাড়া আর কোন কোন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায় বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের গড় প্রধান সূচক।

খ জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে শুধু চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যকে বিবেচনা করা হয়, যাতে দ্বৈত গণনার সমস্যা না হয়।

উৎপাদনের প্রকৃতি অনুযায়ী দ্রব্যকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও চূড়ান্ত দ্রব্য হিসেবে ভাগ করা হয়। চূড়ান্তভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দ্রব্যের ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে যদি চূড়ান্ত দ্রব্য ও মাধ্যমিক দ্রব্যকে একসঙ্গে গণনা করা হয় তাহলে দ্বৈত গণনা সমস্যার কারণে জাতীয় আয়ের হিসাব বেশি হবে। এ কারণে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গ উদ্দীপকে জাতীয় পরিমাপের আয় পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে।

আয় পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কাজে নিয়োজিত উৎপাদনের উপাদানগুলো একটি অর্থবছরে তাদের পারিতোষিক হিসেবে যে অর্থ আয় করে তার সমষ্টি। উৎপাদনের প্রধান উপাদানগুলো হলো ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। অতএব একটি দেশ কোনো এক বছরে এসব উপাদানের আয়ের (যথাক্রমে মোট খাজনা, মোট মজুরি, মোট সুদ ও মোট মুনাফা) যোগফলকে আয় পদ্ধতি অনুযায়ী সামগ্রিক আয় বলা হয়। অর্থাৎ $Y = \sum r + \sum w + \sum i + \sum \pi$ সমীকরণটি জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিকে নির্দেশ করে। যেখানে r, w, i ও π হলো যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা; $\sum$ সমষ্টি। সুতরাং উদ্দীপকের মোট দেশজ উৎপাদন = ∑খাজনা + ∑মজুরি + ∑সুদ + ∑মুনাফা জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিটিই নির্দেশিত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত আয় পদ্ধতি ছাড়া উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। এ দুটি পদ্ধতি নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো−

উৎপাদন পদ্ধতি : একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে **১৫**টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারি উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে **১৫**টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়।

ব্যয় পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে জিডিপি হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নিট রপ্তানিকে বোঝায়। অতএব, ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নিট রপ্তানি (= রপ্তানি − আমদানি) = মোট দেশজ উৎপাদন। মোট দেশজ উৎপাদন বা $Y = \sum C + \sum I + \sum G + \sum(X - M)$। এখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়, $(X - M)$ (রপ্তানি−আমদানি) = নিট রপ্তানি। এখানে, $\sum$ = সমষ্টি।

প্রশ্ন ▶ ০৮ ফারিহা ও সামিয়া দুই বান্ধবী। তারা দুটি ভিন্ন ভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। ফারিহার প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রত্যেক ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রাবাজারের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে সামিয়ার প্রতিষ্ঠানটি দেশের সার্বিক কৃষি উন্নয়নে ঋণ প্রদান করে।

ক. ধাতব মুদ্রা কাকে বলে? ১

খ. অর্থকে মূল্যের পরিমাপক বলা হয় কেন? ২

গ. ফারিহার প্রতিষ্ঠানের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ফারিহা ও সামিয়ার আর্থিক প্রতিষ্ঠান দুটির তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন করে তাকে ধাতব মুদ্রা বলে।

খ মিটার যেমন দৈর্ঘ্যের, কিলোগ্রাম যেমন ওজনের পরিমাপক, তেমনি অর্থ পণ্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
অতীতে দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্য ও সেবাকর্মের মূল্যের কোনো নিশ্চিত বা সঠিক মানদণ্ড ছিল না। কিন্তু অর্থের আবির্ভাবের পর থেকে দ্রব্য ও সেবাকর্মের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে তা কার্যকর মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– জুনাইনাহ একটি বই ক্রয় করে ৫০ টাকা দিয়ে। এক্ষেত্রে ৫০ টাকা হলো উক্ত বইটির মূল্যের পরিমাপক।

গ ফারিহার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ব্যাংক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মুদ্রাবাজারের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। এটি সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে থেকে নোট ও মুদ্রা প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ, মুদ্রাবাজার সংগঠন ও পরিচালনা এবং সরকারের আর্থিক উপদেষ্টা ও ব্যাংকার হিসেবে কাজ করে।
উদ্দীপকে ফারিহার প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রত্যেক ব্যাংক ব্যবস্থা ও মুদ্রাবাজারের অভিভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল রয়েছে। তাই বলা যায়, ফারিহার কর্মরত প্রতিষ্ঠানটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

ঘ ফারিহার আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং সামিয়ার আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি হলো বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। এ দুটি ব্যাংকের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো–

১. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যাংকিং ব্যবসা এবং মুদ্রা বাজারের অভিভাবক হিসেবে সামগ্রিক কাজ করে।
অন্যদিকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষির আধুনিকায়নে কাজ করে।

২. কেন্দ্রীয় ব্যাংক জনগণের নিকট থেকে কোনো প্রকার আমানত গ্রহণ করে না।
কিন্তু বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে।

৩. একটি দেশে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে।
কিন্তু একটি দেশে অসংখ্য কৃষি ব্যাংক থাকে।

৪. কেন্দ্রীয় ব্যাংক এককভাবে নোট প্রচলনে সাহায্য করে।
অন্যদিকে কৃষি ব্যাংক নোট ও মুদ্রার প্রচারে সাহায্য করে।

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের উপদেষ্টা ও তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করে।
কিন্তু কৃষি ব্যাংক গ্রাহকদের উপদেষ্টা ও তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করে।

সুতরাং বলা যায়, ফারিহা ও সামিয়ার আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লিখিত পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রশ্ন ▶ ০৯

X খাত	Y খাত
পাট, ডাল, আখ, হাঁস-মুরগি, সেগুন, গামারি।	দিয়াশলাই, সেতু নির্মাণ, চিনি, সার, প্লাস্টিক, তাঁত ও মৃৎ শিল্প।

ক. শিল্প কাকে বলে? ১

খ. বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরশীলতা হ্রাস করা যায় কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'X' খাত দ্বারা অর্থনীতির কোন খাতকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'Y' খাত-এর অবদান বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুতপ্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে।

খ ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস করা যায়। দেশের অর্থনীতিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ তিনটি খাতের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা যায়। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হলে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভর করতে হবে না।

গ উদ্দীপকে 'X' খাত দ্বারা অর্থনীতির কৃষি খাতকে নির্দেশ করে।
ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরু করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত কার্যক্রমকে কৃষিকাজ বোঝায়। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন এবং বনায়নও কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদিত বিভিন্ন খাদ্যশস্য যেমন– ধান, গম, যব, তৈলবীজ, শিম, লাউ, মটরশুঁটি, আলু, ফলমূল ইত্যাদি জনগণের খাদ্য চাহিদার সিংহভাগ পূরণ করে। আবার শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনেক কাঁচামালের যোগানও কৃষি থেকে আসে। আখ, পাট, চা পাতা ইত্যাদি কাঁচামালের ওপর নির্ভর করেই পাট, চিনি, চা, কাগজ ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠেছে। শস্য উৎপাদন ছাড়া কৃষির অন্যান্য উপখাত হলো পশুপালন, মৎস্য চাষ ও বনজ সম্পদ।
উদ্দীপকে 'X' খাতে পাট, ডাল, আখ, হাঁস-মুরগি, সেগুন, গামারি তুলে ধরা হয়েছে। এসব জিনিস কৃষি খাতে উৎপাদিত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'X' খাত দ্বারা অর্থনীতির কৃষি খাতকে নির্দেশ করে।

ঘ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে 'Y' খাত তথা শিল্প খাতের অবদান অপরিসীম। শিল্প হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তর করা হয়। অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো শিল্প খাত। খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ খাতগুলোর সমন্বয় হলো শিল্প খাত।
উদ্দীপকে 'Y' খাতে দিয়াশলাই, সেতু নির্মাণ, চিনি, সার, প্লাস্টিক, তাঁত ও মৃৎশিল্প তুলে ধরা হয়েছে। যা শিল্প খাতে উৎপাদিত পণ্য। Y খাত শিল্প খাতকে নির্দেশ করে। যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিল্প খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কোনো দেশে শিল্পের বিকাশ ঘটলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়। এটি বেকার সমস্যার সমাধান করতে সাহায্য করে। শিল্পক্ষেত্রে কৃষিজ কাঁচামালের চাহিদা থাকায় কৃষি খাতেরও বিকাশ ঘটে। এছাড়া শিল্প খাতের দ্রুত উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি পরনির্ভরশীলতা হ্রাস পায়। ২০২০-২১ অর্থবছরে শিল্প খাতের জিডিপিতে অবদান ৩৬.০১ শতাংশ। মোট শ্রমশক্তির ২০.৪০ শতাংশ এখাতে নিয়োজিত। এভাবে শিল্প খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে। তাই বলা যায়, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ▶ ১০ 'X' দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কম। ফলে মাথাপিছু আয় ও ভোগ কম। এভাবে 'X' দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ায় দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অন্যদিকে 'Y' দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বেশি। ফলে দেশটিতে উন্নত জীবনযাত্রার মান বিরাজমান।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১
খ. পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা কীভাবে বেকারত্ব নিরসনে সহায়তা করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'X' দেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উক্ত দেশের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' দেশের চারটি বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অর্থনৈতিক কাঠামোর কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রকৃত জাতীয় আয়ের পাশাপাশি প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে তাই হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth)।

খ গ্রামীণ অর্ধ শিক্ষিত বেকারদের ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রদানের পর তাদেরকে আর্থিক ঋণসুবিধা প্রদান করলে হাঁস-মুরগির খামার, মৎস্য খামার, গবাদিপশু খামারের মতো প্রকল্প বাস্তবানের মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন করা যায়। আবার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমেও গ্রামীণ বেকারত্ব কমিয়ে আনা সম্ভব।

গ 'X' দেশটি অনুন্নত অর্থনীতির দেশ।
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জীবিকা অর্জনের জন্য এসব দেশের সিংহভাগ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অনুন্নত দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হলেও এর কৃষিব্যবস্থা অনুন্নত ও প্রাচীন এবং কৃষির উৎপাদনশীলতাও অনেক কম। এছাড়া অনুন্নত দেশে বিনিয়োগের স্বল্পতার কারণে শিল্প ও সেবা খাত থাকে অনুন্নত ও অসম্প্রসারিত। ফলে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে বেকার সমস্যা হয় প্রকট।
উদ্দীপকে 'X' দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কম হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ কম। ফলে মাথাপিছু আয় ও ভোগ কম। এভাবে 'X' দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ায় দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যা অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের 'X' দেশটি অনুন্নত অর্থনীতির দেশ।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'Y' দেশটি উন্নত অর্থনীতির দেশ।
'Y' দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বেশি। ফলে দেশটিতে উন্নত জীবনযাত্রার মান বিরাজ করে। এগুলো উন্নত অর্থনীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উন্নত দেশের চারটি বৈশিষ্ট্য হলো–

১. **ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ :** উন্নত দেশ সাধারণত পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। কখনো কখনো এসব দেশে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা থাকলেও সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ হয়। উন্নত দেশ যেমন, আমেরিকা, জাপান, ইউরোপের দেশগুলো ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সুষ্ঠু সংরক্ষণ করে আজ উন্নত বিশ্বের নেতৃত্ব দান করছে।
২. **মূলধন গঠন :** উন্নত দেশে মূলধনের যোগান পর্যাপ্ত। অর্থনীতিতে সঞ্চয় বৃদ্ধির দ্বারা মূলধন গঠন করা হয়।
৩. **দক্ষ জনশক্তি :** যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে দক্ষ জনশক্তি একান্ত প্রয়োজন। কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন ইত্যাদি পর্যাপ্ত থাকলেও দক্ষ জনশক্তি না থাকে তাহলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় না। উন্নত দেশ দক্ষ জনশক্তি গঠনে বিশেষ নজর রাখে। যেমন, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি হয়।
৪. **উচ্চগড় আয়ুষ্কাল :** উন্নত দেশের জনগণের গড় আয়ুষ্কাল সাধারণত বেশি হয়। উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধার কারণে তাদের গড় আয়ুষ্কাল বেশি হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ১১ 'Z' দেশে এবছরের বাজেটে যোগাযোগ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। তাই দেশটিতে সরকার নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নেয়। উক্ত বাজেটটি বাস্তবায়ন করার জন্য দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে অর্থসংস্থান করা হয়।

ক. VAT-এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে সরকারের পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজেটের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত বাজেটের আয়ের খাতগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক VAT এর পূর্ণরূপ Value Added Tax.

খ সরকার মানবসম্পদের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে অনেক অর্থ ব্যয় করে।
সরকার মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়ন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, ছাত্রছাত্রীদের মেধা বিকাশে বৃত্তি চালু এবং উচ্চশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে অনেক অর্থ ব্যয় করে। দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে প্রযুক্তি খাতেও সরকারকে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। তাই বলা যায়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে সরকার শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে অর্থ ব্যয় করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজেটটি হলো মূলধন বাজেট।
সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব যে বাজেটে দেখানো হয় তাকে মূলধন বা উন্নয়ন বাজেট বলে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের ও জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস হতে অর্থসংস্থান করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়– কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, মহিলা ও যুব উন্নয়ন, পরিবহণ ও যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন ও গৃহায়ণ ইত্যাদি খাতে সরকার ব্যয় করে থাকে। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন।
উদ্দীপকে 'Z' দেশে এ বছরের বাজেটে যোগাযোগ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। তাই দেশটিতে সরকার নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নেয়। উক্ত বাজেটটি বাস্তবায়ন করার জন্য দেশি ও বিদেশি উৎস থেকে অর্থসংস্থান করা হয়। যা মূলধন বাজেটের সাথে সম্পর্কিত।
তাই বলা যায়, উদ্দীপকের বাজেটটি হলো মূলধন বাজেট।

ঘ মূলধন বাজেটে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থ সংস্থান করা হয়।
উন্নয়ন বাজেটে সরকারের মূলধন আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়। এ বাজেটের মূল লক্ষ্য হলো দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে সরকারি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে। সরকার এ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকে অর্থসংস্থান করে।
উদ্দীপকে 'Z' দেশের উন্নয়ন বাজেট বাস্তবায়নে সরকার নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নেয়। এ বাজেটের অর্থসংস্থান দেশি উৎসের পাশাপাশি বিদেশি উৎস থেকেও সংগ্রহ করা হয়। অভ্যন্তরীণ বা দেশি আয়ের উৎসগুলোর মধ্যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত, বেসরকারি সঞ্চয়, ব্যাংক ঋণ অন্যতম। অন্যদিকে বৈদেশিক আয়ের উৎসগুলোর মধ্যে বৈদেশিক ঋণ, বৈদেশিক অনুদান অন্যতম।
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ, পল্লি উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রযুক্তি ইত্যাদি খাতে সরকার ব্যয় করে। এ ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার অভ্যন্তরীণ খাতের পাশাপাশি বৈদেশিক খাত থেকেও আয় করেন। সরকারের অভ্যন্তরীণ খাতের আয়ের উৎসগুলো হলো অ-উন্নয়ন খাত উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত কর আরোপ, অভ্যন্তরীণ খাতগুলো থেকে সরকার পর্যাপ্ত আয় সংগ্রহ করতে না পারলে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করে। এজন্য সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হয়।